ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 August, 2020 ■ আগরতলা, ২৪ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ৭ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পরিবারতন্ত্রের মুক্তির খোঁজে এআইসিসি, পদ ছাড়ছেন সোনিয়া

অশোক গেহলটকে করা হচ্ছে অস্থায়ী সভাপতি

।। **অভিজিৎ রায় চৌধুরী ।। নয়াদিল্লী, ২৩ আগস্ট ।।** পরিবারতন্ত্রের মুক্তির খোঁজ করছে এআইসিসি। বাইশ বছর যাবত এআইসিসির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন গান্ধী পরিবারের সদস্যরাই। ১৯৯৮ সালের পর থেকে গান্ধী পরিবারের বাইরের কাউকেই সভাপতি কিংবা সভানেত্রী করা হয়নি। এখন কংগ্রেসের গান্ধী পরিবারের রাজনৈতিক সমীকরণ তা পাল্টে দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর সোনিয়া গান্ধী সভানেত্রীর পদ ছাড়ছেন। অস্থায়ী সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটকে। অন্যদিকে, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী করা হচ্ছে বিধানসভার অধ্যক্ষ সি পি যোশীকে। যদিও এই ব্যপারে এখনও দলের তরফ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়নি।

উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব এবং দলের একাধিক সাংগঠনিক সমস্যা তুলে ধরে সনিয়া গান্ধীকে চিঠি দিয়েছেন ২৩ জন শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতা। সোমবার তা নিয়েই বসতে চলেছে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। সূত্রের খবর, হাত শিবিরের এমন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সনিয়া নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি অন্তর্বর্তিকালীন সভানেত্রীর দায়িত্ব ছাড়তে প্রস্তুত। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তিনি ইস্তফা দেওয়ার কথাও বলতে পারেন বলেও সূত্রের খবর।

জানা গিয়েছে, '২৩ জন কংগ্রেস নেতার চিঠির জবাবে সনিয়া বলেছেন, দলের অন্তর্বর্তিকালীন সভানেত্রী হিসাবে তাঁর মেয়াদ এক বছর পূর্ণ হয়েছে। এ বার তিনি ওই পদ থেকে সরে দাঁড়াতে চান। তাঁর দল যেন নতুন সভাপতি বেছে নেয়।' ইতিমধ্যেই সনিয়া গান্ধীকে চিঠি দিয়ে দলের নানা সমস্যার তুলে ধরেছেন কংগ্রেসের নবীন-প্রবীণ ২৩ জন নেতা। তার প্রেক্ষিতেই সনিয়ার এই উত্তর বলে সূত্রের খবর। সনিয়া সরে গেলে দলের রাশ থাকবে কার হাতে? সোমবারের বৈঠকে এই সব বিষয়গুলিই ঘুরেফিরে উঠে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। কংগ্রেস অবশ্য সনিয়ার এই সরে দাঁড়ানোর জল্পনা পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছে। দলের নেতা রণদীপ সিংহ সুরজেওয়ালা বলছেন, "সনিয়া গান্ধী কোনও নেতার সঙ্গে কথা বলেননি, এমনকি কাউকে কোনও চিঠিও লেখেননি। আমরা এটা পুরোপুরি অস্বীকার করছি।" সূত্রের খবর, সুরজেওয়ালা যাই দাবি করুন না কেন, ঠিক তার উল্টোটাই ঘটে চলেছে কংগ্রেসের অন্দরে। জানা গিয়েছে, দলের ব্যাটন এ বার অন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনায় আরও ২০০ আক্রান্ত মৃত্যু একজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট ।। রাজ্যে নতুন করে ২০০ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ২৫১৯টি নমুনা পরীক্ষায় ওই করোনা আক্রান্তদের সন্ধান মিলেছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে এন্টিজেনে ১৪৭৪ টি নমুনা পরীক্ষায় ১০২ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এদিকে, ১০৪৫টি আরটিপিসিআর পরীক্ষায় ৯৮ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে।

এদিকে, জেলা ভিত্তিক আক্রান্তের হিসেবে উনকোটিতে ৬ জন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্ত বিজেপি বিধায়িকা মিমি মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট ।। করোনা আক্রান্ত হলেন বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়িকা মিমি মজুমদার। শনিবার তার উপসর্গ দেখা দেওয়ায় কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়। তাতে রিপোর্ট পজেটিভ আসে। তিনি শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন। সাথে সাথেই তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে চিকিৎসার পর তিনি বর্তমানে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন। জানা গিয়েছে বিধায়িকার স্বামীও কোভিড-১৯ পজেটিভ।

জেল হেপাজতে রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট ।। কমলপুর জেল হেপাজতে থাকা এক ব্যক্তির রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম সুজিত গৌড় (৩২)। বধূ নির্যাতন সংক্রান্ত মামলায় তাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে সেনা সমাবেশ সরিয়ে নেয়নি চিন, যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুতি ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি. স.) ।। পূর্ব লাদাখে দুই দেশের মধ্যে থাকা মূল নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে সেনা সমাবেশ পুরোপুরি সরিয়ে নেয়নি চিন। কূটনৈতিক এবং সামরিক পর্যায় একাধিকবার বৈঠকের পরেও পিছু হটতে অস্বীকার করছে লাল ফৌজ। এর পাশাপাশি মূল নিয়ন্ত্রণ রেখার লাগোয়া এলাকাজুড়ে হেলিপ্যাড, সড়ক, সেতু এবং অন্যান্য সামরিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে তৎপর হয়েছে চিন। এমন পরিস্থিতিতে ভারতের রাজনৈতিক এবং সামরিক নেতৃত্ব টানা দুই-তিন দিন ধরে লাগাতার নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে চিনকে কৌশলগত উপায় যোগ্য জবাব দেওয়ার কৌশল নির্ধারণ করেছে।

মে মাস থেকে মূল নিয়ন্ত্রণরেখা লাগোয়া এলাকাগুলিতে সড়ক, সেতু, হেলিপ্যাড, সৈন্যদের থাকার অস্থায়ী ব্যারাক তৈরি করেছে লাল ফৌজ। এমনকি প্যাংগং ঝিল থেকে শুরু করে গোগড়া হট স্প্রিং পর্যন্ত নিজেদের সেনাবাহিনীর জন্য অপটিক ফাইবার কেবল বসানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে চিন। দুই দেশের মধ্যে এই সংঘাতের আবহ যে শীতকাল পর্যন্ত থাকবে সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুতি নিচ্ছে সেনাবাহিনী এবং বায়ুসেনা। ভারতের সঙ্গে চিনের সীমান্ত অঞ্চল হচ্ছে ৩৪৮৮ কিলোমিটার বিস্তৃত। এর মধ্যে সীমান্ত লাগোয়া এলাকাগুলিতে চিনের আগ্রাসন রুখতে ট্যাংক, কামান সহ অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম মোতায়নের কাজ ব্যস্ত ভারত। পূর্ব লাদাখে দুই দেশের মধ্যে থাকা এই বিরোধ প্রায় ১০০ দিনে পড়ল।

কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসেনি। এমন পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর শীর্ষ সাত কমান্ডার এবং গুপ্তচর সংস্থার সঙ্গে গত ২০ এবং ২১ আগস্ট গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারওয়ানে। একই সঙ্গে চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ লাগলে কি রণকৌশল নেওয়া হবে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি পাকিস্তান এবং চিন সীমান্তে গতিবিধি কোন পর্যায়ে রয়েছে তাও বৈঠকে উঠে আসে। ভারত একাধিকবার চিনের সঙ্গে আলোচনা করলেও সীমান্ত থেকে সেনা সমাবেশ সরিয়ে নিয়ে যেতে ক্রমাগত অস্বীকার করে চলেছে লাল ফৌজ।

ফলে আড়াই মাসেরও বেশি সময় ধরে পরিস্থিতি একই থেকে গিয়েছে। শনিবার রাতে পাকিস্তান এবং চিন সীমান্ত নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর বাসভবনে ময়ূরকে দানাশস্য খাওয়াচ্ছেন।

চুরি যাওয়া বাইকসহ পুলিশের জালে চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৩ আগস্ট ।। কদমতলা হাসপাতালের সামনে থেকে চলে যাওয়া বাইক স্কুটি বাইক উদ্ধার করা হয়েছে। কদমতলা থানার পুলিশ পাথারকান্দি এলাকা থেকে দুটি বাইক উদ্ধার করেছে। জানা যায় কদমতলা হাসপাতালের সামনে থেকে হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী আশীষ শব্দকরের একটি বাইক চুরি হয়েছিল।

এ ব্যাপারে কদমতলা থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। বাইক চুরির ঘটনা হাসপাতালে সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছিল। সেই সূত্র ধরেই কদমতলা থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে পাতারকান্দি থানার পুলিশের সহযোগিতায় সেখানকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যব্যাপী এডিসি দিবস পালন করল কংগ্রেস ও আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট ।। গোটা রাজ্যেই এডিসি দিবস পালন করা হয়েছে। রাজধানী আগরতলায় কংগ্রেস ভবনের সামনে কংগ্রেসের তরফ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করা হয়েছে। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। দলের রাজ্য সভাপতি পিযুষ বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা।

তেলিয়ামুড়া ঃ সারা রাজ্যের সাথে তেলিয়ামুড়া মহকুমায় ও আইপিএফটি এর ডিভিশনাল কমিটির উদ্যোগে উত্তর গোকুলনগর আইপিএফইট কার্যালয়ের সামনে দলের ১২ তম ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি দিবস পালন করা হয়। এই দাবি দিবসে উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটি দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক তথা রাজ্যের বল মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক সুনীল দেববর্মা, কেন্দ্রীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গরীবদের নগদ টাকা ও বিনামূল্যে চাল দেয়ার দাবীতে মিছিল সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট ।। সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে ১৬ দফা দাবিতে আগরতলা পূর্ব লোকাল কমিটির উদ্যোগে মিছিল সংঘটিত করা হয়। মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অমল চক্রবর্তী শুভাশিস গাঙ্গুলী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মিছিল শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন জনগণের স্বার্থেই ১৬দফা দাবিতে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। দাবিগুলির যৌক্তিকতা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন অমল চক্রবর্তী এবং শুভাশিস গাঙ্গুলী।

দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যেসব পরিবার আয় করের আওতায় নেই তাদের প্রত্যেক পরিবারকে সাড়ে সাত হাজার টাকা করে একাউন্টে প্রদান করা প্রত্যেক পরিবারকে ৬ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে ১০ কেজি করে চাল প্রদান, কৃষি কাজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিনামূল্যে সরবরাহ করা প্রভৃতি। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন লকডাউন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী অংশের মানুষের স্বার্থ সুরক্ষায় সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে চলেছে। গরিব অংশের মানুষের স্বার্থ রক্ষায় বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কোন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করছে না বলে তারা গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। লকডাউন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনবহুল এলাকায় বেআইনীভাবে পাথর ভাঙ্গার মেশিন, প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৩ আগস্ট ।। জনবহুল এলাকায় পাথর ভাঙার ক্রেশার মেশিন বসানোর প্রতিবাদে স্থানীয় এলাকাবাসীর পথ অবরোধ। ৮ নং আসাম আগরতলা সড়কের খেরেংজুড়ি থেকে লক্ষীনগর সড়ক অবরোধ। অবরোধের দীর্ঘ সময়ের পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে অবশেষে ডিসিএম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে এক সপ্তাহের সময় চেয়ে আশ্বস্ত করাতেপথ অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কালাছড়া ব্লকাধীন লক্ষীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের খেরেংজুরি এলাকায় পাথর ভাঙ্গার ক্রেশার মেশিন

বসানো নিয়ে বিগত কয়েক মাস যাবত চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিল। পাথর ভাঙ্গার ক্রেশার মেশিনের বিকট শব্দ, ধুলোবালি, রাস্তাঘাট বিনষ্ট সহ পথদুর্ঘটনাকে কেন্দ্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর ময়ূর প্রীতির সাক্ষী থাকল সামাজিক মাধ্যম

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি. স.) ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষরের সাক্ষী গোটা দেশ থেকেছে একাধিকবার। প্রযুক্তির প্রতি ভালোবাসা থেকে সুবক্তা মতন গুণে মুগ্ধ হয়েছে দেশবাসী। এবার প্রধানমন্ত্রী ময়ূরের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন দেখা গেল সামাজিক মাধ্যমে। রবিবাসরীয় সকালে নিজের টুইটার থেকে একটি ভিডিও পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেখানে দেখা যাচ্ছে যে তিনি ময়ূরকে দানা খাওয়াচ্ছেন। এক মিনিট ৪৭ সেকেন্ডের এই ভিডিওতে বাঁশি এবং সেতার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে বেজেছে। ময়ূরের সঙ্গে হাঁটা এবং ময়ূরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুয়াহাটি-আগরতলা-গুয়াহাটি সাপ্তাহিক পার্সেল ট্রেন চালাবে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট ।। অসম ও ত্রিপুরার মধ্যে যাতে কম পরিমাণে আবশ্যিক ও অন্যান্য সামগ্রী আনা-নেওযা করা যেতে পারে, তার জন্য গুয়াহাটি ও আগরতলার মধ্যে রাউন্ড ট্রিপের ভিত্তিতে সময় সারণিতে নির্ধারিত খাকা নির্দিষ্ট সময় অনুসারে সাপ্তাহিক পার্সেল ট্রেন চালাবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। এই পার্সেল ট্রেনগুলো যাতায়াতের পথে মাঝের বহু স্টেশনেই খামবে, যাতে সেই সব অঞ্চলের কৃষক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের উৎপাদিত পণ্যমাল সহজেই প্রযোজনীয় গন্তব্যে পৌঁছে দিতে গারেন।

পার্সেল ট্রেনে করে মাল পাঠানোর ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের খেকে সম্প্রতি ভাল সাড়া পাওয়া যাওয়ার পর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সিদ্ধান্ত নিযেছে, এই ধরনের ট্রেন তারা আরও চালাবে, যাতে ব্যবসায়ীরা তাঁদের মাল সাধারণ মানুষের উদ্দেশে পাঠাতে পারেন।

এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দ্রুত মাল পাঠানোর ক্ষেত্রে ট্রেন-ই এমন এক মাধ্যম যা একান্ত ভাবে পরিবেশের অনুকূল। এই ধরনের পণ্য পরিবহলকে উৎসাহ দিতে ভারতীয় রেল বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আসছে। এপ্রিল মাস থেকে গুয়াহাটি ও আগরতলার মধ্যে ইতিমধ্যে ১৬টি পার্সেল ট্রেন চলাচল করছে। ব্যবসা বাড়ানোর জন্য ছাটে

ব্যবসায়ীদের কাছে সুবর্ণ এক সুযোগ নিয়ে এসেছে এই পার্সেল ট্রেন গুলো। আগরতলা-মুখী ০০৫৩৯ নং. প্রস্তাবিত পার্সেল ট্রেনটি ২৫.০৮.২০২০ তারিখ থেকে প্রত্যেক মঙ্গলবার সকাল সাতটায় গুয়াহাটি থেকে রওনা হবে এবং একই দিনে রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে আগরতলায় পৌঁছবে। ট্রেনটি আসা-যাওযার পথে জাগিরোডে, হোজাই, লংকা, লামডিং , লামডিং জং.. মান্দেরদিসা, বদরপুর, ধর্মনগর ও কুমারঘাট স্টেশনে খামবে, যাতে ট্রেনটিতে মাল ওঠানো যায় এবং ট্রেন থেকে মাল নামানোও যায়। অবশ্য, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মাল পরিবেণের চাহিদার ভিত্তিতে আরও কয়েকটি স্টেশনেও ট্রেনটিকে থামানো হতে পারে।

মাল পাঠানোর ব্যাপারে বিশদ জানতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩১০ ▫ ২৪ আগস্ট ২০২০ ইং ▫ ৭ ভাদ্র ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

হাসপাতালে অমানবিকতা

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা গুরুতর সমস্যার মুখে। শুধু ত্রিপুরা নয়, সারা দেশেই এই সমস্যার ব্যপ্তি দেখা যাইতেছে। তবে ছোট রাজ্য ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে অমানবিক কান্ড কারখানা প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষকে আহত করিয়া চলিয়াছে। দুঃখ বেদনায় ভারাক্রান্ত হইতেছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার এই বেহাল অবস্থার মূলে করোনা দাপট দায়ী এই সম্পর্কে দ্বিমত থাকিবার কথা নহে। প্রকাশিত একটি সংবাদ সাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। গত মঙ্গলবার বাবুল সরকারের স্ত্রী শেফালী সরকার (৩২) সাব্রুম হাসপাতালে ভরতি হইয়াছিলেন। সেখানে দুইদিন থাকিবার পর তাঁহাকে রেফার করা হয় গোমতী জেলা হাসপাতালে। এই হাসপাতাল হইতে তাঁহাকে রেফার করা হয় আগরতলায় বলে জানান স্বামী বাবুল সরকার। রাত এগারটার পর রোগী শেফলী সরকারকে নিয়া আসা হয় আইজিএম হাসপাতালে। কিন্তু, এই হাসপাতালে আসিয়া বিড়ম্বনায় পড়েন তাহারা। স্বামীর অভিযোগ সারা রাত হাসপাতালের এই দরজা ওই দরজা ঘুরিয়াও তাঁহার স্ত্রীকে ভরতি করাইতে পারেন নাই। হাসপাতাল হইতে জানাইয়া দেওয়া হয় শয্যা নাই, তাই ভরতি করানো যাইবে না। এদিকে, বাইরে অসুস্থ স্ত্রী বিনা চিকিৎসায় কাতরাইতে থাকেন। রোগীনির অসহ্য যন্ত্রণায় আশপাশের লোকজন ছুটিয়া আসেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকদের অনুরোধ করা হয় হাসপাতালের এক কোণে হইলেও স্থান দিতে। তাহাতেও মন গলে নাই ডাক্তারবাবুদের। বাবুলবাবুর আরও অভিযোগ, হাসপাতালে হইতে বলা হয় তাহাকে জিবি হাসপাতালে নিয়া যাইতে। সারা রাত খোলা আকাশের নীচে কাটাইবার পর শনিবার সকালে নিয়া যাওয়া হয় জিবি হাসপাতালে। সেখান হইতে আবার তাহাকে পাঠানো হয় আইজিএম হাসপাতালে। এবারও ভরতি করানো হয় নাই। খবর পাইয়া সাংবাদিক ও অন্যান্য লোকরা ছুটিয়া যান। চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে অমানবিক কাহিনী। তখন শেফালী সরকারকে নিয়া যাওয়া হয় হাসপাতালের ভিতরে। বৃহস্পতিবার রাতেও হাসপাতালের দরজাতেই এক প্রসূতি মাকে সন্তান জন্ম দিতে হইয়াছে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার ইতিহাসে ইতিপূর্বে অমানবিকতার নজির ছিল না এমন কথা জোর দিয়া বলা যাইবে না। আইজিএম ও জিবি হাসপাতাল ত্রিপুরা রাজ্যের রোগীদের ভরসার স্থল। কিন্তু, এক শ্রেণীর চিকিৎসকের কান্ড কারখানা স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যর্থতাকেই প্রকট করিয়া তুলিতেছে। আইজিএম হাসপাতালে নিত্য নতুন ফরমান জারি করিয়া চলিয়াছেন হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট। এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যার জন্ম হইতেছে। হাসপাতালে রেফার করা রোগী আসিলে তাহাকে গুরুত্ব না দিয়া হয়রানি করার মধ্যে একশ্রেণীর স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকদের অমানবিক মুখটাই প্রকট হইয়া উঠে। এই মুখ হিংস্র ও দানবের মুখ। ন্যূনতম মনুষত্ব বোধ থাকিলে কোন চিকিৎসক কোন স্বাস্থ্যকর্মী এইভাবে কোন রেফার করা রোগীকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। স্বাস্থ্য পরিষেবার এই অনুজ্জ্বল ও অমানবিক ঘটনায় যাহারা জড়িত তাহাদের সনাক্ত করিয়া সরকারকে ব্যবস্থা নিতেই হইবে। হাসপাতালগুলিতে এক শ্রেণীর চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীর দৌরাত্ম্য এতই প্রকট যে তাহারা সরকারের নির্দেশ অমান্য করিতেও পিছুপা হন না। চিকিৎসা কর্মীদের এই অমানবিকতার কারণেই মাঝেমধ্যে হাসপাতালগুলিতে জনতা ক্ষুব্ধ হয় এবং ডাক্তার পিটানোর মত ঘটনার উদ্ভব আমাদেরকে লজ্জায় ফেলিয়া দেয়। একথা সত্যি আজ চিকিৎসকদের এক বড় অংশ করোনা মোকাবেলায় ব্যতিব্যস্ত। সাধারণ রোগীদের নিয়মিত সেই দেখভাল পরিচর্যা প্রদানের সময়টুকু হয়ত কম। করোনা তাহাদের সময় কাড়িয়া নিয়াছে? কিন্তু, একথা বলিলে চলিবে না যে হাসপাতালগুলি ছাড়া সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়ার আর কি সুযোগ আছে? করোনা ছাড়া অন্যান্য রোগীরা তাহলে কি বিনা চিকিৎসায় বেঘোরে প্রাণ হারাইবে। সরকারকে তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। সারা রাজ্যে বিভিন্ন হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অভাব, চিকিৎসকের অভাব, স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব সত্বেও রোগীরা সেখানে বাধ্য হইয়া হাজির হইতেছেন। সেখানে পরিকাঠামোর অভাব থাকার কারণেই হয়তো বা রোগীদের আগরতলায় রেফার করা হয়। হাসপাতাল এমন একটা জায়গা যেখানে বিপন্ন বিধ্বস্ত রোগীরা ভরসা খুঁজিয়া নিতে যায়। মুমূর্ষ রোগীরা বাঁচিবার শেষ আশা নিয়া আসে। কিন্তু, যখন তাহারা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অমানবিক মুখ দেখিতে পায় তখন শেষ ভরসাটুকু হারাইয়া ফেলে। আমাদের দুর্ভাগ্য রাজ্যে দুই দুইটি মেডিকেল কলেজ আছে, কিন্তু রোগী চিকিৎসার ক্ষেত্রে অভিযোগের পর অভিযোগ আসিতেই থাকে। এই ব্যর্থতার ফসল আগামীদিনে বিরোধীরা নিতে পারে। স্বাস্থ্য পরিষেবা এমন এক জরুরী পরিষেবা যাহা অন্য কোন পরিষেবার সঙ্গে তুলনা করা চলে না। মনে হয়, এই পরিষেবা আজ গুরুত্ব হারাইতেছে। এমনিতেই লকডাউন ইত্যাদির কারণে বহু রোগী বহির্রাজ্যে চিকিৎসার জন্য যাইতে পারিতেছেন না। ফলে তাহারা রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবার উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে। কিন্তু, চিকিৎসার যদি এই হাল হয় তাহা হইলে সাধারণ রোগীরা যাইবে কোথায়? বিনা চিকিৎসার মৃত্যুর ঘটনা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকেও ব্যাঙ্গ করিবে। আজ ভাবিবার সময় আসিয়াছে। মুমূর্ষ শেফালীরা যাহাতে হয়রান না হয়। হাসপাতালে বাইরে কাতড়াইতে না হন। মা যাহাতে হাসপাতালের বাইরে খোলা আকাশের নীচে সন্তান জন্ম না দেন। তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। সরকারকে ভাবিতে হইবে হাসাপাতলের এই মুমূর্ষ অবস্থা হইতে কি করিয়া উত্তরণ সম্ভব হইতে পারে।

জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে কঙ্গনার পাশে হিমাচলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি. স.): বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা হিমাচল প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শান্তা কুমার জানিয়েছেন, হিমাচলের বীরাঙ্গণা কন্যা কঙ্গনা রানাওয়াত একবার ফের বড় সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করে সকলকে চমকে দিয়েছেন। কিছু লোক তার প্রতি অভিযোগ তুলেছিল যে সে বিশেষ এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছে।এর পাল্টা কঙ্গনা টুইট করে জানিয়েছেন, 'হ্যাঁ আমার এজেন্ডা হচ্ছে, জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবাদ।'

শান্তা কুমার জানিয়েছেন চলচ্চিত্র জগতের এক শিল্পীর কাছ থেকে এমন প্রত্যাশা কোনদিন করা যেত না।সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুরহস্য নিয়েও কঙ্গনা সবার আগে এবং খুব স্পষ্টভাবে ও অতিমাত্রায় সরব হয়েছিলেন। এখন সেই রহস্য সমাধানের জন্য সিবিআই কাজ করে চলেছে। জাতীয়তাবাদ হচ্ছে ভারতের প্রাণ, আত্মা এবং সনাতন ধর্মের ভিত্তি। ভারতের জাতীয়তাবাদ কেবল ভৌগলিক নয়, তা সাংস্কৃতিক। জাতীয়তাবাদের এই ঘোষণা কোন ব্যক্তি বা দল নয় স্বয়ং প্রভু রাম করেছিলেন বহু যুগ আগে। বাল্মিকী রামায়ণ অনুসারে রাবণকে বধ করে রাম যখন লঙ্কা জয় করেছিলেন।তখন লক্ষণ বলেছিলেন, 'দাদা এখন সোনার লঙ্কা আমাদের।অযোধ্যায় যাওয়ার আর প্রয়োজন নেই।এখানেই রাজত্ব করা যাক।.' এর উত্তরে ভগবান রাম বলেছিলেন, ' জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ' অর্থাৎ নিজের মাতৃভূমি স্বর্গ থেকেও ভালো হয়।এটাই হচ্ছে ভারতের জাতীয়তাবাদ।

শান্তা কুমার আরও জানিয়েছেন,ভারতের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ চিরকাল মানবতাবাদে ভরা। সেই কারণে কয়েক হাজার বছর আগে ভারতের ক্ষত্রিয়রা ঘোষণা করেছিলেন বসুধৈব কুটুম্বকম। অর্থাৎ গোটা বিশ্ব একটা পরিবার। সেই কারণেই শক্তিশালী হওয়া সত্বেও ভারত অন্য কোন দেশকে তাদেরকে উত্যক্ত করেনি। কখনও কোন কিছু অধিকার করেনি। বরাবর মানবতাবাদের বাণী সে বলে গিয়েছে।নিজের থাইল্যান্ড সফরের প্রসঙ্গ তুলে ধরে শান্তা কুমার বলেছেন যে সেখানে মানুষ এখনও হিন্দুধর্মকে নিজের সংস্কৃতি বলে মনে করে। এখনও সেখানে একটি শহরের নাম তারা অযোধ্যা রেখেছে।

মামুলি ভুল বা উপেক্ষণীয় ব্যর্থতা নয়, অমার্জনীয় অপরাধ

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

স্টলিন ছিলেন কমিউনিস্ট ডিক্টেটর। তথ্যে প্রমাণ, আধুনিক পৃথিবীতে যাঁরা গণ হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত তাঁদের মধ্যে স্টালিন একজন। অন্যদের মধ্যে একজন ছিলেন ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর হিটলার। তিনি ইহুজি জাতির বিরুদ্ধে গণহত্যা চালিয়েছিলেন। লক্ষ লক্ষ সামরিক এবং অসামরিক মানুষের মৃত্যুর জন্যও তার আগ্রাসী পদক্ষেপ দায়ী।

কিন্তু স্টালিন তাঁর দলের যত নেতা ও কমরেডকে খুন করিয়েছিলেন, হিটলার ততদূর এগোতে পারেননি। এই ব্যাপারে স্টালিনের সঙ্গে কিছুটা পাল্লা দিতে চেষ্টা করেছিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। ১৯৭১ সালে তিনি ফৌজ এবং মৌলবাদী ঘাতকদের দিয়ে ৩০ লক্ষ মানুষকে খুন করিয়েছিলেন এবং চার লক্ষ মহিলাকে ধর্ষণ করিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিল ইয়াহিয়া খানের স্বজাতি।

কম্বোডিয়ার গণহত্যা আর একটি দৃষ্টান্ত। কমিউনিস্ট ডিক্টের পল পট তাঁর ঘাতক বাহিনীকে দিয়ে না খাইয়ে বা গুলি করে খুন করিয়েছিলেন। হিসেব বলবে, গণ হত্যাকারীর প্রতিযোগিতায় স্টালিন বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন। সেই স্টালিনকে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সিপিআইয়ের একটি গোষ্ঠী আরাধ্য দেবতার আসনে বসিয়ে রেখেছে। গণ হত্যাকারী স্টালিনকে তারা ধিক্কার দেয়নি। তবে যেহেতু দু-চারটে কথা না বললেই নয়, তাই তারা মিয়োন গলায় স্বীকার করেছিল, সেই আমলে স্টালিন পূজার চলন হয়েছিল। তার ফলে কিছু কিছু বুল হয়েছিল। তবে তাঁর সাফল্যের ওজন ব্যর্থতার ওজনের তুনলনায় ভারী ছিল।

প্রকাশিত তথ্য বলছে, ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার জন্য স্টালিন যত কুকীর্তি করেছিলেন সেগুলি মামুলি ভুল বা উপেক্ষা করার মতো ব্যর্থতা ছিল না, সে সব কিছু গণহত্যার মতো অমার্জনীয় অপরাধ। এই সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য দিচ্ছে। আগে কাটিনের ঘটনাটি শুনন কাটিন সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি বনভূমি। ১৯৩৯ সালে স্বাধীন দেশ পোল্যান্ডে একদিক থেকে হিটলার, আর একদিক থেকে স্টালিন সামরিক অভিযান চালিয়েছিল। তখন কমিউনিস্ট স্টালিন এবং ফ্যাসিস্ট হিটলার হরিহর আত্মা ছিলেন। পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে আক্রমণ হেনেছিলেন হিটলার। হিটলারের ফৌজ সেই সময় কাটিনের জঙ্গলে একটি বধ্যভূমির খোঁজ পেয়েছিল। সেখানে গণ কবরে হাজার হাজার নরকঙ্কাল পড়েছিল। স্টালিন অভিযোগ করেছিল, এই কাজ ফ্যাসস্টি কসাইদের। ৫০ বছর পরে সত্য প্রকাশ পেয়েছিল। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট নেতা গর্ভাচভের আমল। তাঁর উদ্যোগে তদন্ত করে প্রমাণ হয়েছিল, কাটিন -গণহত্যার খলনায়ক স্টালিন। পোলান্ড আক্রমণ করে স্টালিনের লাল ফৌজ ২২ হাজার পুলিশকে বন্দি করেছিল। তাদের মধ্যে সামরিক ও বেসামরিক উভয় ধরনের লোক ছিল।

এইসব যুদ্ধবন্দিদের দফায় দফায় কাটিনের জঙ্গলে আনা হত। তাঁদের দিয়েই সেখানে গর্ত খোঁড়ানো হত। তারপর পিটে গুলি করে তাঁদের ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হত। গর্ত খোঁড়া ছিল। কবর কোঁড়ার খাটুনি ছিল না।

হুকুম দিয়েছিলেন স্টালিন। একি মামুলি বুল, নাকি উপেক্ষণীয় ব্যর্থতা? নিজের দেশে এবং কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরের প্রকৃত বা সন্দেহভাজন প্রতিবাদীদের পিয়ে ফেলার জন্য মার্কসবাদী মহামানব স্টালিন ঢালাও বন্দোবস্ত করেছিলেন। সেসবের মধ্যে ছিল সাইবেরিয়ায় নির্বাসন। সাইবেরিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের দুর্গম, জনবসতিহীন, , হিমশীতল অঞ্চল। স্টালিন সেখানে অনেক শ্রমশিবির স্থাপন করিয়েছিলেন। স্টালিনের চোখে যারা বেয়াড়া, প্রতিবাদী বা তার স্বৈরাচার পছন্দ করত না তাদের ঠিকানা হত সাইবেরিয়ার শ্রমশিবির।

শ্রমশিবিরের বন্দিদের নানাভাবে যন্ত্রণা দেওয়া হত। লাগামছাড়া কঠিন কায়িক পরিশ্রম। কখনও কখনও ১৪ ঘণ্টা পর্যন্ত বন্দিদের খাটানো হত। বাঁচার মতো খোরাক নেই। অপুষ্টি এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের দরুন বিভিন্ন রোগ লেগে থাকত। কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা ইচ্ছা করেই রাখা হত না। বিরাট বিরাট কাঠের পাত্রে বন্দিদের শারীরিক বর্জ্য ব্যারাকের এক ধারে রাখা থাকত। বন্দিদেরই পালা করে সেই ময়লা সরাতে হত।

শ্রমিশিবিরে বর্বর নির্যাতনের জাঁতাকলে পিষ্ট অনেক রাজনৈতিক বন্দি ৭ুধা, রোগ এবং হাড়াবাঙা খাটুনির ধকলে অকালে মারা যেত। শ্রমশিবিরে বন্দিদের সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ। এসব কি স্টালিনের সামান্য ভুল বা উপেক্ষা করার মতো ব্যর্থতা বলে মেনে নেওয়া যায়? চিনের পার্টি এবং সিপিআইয়ের চিনভক্ত কমরেডরা স্টালিনের ভয়ঙ্কর অপরাধাগুলি চাপা দিতে এইরকমই বলতেন।

১৯৯০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি। মস্কো থেকে পাঠানো এপি'র (অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস) খবর জানিয়েছিল, ১৯৩০ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে স্টালিনের স্বৈরশাসনে সাড়ে সাত লক্ষ সোভিয়েত নাগরিককে গুলি করে খুন করা হয়েছিল। স্টালিনের চোখে তাঁরা ছিল দেশদ্রোহী। এই ভয়ঙ্কর গণহত্যার খবরের উৎসাহ ছিল কেজিবি'র রিপোর্ট। কেজিবি ছিল স্টালিনের সরকারি ঘাতক বাহিনী। কেজিবি'র এই রিপোর্ট প্রচার করেছিল 'তাস'। সাত সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারি সংবাদ সংস্থা। একই সূত্রে আরও জানা গিয়েছিল, কারাগারে, সাইবেরিযার বন্দি শিবিরগুলিতে এবং দুর্ভিক্ষে আরও লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছিল।

দেশদ্রোহিতার সাজানো অভিযোগে মোট ৩৭ লক্ষ ৭৮ হাজার ২৩৪ জনকে স্টালিনের হুকুমে নানারকম শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। যাঁদের খুন করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে বিপ্লবে লেনিনের সহযোদ্ধা, স্টালিনের সমতুল্য কয়েক জন নেতা, অনেক কমিউনিস্ট, প্রশাসনক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক, অধ্যাপক, সামরিক বাহিনীর অফিসার, শিল্পী, সাহিত্যিক ইত্যাদি ছিলেন। এঁদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার বা পার্টির বিরোধিতার অভিযোগ আনা হয়েছিল। কিন্তু একজনেরও নিরপেক্ষ এবং খোলা আদালতে বিচার হয়নি। অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হত না। একেই তো সাজানো মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া বলা হয়। স্টালিনের বর্বরতা এবং হিংস্রতার পূর্ণ বিবরণ হয়তো কোনওদিন জানা যাবে না। এযাবত যতটা জানা গিয়েছে তার আরও ছিঁটেফোঁটা বিবরণ দিচ্ছি।

রয় মেদভেদেভ একজন কমিউনিস্ট নেতা, ঐতিহাসিক এবং গবেষক। স্টালিন আমরে ভয়ঙ্কর সব কীর্তিকলাপের খানিকটা আন্দাজ দেয় তাঁর লেখা বই ইতিহাস বিচার করুক। কলকাতার সোভিয়েত দূতস্থান কয়েকটি বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশ করত। তার মধ্যে একটি ছিল 'যুবসমীক্ষা'। পত্রিকাটির ২ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮১ থেরে পাওয়া তথ্য। সম্পাদকের কথায় জানানো হয়েছিল, স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে স্টালিন নিজেকে ১৯২৯ নাগাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর নারকীয় নির্যাতন যন্ত্রের চাকা অবশ্য ১৯২৭ সাল থেকেই চলতে শুরু করেছিল। সাইবেরিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাঁরা নির্বাসিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কতজন যে যাত্রাপথে প্রাণত্যাগ করেছিলেন তাঁর সঠিক হিসাব দেওয়া মুশকিল। তবে রয় মেদভেদেভ বলেন, তাঁদের সংখ্যা তিরিশ লক্ষ।

শিল্পায়নের জন্য কৃষকদরে কাছ থেকে শস্যের শেষ দানাটুকুও নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ফলে দুর্ভিক্ষে অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। একে সামান্য ভুল বা উপেক্ষাণীয় ব্যর্থতা বলে কোনও মানুষ মানতে পারে না। রয় মেদভেদেভ আরও জানিয়েছিলেন, ১৯৩৭ সালের মধ্যে এক কোটি সত্তর লক্ষ থেকে এক কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ স্টালিনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। এদের মধ্যে এক কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। মেদভেদেভের বাবাকেও দেশদ্রোহী বলে বন্দি করা হয়েছিল। স্টালিনের হুকুমে যাঁদের ফায়ারিং স্কোয়াডের বুলেটে ঝাঁঝরা করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে নিকোলাই বুখারিন অন্যতম। তিনি ছিলেন রুশ বিপ্লবের অন্যতম নেতা, লেনিনের সহযোদ্ধা, পলিটব্যুরোর সদস্য।

সত্যও নিরপেক্ষতার খাতিয়ে যুব সমীক্ষার সম্পাদক লিখেছিলেন, স্টালিন অবশ্য দাঁড়িয়ে থেকে মানুষ খুন করাননি। খুনের ফরমান জারি করত তাঁর বশংবদ পার্ষদরা। তাঁদের অনেকে খুন করে আনন্দ পেত। চিনের এবং ভারতের স্টালিন ভক্তবৃন্দ অবশ্য এই সব হাড়হিম করা কীর্তিকে জঘন্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করেন না। এতে বোঝা যায়, দখল করা ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্য স্টালিনী বর্বরতা তাদের খুব পছন্দের ব্যাপার। স্টালিন উত্তর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সেই দেশের কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্য তা মনে করে না। তাঁরা স্তালিনকে নির্যাতনকারী, স্বৈরাচারী এবং গণহত্যাকারী বলে চেনেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

দুটি রায় ও কয়েকটি প্রশ্ন

শোভনলাল চক্রবর্তী

শীর্ষ আদালতের দুটি রায় নিয়ে সম্প্রতি শুরু হয়েছে বিতর্ক। প্রথম রায়টিতে আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন সুপ্রিমকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। দ্বিতীয় রায়টিতে প্রধানমন্ত্রী নামে চালু হওয়া পি এম কেয়ার্স নামের একটি দান প্রকল্পকে, সিএজি অডিটের আওতার বাইরে রাখার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। দুটি রায়ের ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে আদালত সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার বদলে তা হরণ করতে রত, সংবিধানের দেওয়া রক্ষাকবজ কেড়ে নিতে উদ্যত। আর সেখানেই উঠছে নানান প্রশ্ন। বিচারব্যবস্থাকে বাদ দিলে সংবিধানের স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব নয়, কিন্তু প্রশাসন্ত ভূষণের বিরুদ্ধে রায় সেই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। আমরা সকলেই প্রায় জানি যে প্রশান্ত ভূষণ, সোশ্যাল মিডিয়ায় কয়েকটি পোস্ট করেছিলেন, এবং সেখানে তিনি কোনও আইনজীবী হিসেবে নন, সাধারণ মানুষ হিসাবে শীর্ষ আদালত দিয়েছেন যা ভারতীয় গণতন্ত্রকে দুর্বল করেছে। বর্তমান প্রধান বিচারপতির রাজকীয় বিদেশি বাইক নিয়ে ছবিতে বিচারপতির মাথায় কোনও হেলমেট না থাকা নিয়েও প্রশান্ত ভূষণ মন্তব্য করেন। এই বিদেশি বাইকে বসেই এইসব বিতারপতিরা বসেই এইসব বিচারপতিরা শীর্ষ আদালতের সম্মানের সঙ্গে সুচতুরভাবে দেশের সম্মানকে যুক্ত করে দেন। ভেবে দেখেল না আদালত দেশের একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। তবে যেভাবে দেশের বিভিন্ন স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি একে একে সরকারি মুখপাত্রের মতো আচরণ শুরু করেছে, তার বিরুদ্ধে মুখর দেশবাসী। ঝুড়ি ঝুড়ি বিরুদ্ধ মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে তাহলে প্রত্যেক মন্তব্যকারীর উপর কি শীর্ষ আদালত অবমাননার দায়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তা নিশ্চয়ই নয়। তাহলে প্রশাসন্ত ভুষণকে বেছে নেওয়া হল কেন? আদালতের মত অনুযায়ী প্রশান্ত ঘরের লোক হয়ে আদালতকে আক্রমণ করেছেন, তাই ঝিকে মেরে বউকে শিক্ষা দেওয়া দরকার ছিল। শীর্ষ আদালত প্রশান্ত বূষণ রায়ের সঙ্গে পেশ করেছেন ১০৮ পাতার একটি অভিমত পত্র। কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রশান্ত কি দোষ করেছেন তার উল্লেখ নেই, বরং ছত্রে ছত্রে রয়েছে আদালতের সমালোচনার বিরুদ্ধে জবাব। আদালতের মর্যাদা কি এতই ঠুনকো যে তিন চারটি সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে তা রসাতলে যাবে। আদালত এত অসহিষ্ণু হবে কেন? সমালোচনাকে গ্রহণ করার শিক্ষা আদালতের বিচারপতিদের থাকবে না? ভারতীয় সংবিধানে বাক স্বাধীনতাকে যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তাতে এবার লাগাম পড়াতে চাইছেন শীর্ষ আদালত, এক এক ভয়ংকর পরিস্থিতি। স্বয়ং এটর্নি জেনারেল বলেছেন যে তিনি এই আদালতের অন্তত পাঁচজন বিচারপতিকে চেনেন, যাঁরা বলেছেন দেশের গণতন্ত্র ব্যর্থ। তিনি আরও বলেছেন তাঁর কাছে ৯ জন বিতারপতির তালিকা আছে, যাঁরা বলেছিলেন, বিচারব্যবস্থার শীর্ষস্তরে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে।

এদেশের বিতারব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও গণতান্ত্রিক নিরপেক্ষাতা নিয়ে যাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, সেই সব প্রাক্তন বিতারপতি, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবীদেরও তাহলে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করতে হয়। যাঁরা ভূষণের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁদেরও দোষী সাব্যস্ত করা হোক। এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে প্রশান্ত ভূষণের পোস্ট শীর্ষ আদালতের যত না মানহানি করেছে, তার দ্বিগুণ মানহানি করেছে এই রায়। রায়দানের প্রক্রিয়া এবং সর্বোপরি এক প্রতিহিংসা পরায়ণতার মনোভাব, (ভাবা যায় ভূষণের বিরুদ্ধে ২০০৮ সালের একটি মামলা খুঁড়ে বার করা হয়েছে) এই রায়টিকে একটি কালা রায়ে পরিণত করেছে। আদালতের মানহানির এই ধারাটি যে দেশ থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল, গ্রেট ব্রিটেন, সেখানে এই ধারাটি আজ বিলুপ্ত। বেশিরভাগ দেশেই আদালত অবমাননা বলে কিছু নেই। আমাদের দেশে কিন্তু উল্টো পথে হাঁটার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আদালত অবমাননার ফাঁস আরও জোরদার করার তোড়জোড় চলছে এ দেশে, যেখানে পশ্চিম দেশগুলি আদালত অবমাননার ধারাটিকে অগণতান্ত্রিক বলে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় দিয়েছে। ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে সুপ্রিমকোর্টের চারজন বরিষ্ঠ বিচারক প্রথম প্রথা ভেঙে এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন। সেদিন ওই চারজনের একজন এও বলেছিলেন যে, যদি না সুপ্রিমকোর্টের সমতার দৃষ্টি ফেরানো যায়, তবে এ দেশের গণতন্ত্র -এর পরমায়ু শেষ হল বলে। ওই চারজন সেদিন কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র'র বিরুদ্ধে। সেদিন কিন্তু আদালত এই চারজনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার ধারা প্রয়োগ করেননি। তাহলে ওই একই কথা বলার জন্য আজ কেন শীর্ষ আদালত ভূষণকে জেলে পুরতে চাইছেন কেন:? আসলে ভূষণ মামলার মধ্য দিয়ে যা প্রতিফলিত হচ্ছে তা হল এই যে, আজ প্রধান বিচারপতি অফিসটি পরিণত হয়েছে প্রধান পাচকের উনুনে। সেখানে কোন রান্না বসবে, তা নির্ধারণ করবেন ওই প্রধান পাচকের উনুনে। সেখানে কোন রান্না বসবে, তা নির্ধারণ করবেন ওই প্রধান পাচক মানে প্রধান বিচরপতি। তিনিই সর্বে সর্বার মত বলে দেবেন, কোন কেস কোন বিচারকের বেঞ্চে যাবে। ঠাকুর ঘরে কে? আমি তো কলা খাইনি ঢঙে যে বিচারপতিরা ভূষণকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন তাঁরা জানিয়েছেন যে, যদিও ভূষণ প্রধান বিচারপতির উপর টিপ্পনি কেটেছেন, তথাপি এই বেঞ্চ নির্বাচন প্রধান বিচারপতিকরেননি। এই কথা বলে তাঁর বুঝিয়ে দিলেন,যে বেঞ্চ নির্বাচন করেন প্রধান বিচারপতি, যিনি এই মামলাটিকে অনায়াসে নাকচ করে দিতে পারতেন। তা না করে নিজেদের ঘরের লোককে নিজের ঘরের লোক দিয়ে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এর আগে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির (যিনি এখন শাসকদলের রাজ্যসভার সদস্য) বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তান অভিযোগ এনেছিলেন এক মহিলা কর্মী। অভুতপূর্বভাবে যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই তিনিই বসে পড়লেন বিচারকের আসনে, এবং মহিলার চরিত্র হনন করে মামলাটি খারিজ করে দিলেন। সেইদিন শীর্ষ আদালতের যে মানহানি হয়েছিল তা কি ভূষণের পোস্টের চেয়েও বহুগুণ বেশি নয়? কোভিড পরিস্থিতিতে যখন কাশ্মীর, পরিবেশ সংক্রান্ত বহু জরুরি মামলার শুনানি বন্ধ, তখন ভূষণের ক্ষেত্রে শীর্ষ আদালত যেভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অবমাননার মামলা রুজু করে দ্রুত দায় চাপিয়ে দিল, তা লজ্জার। আদালতের এই তৎপরতা কোথায় ছিল নোটবন্দির সময় আচমকা লকডাউনের সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশার সময়? বিচার ব্যবস্থা যদি স্বাধীন সত্ত্বা হারিয়ে পেলে তবে তা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। পিএম কেয়ার্স মামলায় শীর্ষ। আদালতের রায়ও বিস্ময়কর। সেখানে সরকারের বায়না ছিল ওই সংস্থার অডিট সরকারি সংস্থা দ্বারা না করিয়ে বেসরকারি সংস্থা দ্বারা করানোর। তিন বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী এখানে প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি একজন, সাধারণ নাগরিক, যিনি জনগণের টাকা নিয়েছেন একটি বিশেষ কারণে, এ অর্থ সরকারের অর্থ নয়, ফলে সরকারি সংস্থাকে দিয়ে অডিট করাতে হবে এমনটা বাধ্যতামূলক নয়। চমৎকার ! এ কেমন নৈতিকতা সেখানে প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন সাধারণ এক নাগরিক, কিন্তু প্রশান্ত ভূষণের বেলায় তিনি সাধারণ নাগরিক রইলেন না, সেখানে তাঁর বিচারপতির পরিচয়ই প্রাধান্য পেল?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বনন্দুকের বুলেট প্রাণ নিলেও জীবন-দর্শন শেষ হয় না

অনুভব বেরা

২০ আগস্ট দিনটি সারা দেশ জুড়ে জাতীয় বিজ্ঞানমনস্কতা দিবস রূপে পালিত হয়। ২০১৩ সালের এই দিনে পুনের একটি পার্কে রোজকার মতো প্রাতঃ ভ্রমণে বেরিয়ে মহারাষ্ট্র তথা ভারতের কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডা. নরেন্দ্র দাভোলকার আততায়ীর ছোঁড়া গুলিতে নৃশংসভাবে খুন হন। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী বিজ্ঞান সংস্থা ও গণসংগঠন তাঁর জীবনদর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজ্ঞান চেতনা প্রসারে এই দিনে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ডা. দাভেলকর মানুষটি পেশায় ডাক্তার আর নেশায় কুসংস্কার বিরোধী নেতা ছিলেন। আর পাঁচজন মেধাবী নাগরিকের মতো ডাক্তারি পেশায় সামাজিক সম্মান ও অর্থ কৌলিন্য নিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন। তা না করে কর্মজীবনে বারো বছর চিকিৎসকের জীবন কাটিয়ে যোগ দেন সক্রিয় সমাজসেবায়। এ কাজের শুরুতে যুক্ত ছিলেন সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা বিধানের কাজে। যোগ দিয়েছিলেন প্রখ্যাত বাবা আদবেরর 'ওয়ান ভিলেজ ওয়ান ড্রিস্কিং ওয়েল' কর্মসূচিতে। ১৯৮৩ সালে শুরু করলেন কুসংস্কার দূরীকরণ আন্দোলন। প্রতিষ্ঠা করলেন অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি। সব ধরনের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এক গঠনমূলক প্রক্রিয়ায় সমাজের মধ্যে বিজ্ঞান ভাবনার প্রসার ঘটাতে সারাজীবন ব্যয় করেছেন এই মানুষটি। মহারাষ্ট্রে জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি নদীর জলে প্রতিমা নিরঞ্জনের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে চক্ষুশূল হয়েছেন অনেকর। দেশের নিরক্ষর জনতার কাছে যা কিছু অলৌকিকতার কৌশল ফাঁসে প্রদর্শন করেছেন অসংখ্য ট্রিক্স। দেখাতে লাগলেন কীভাবে তথাকথিত অলৌকিক বাবারা আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যায় এবং তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও হাজির করতে লাগলেন। প্রায় পনেরো বছর ধরে ছাত্রছাত্রীদের কাছে উপস্থিত করলেন এমন হাজারও বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। তাঁর নেতৃত্বে 'বিজ্ঞান বোধ বাহিনী' মহারাষ্ট্র সহ নানা রাজ্যে ভ্রাম্যমান ল্যাবরেটরি নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে শুধুমাত্র অলৌকিক মাহাত্মের পিছনে আসল বিজ্ঞানটুকুর পরীক্ষামূলক ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিজ্ঞানী জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকারের সঙ্গে তিনি একযোগে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন জ্যোতিষীদের দিকে। মহারাষ্ট্রে সাতাবার কাছে 'পরিবর্তন' নামক একটি নেশাদূরীকরণ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন তিনি। তাঁর তত্ত্বাবধানে মহারাষ্ট্র সরকার অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি 'অ্যান্টি জাদু টোনা বিল' বা 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' বিলের খসড়া তৈরি করে। ১৯৯৫-এর ৭ জুলাই মহারাষ্ট্র সরকার প্রথম বিলটি পাশ করে। কিন্তু তারপর ক্ষমতায় আসার পর কোনও সরকার এই বিলটিকে আইনে পরিণত করতে চায়নি। আঠারো বছর ধরে তাই নিয়েই সরকারের সঙেগ লড়াই করেছিলেন দাভোলকর। ২০১৩-এর বাদল অধিবেশনে সেই দাবি তীব্র করে তুলেছিলেন তিনি। জবাবে মৌলবাদীদের বুলেটবিদ্ধ হন। তাঁর অবর্তমানে কুসংস্কার দূরীকরণের মাধ্যমে মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার কাজ কি অসমাপ্তই থেকে যাবে? বোধ হয় না। তাঁর ফেলে যাওয়া কাজ সম্পূর্ণ করার দায়ভার সকলের, সারাদেশের সকল বিজ্ঞানকর্মীর। বন্দুকের বুলেট একটি জীবনকে শেষ করে দিতে পারে, জীবন-দর্শনকে নয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে এডিসি দিবস পালন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ভারতের সহযোগিতা চাইলেন বাংলাদেশের কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৩।। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ভারতের সহযোগিতা চেয়েছেন বাংলাদেশের কৃষিমন্ত্রী ড় মো. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, বাংলাদেশে একসময় কৃষিখাত কম উৎপাদনশীল ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের নানাবিধ উদ্যোগ এবং কৃষিখাতে প্রণোদনার ফলে কৃষিতে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। এখন মূল ল্য হলো কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ ও আধুনিকীকরণ করা। সেজন্য কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ বাড়াতে হবে। কৃষিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ েএত্র কিছুটা পিছিয়ে আছে। আর ভারত েএত্র অনেকটা এগিয়ে আছে। সেজন্য, এসবে ত্র ভারতের সহযোগিতা প্রয়োজন। েএত্র দুদেশের একসাথে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। তাই এগ্রো প্রসেসিং ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ভারতের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

রবিবার সচিবালয়ে কৃষিমন্ত্রী ড় মো. আব্দুর রাজ্জাকের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত রীভা গাঙ্গুলী দাশ সৌজন্য সাাৎ করতে গেলে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'ভারত বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধুরাষ্ট্র। ভারতের সাথে বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের এ সম্পর্ক অটুট থাকবে। ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিকসহ সকলে ত্র সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাবে।'

কৃষেত্রি বাংলাদেশের সাফল্যের প্রশংসা করে ভারতের রাষ্ট্রদূত রীভা গাঙ্গুলী দাশ বলেন, এগ্রো প্রসেসিং, ডেইরি, কৃষি প্রকৌশল এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে দুদেশের সহযোগিতার অনেক সুযোগ রয়েছে। এসময় তিনি এসব বিষয়সহ কৃষেত্রি সহযোগিতার বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন। সাাতে দুদেশের কৃষি, প্রাণিসম্পদ, কৃষি প্রকৌশল এবং ডেইরি নিয়ে দ্বিপাকি সম্পর্ক ও সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়। এসময় কৃষিসচিব মো. নাসিরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রের বিভিন্ন 'জনবিরোধী নীতি'র বিরুদ্ধে সিপিআইএম-এর প্রতিবাদ বদরপুরে

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ আগস্ট (হি.স.) : কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন 'জনবিরোধী নীতি'র বিরুদ্ধে সিপিআই (এম) সমগ্র দেশব্যাপী প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন করছে। ২০ থেকে ২৬ আগস্ট দেশব্যাপী প্রতিবাদ সপ্তাহে সিপিআই (এম) লাগাতার প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ রবিবার করিমগঞ্জ জেলার বদরপুরে মিটিং, মিছিল, গ্রামসভা, পথসভা করে প্রচার অভিযান চালিয়েছেন দলীয় কর্মী সমর্থকরা।

আজ বদরপুরের এংলারবাজার, রাকেশনগর, নয়াপাতন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও পথ সভা করে এলাকা কাঁপিয়ে তুলেন দলীয় কর্মী সমর্থকরা। শ্রমিক, কৃষক, শ্রমজীবী মহিলা সহ এলাকার বিভিন্ন স্তরের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। বিক্ষোভ মিছিলের স্লোগানে এবং পথ সভাগুলির প্রচারে উঠে আসে অতিমারি মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতার কথা, লকডাউনকালে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের অসুবিধার কথা, তাঁদের অনাহার, অর্ধাহারের কথা, উঠে আসে কাজ হারানো মানুষের কথা, রন্ধনকর্মী সহ অতি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মজুরি বন্ধের কথা। সেই সঙ্গে উঠে আসে রাজনৈতিক স্তরে বিভিন্ন প্রকল্পে পুকুরচুরির কথাও।

অতিমারি মোকাবিলায় সত্যিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শুধু লকডাউন ঘোষণায় করোনার হামলা কমবে না। এতে শ্রমজীবী মানুষের দুর্ভোগ ও বেরোজগারি বাড়বে। এই বিষয়গুলির উপরই প্রতিবাদী মিছিলে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন সিপিআই (এম)-র কর্মী সমর্থকরা। সেই সঙ্গে আগামী ২৬ আগস্ট জেলা সদর করিমগঞ্জে কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ সমাবেশে শামিল হতে সমাজের সর্বস্তরের খেটে খাওয়া জনগণকে আহ্বান জানানো হয়েছে। আজকের বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন পার্থ হাজরা, হুসেন আহমেদ, জিতেন দাস, দলের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলির সদস্য নির্মল দে প্রমুখ।

লালায় ফেরিওয়ালা যুবককে বিবস্ত্র করে মারধর, তীব্র প্রতিক্রিয়া

হাইলাকান্দি (অসম), ২৩ আগস্ট (হি.স.) : এক মবলিনচিঙের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছে হাইলাকান্দি জেলার লালা। লালার চেংবিল গ্রামে প্রকাশ্য দিবালোকে বৃহস্পতিবার কতিপয় যুবকের দাদাগিরি প্রত্যক্ষ করেছেন মানুষ। ঘটনাকারীরা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা জনৈক ফেরিওয়ালা যুবককে বিবস্ত্র করে মারধর করার ভিডিও ভাইরাল হতেই জেলজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের দেখা দিয়েছে। অবশ্য ঘটনার পর লালা পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে তদন্ত আরম্ভ করেছে। যদিও এখন পর্যন্ত গ্রেফতারের কোনও খবর নেই।

দিকে ঘটনাস্থল চেংবিল এলাকার জনৈক মহিলা মবলিনচিঙের শিকার ওই যুবকের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ এনে লালা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। মহিলাটির অভিযোগ, চুল কিনতে আগত বহিঃরাজ্যের ওই যুবক তাকে নাকি যৌন হেনস্তার চেষ্টা করেছিল। মহিলার আরও অভিযোগ, ঘটনার সময় তার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না।

এই ভয়ানক ঘটনার ভিডিও হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ভাইরাল ভিডিওয় দেখা গেছে, কতিপয় যুবক দলবদ্ধভাবে এক যুবককে সড়কের উপর দিয়ে টেনে-হ্যাঁচড়ে নিয়ে মারধর করছে। তার পরিচয় জানতে শার্ট, প্যান্ট ছিঁড়ে উলঙ্গ পর্যন্ত করে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি সহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্কর লালা পুলিশ সহ হাইলাকান্দির পুলিশ সুপারের সাথে যোগাযোগ করে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু শিলচরের প্রাক্তন শিক্ষক কনকশশী ভট্টাচার্যের

শিলচর (অসম), ২৩ আগস্ট (হি.স.) : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যবরণ করেছেন প্রাক্তন শিক্ষক কনকশশী ভট্টাচার্য (৬৯)। তিনি শিলচর শহরে অবস্থিত অম্বিকাপট্টির ফ্ল্যাটে পরিবারের সঙ্গেই থাকতেন। ২০১২ সালে তিনি অবসর নেন। আজ শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে বেলা একটা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।

জানা গেছে, চিকিৎসার জন্য বেশ কয়েকবার বাইরেও গিয়েছিলেন কনকশশীবাবু। তিনি বড়খলা বিধানসভা এলাকার ছোট দুধপাতিল এমই স্কুলের প্রধানশিক্ষক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। জ্বর এবং শ্বাসকষ্টের উপসর্গ নিয়ে কয়েকদিন আগে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রথমে তাঁর কোভিড পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ আসায় তাঁকে কোভিড ওয়ার্ডে ভরতি করা হয়। এর পর স্বাস্থ্যের অবনতি হলে আইসিইউতে নিয়ে যান ডাক্তাররা। লাগাতার অক্সিজেন দেওয়ার পাশাপাশি গুয়াহাটি থেকে প্লাজমা এনে তাঁর শরীরে প্রয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু এত চেষ্টা করেও বাঁচানো যায়নি কনকশশী ভট্টাচার্যকে।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, প্রয়াত ভট্টাচার্যের শরীরে ডায়াবেটিস ছাড়াও অন্যান্য রোগের উপসর্গ ছিল। অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকায় আইসিইউতে ভরতি করা হয়েছিল। সব ধরনের প্রচেষ্টা করা হয়েছিল তাঁকে বাঁচাতে। এমন-কি গুয়াহাটি থেকে প্লাজমা এনেও দেওয়া হয়েছিন। কিন্তু শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এই খবর লেখা পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। যাবতীয় রিপোর্ট গুয়াহাটির ডেথ অডিট বোর্ডে পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট করার পর মৃতদেহ স্থানীয় প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কোভিড প্রটোকল অনুযায়ীই প্রয়াতের শেষকৃত্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

ধোনি —রোহিতের ভক্তদের সংঘর্ষে ক্ষুব্ধ বীরেন্দ্র সেহওয়াগ

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং রোহিত শর্মার ভক্তদের সংঘর্ষে ক্ষুব্ধ প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার বীরেন্দ্র সেহওয়াগ। তাঁর সাফ লক্তব্য, দু''জনেই তো ভারতীয় খেলোয়াড়। ভারতকে একটি দল হিসেবে বিবেচনা করারও পরামর্শ দেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার।

প্রিয় খেলোয়াড়ের ব্যানার লাগানো নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়েছিল মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং রোহিত শর্মার ভক্তরা খবর অনুযায়ী, গত ১৫ অগস্ট ধোনির অবসর গ্রহণের পর মহারাষ্ট্রের কোলাপুর জেলার কুরুন্দওয়াড়ে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের ব্যানার লাগিয়েছিল একদল সমর্থক। এরইমধ্যে শনিবার রাজীব গান্ধী খেলরত্ন সম্মানে ভূষিত হন রোহিত। সেজন্য রোহিতের ব্যানার লাগিয়েছিল ভারতীয় ওপেনারের ভক্তরা। কিন্তু সেই ব্যান্যার ছিঁড়ে দেয় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা। তা নিয়েই ধোনি ও রোহিতের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। ধোনির ভক্তদের গালিগালাজ করে এক রোহিত ভক্ত। তারপরই তাকে আখের খেতে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়।

সেই খবর সামনে আসার পরই টুইটারে বিরক্ত প্রকাশ করেন সেহওয়াগ। একটি টুইটবার্তায় তিনি বলেন, ''পাগলারা কী কর তোমরা? খেলোয়াড়রা একে অপরের খুব কাছের হন বা বেশি কথা বলেন না। নিজেদের কাজ করে চলে যান। কিন্তু কয়েকজন ভক্ত তো অন্য পর্যায়ের পাগল। ঝগড়াঝাটি কর না, টিম ইন্ডিয়াকে একজন হিসেবে মনে কর।

লকডাউন অমান্য, কাছাড়ে একদিনে ৬০.৫০০ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

শিলচর (অসম), ২৩ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড় জেলায় লকডাউন অমান্য করায় দ্বিচক্রযান, অটোরিকশা, ই-রিকশা এবং চার চাকার গাড়ি মালিকদের কাছ থেকে মোট ৬০ হাজার ৫০০ টাকা আদায় করেছে শিলচর পুলিশ।

অসমে সপ্তাহের প্রতি শনি ও রবিবার সম্পূর্ণ লকডাউনের আওতায় যাতে। এমতাবস্থায় শনিবার একদিনে কাছাড় পুলিশ এই জরিমানা আদায় করেছে। সদর থানার ওসি দিতুমণি গোস্বামী ও ট্রাফিক ব্রাঞ্চের সিটি ইন্সপেক্টর সঞ্জীব কুমার গোস্বামীর নেতৃত্বে পুলিশ শিলচর সদরঘাট এলাকায় অভিযান চালায়। ওই সময় ৩২টি বাইক ও স্কুটি এবং ১২টি চার চাকার গাড়ি আটক করে পুলিশ। এই সকল লকডাউন অমান্যকারীদের কাছ থেকে ২ হাজার টাকা করে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া জরিমানা না দেওয়ার জন্য ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে ট্রাফিক পুলিশ। বিভাগীয় সূত্রে রবিবার এই খবর জানানো হয়েছে।

১৫ আগস্ট হত্যাযজ্ঞের 'আসল খলনায়ক' জিয়া: শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৩।। জিয়াউর রহমানকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যাযজ্ঞের 'আসল খলনায়ক' হিসেবে অভিহিত করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এই কলঙ্কজনক অধ্যায়ের কয়েক বছর পর একইভাবে তার স্ত্রী খালেদা জিয়া ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার মতো আরেকটি নারকীয় হত্যাযজ্ঞে একই চরিত্রে আবির্ভূত হন।

প্রধানমন্ত্রী দু'টি ঘটনার তুলনা করে বলেন, প্রথম ঘটনায় বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তার পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ হত্যা করা হয়। অন্যদিকে, দ্বিতীয় হত্যা পরিকল্পনার ল্য ছিলো আমিসহ আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতারা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পেছনে আসল খলনায়ক ছিলেন জিয়াউর রহমান।

রোববার বঙ্গবন্ধুর ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলে এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে (আইএমএলআই) বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি এই আলোচনা সভার আয়োজন করে। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এতে অংশ নেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই কলঙ্কজনক ঘটনার সবচেয়ে সুফল ভোগকারী ছিলেন জিয়া। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর পরই তিনি সেনাপ্রধান এবং খন্দকার মোস্তাক আহমেদের উচ্ছেদের পরই রাষ্ট্রপতি হন। দণ্ডপ্রাপ্ত খুনি ফারুক ও রশিদ বিবিসিকে দেয়া সাাতকারে এই ষড়যন্ত্রে জিয়ার সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, জিয়া, রশিদ, ফারুক, ডালিম ও অন্যান্যের সহায়তায় জাতির পিতাকে হত্যার পরপরই খন্দকার মোস্তাক স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি হয়ে জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন। তিনি আরো বলেন, জিয়াকে সেনাপ্রধান হিসেবে মোস্তাকের নিয়োগ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডে জিয়ার সম্পৃক্ততার আরেকটি প্রমাণ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নেতৃত্বশূন্য করতে খালেদা জিয়া ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসবিরোধী শান্তি সমাবেশে ভয়াবহ ও বর্বরোচিত গ্রেনেড হামলা চালায়। তিনি বলেন, হত্যাকারীরা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে ও তাকে জনবিচ্ছিন্ন করতে ব্যর্থ হয়ে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বলেন, এই নৃশংস ও ঘৃণ্য অপরাধের প্রধান ল্য ছিলো বাংলাদেশ যে জন্য স্বাধীন হয়েছে, তা নস্যাৎ করে দেয়া। প্রধানমন্ত্রী বলেন, খুনি ফারুক ও রশীদ বিবিসিকে দেয়া এক সাাৎকারে বলেছেন, তারা বঙ্গবন্ধুকে জনবিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এতে ব্যর্থ হয়ে তারা তাকে হত্যা করেন।

অনুষ্ঠানে আইএমএলআই থেকে বক্তব্য রাখেন- আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমু, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক এবং প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আবু মো. দেলোয়ার হোসেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ড় রফিকুল ইসলাম অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানান। সাবেক সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড় কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী এবং তাদের স্থানীয় দোসররা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির জয়কে মেনে নিতে পারেনি এবং তখন থেকেই তারা মূলত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু করে। আবেগাক্রান্ত কণ্ঠে তিনি বলেন, অবশেষে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঠান্ডা মাথায় তারা বঙ্গবন্ধু, তার স্ত্রী শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, তার তিন ছেলে শেখ কামাল, শেখ জামাল এবং শেখ রাসেল-শেখ কামাল ও শেখ জামালের স্ত্রী এবং বঙ্গবন্ধুর নিকটাত্মীয়দের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করতে সফল হয়েছিল।

শেখ হাসিনা বলেন, খুনিরা বাদে বাংলাদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর জন্য অশ্রুবর্ষণ করেছে। খুনিরা ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার অপচেষ্টা চালিয়েছিলো, কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তার নাম এখন বিশ্বে জ্বলজ্বল করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মতা গ্রহণের পরে জিয়াউর রহমান একের পর এক অভ্যুত্থানে প্রায় ২০০০ মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তা ও সৈন্যদের হত্যা করেছিলেন এবং এভাবে হত্যার রাজনীতি শুরু করেছিলেন তিনি।

তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর স্থানীয় দোসর শাহ আজিজ, আবদুল আলীম, মাওলানা মান্নানকে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও উপদেষ্টা করেছিলেন যারা দেশের বুদ্ধিজীবী হত্যা, গণহত্যা, লুটপাট এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মে জড়িত ছিলেন। শেখ হাসিনা বলেন, খালেদা জিয়া তার স্বামী জিয়াউর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজামী, মুজাহিদ এবং অন্য যুদ্ধাপরাধীদের মন্ত্রী করেছেন যারা সরাসরি বুদ্ধিজীবীদের হত্যায় জড়িত ছিলো। খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনি রশিদ এবং হুদাকে এমপি করেছিলেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে রশিদকে সংসদের বিরোধী নেতা করা হয়েছিলো।

শেখ হাসিনা বলেন, যদি তাদের সঙ্গে কোনো যোগসূত্র না থাকে তাহলে খালেদা জিয়া কেনো ১৫ ফেব্রুয়ারির প্রহসনের নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নিয়ে তাদের সংসদে বসার সুযোগ তৈরি করলেন? তিনি বলেন, তারা সব সময় (জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া) সন্ত্রাস ও হত্যার সঙ্গ জড়িতদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার বহু প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশকেুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করে বিশ্বে মর্যাদার আসনে আসীন করার লয দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উদযাপন কর্মসূচি সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা এ লয ব্যাপক কর্মসূচি নিয়েছিলেন, কিন্তু করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে সেগুলো সীমিত আকারে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পালন করছেন। শেখ হাসিনা বলেন, তারা এই শুভ উপলে শপথ নিয়েছেন- দেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না এবং সবার মুখে হাসি ফোটানোর জন্য খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করবেন। এ লয আমরা বিশাল অগ্রগতি অর্জন করেছি, তবে করোনাভাইরাস মহামারির কারণে দেশের অগ্রগতি থেমে গেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকার দেশকে আবারো উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বরাকে দশ দিনের লকডাউন, জেলা প্রশাসনের সিদ্ধান্তে বাধা নেই রাজ্য সরকারের, পক্ষে বিপক্ষে চর্চা

শিলচর (অসম), ২৩ আগস্ট (হি.স.) : অতিমারি করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বরাক উপত্যকায় ফের দশ দিনের জন্য লকডাউন প্রক্রিয়া লাগু করতে চলেছে স্থানীয় প্রশাসন। শনিবার উপত্যকার কাছাড়, হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জ জেলার প্রশাসনিক পর্যায়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জরুরি সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আরও ১০ দিনের জন্য সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করার অনুমতি চেয়ে অসম সরকারের মুখ্যসচিবের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট তিন জেলাশাসক।

তিন জেলাশাসকের ভাষ্য, বর্তমানে অতিমারি করোনা ভাইরাসের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। কোনওমতে করোনার লাগাম টানতে পারছে না স্বাস্থ্য দফতর ও জেলা প্রশাসন। প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। একই সঙ্গে করোনার শিকার হয়ে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে উপত্যকার তিন জেলায়। অনেকটা অনন্যপায় হয়ে স্থানীয় প্রশাসনিক স্তরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২৬ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, ১০ দিনের পূর্ণ লকডাউনের প্রস্তাব পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল তিন জেলা প্রশাসন।

জানা গেছে, এ পর্যন্ত করিমগঞ্জ জেলায় মোট ২ হাজারের বেশি মানুষ করোনা পজিটিভ হয়েছেন। মারা গেছেন ২৩ জন। ২২ আগস্ট পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১,১২৪ জন। এখনও মোট ৭৫০ জন আক্রান্ত চিকিৎসাধীন রয়েছেন করিমগঞ্জ জেলায়। এদিকে হাইলাকান্দি জেলায় ২২ আগস্ট পর্যন্ত ১,৯০৬ জন করোনা পজিটিভ আক্রান্তের সংখ্যা ছিল। সুস্থ হয়েছেন ১,৪৭৪ জন। মারা গেছেন সাতজন। বর্তমানে ৪৪৫ জন জন চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে কাছাড় জেলায় এ পর্যন্ত ৫,২২৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। সুস্থ হয়েছেন ৩,০১৩ জন। মারা গেছেন ২৪ জন। বর্তমানে ২,১৮৯ জন চিকিৎসাধীন আছেন। প্রত্যেক দিন টেস্টের রেজাল্ট আসার পর করোনা পজিটিভের সংখ্যা ঊর্ধগামী হচ্ছে। তাই বরাক উপত্যকার তিন জেলা প্রশাসন নিরুপায় হয়ে পূর্ণ লকডাউনের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল রাজ্য সরকারের কাছে।

এদিকে ফের দশ দিনের জন্য পুনরায় লকডাউনের পক্ষে এবং বিপক্ষে জোরদার চর্চা শুরু হয়েছে উপত্যকায়। বর্তমান অতিমারি করোনা পরিস্থিতির বিপজ্জনক অবস্থায় বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষে জেলা প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানানো হয়েছে। অন্যদিকে বরাক উপত্যকার খেটে খাওয়া অসংখ্য গরিব অসহায় লোকজনদের দৈনন্দিন রুটিরোজির কথা বিবেচনা করে পূর্ণ লকডাউনের বিরোধিতা করছে বিভিন্ন সংগঠন। তাঁরা বলছেন, কিছুদিন আগে যখন সামাজিক সংক্রমণের দিকে এগোচ্ছিল করোনার সামূহিক পরিস্থিতি তখন প্রশাসন কঠোর হাতে পূর্ণ লকডাউনের সিদ্ধান্ত কেন গ্রহণ করেনি। এবার বিশেষ কোনও ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক ফায়দা তোলার লক্ষ্যে দশ দিনের জন্য লকডাউনের কথা ভাবছে প্রশাসন। এভাবে নানা প্রশ্ন চিহ্ন তুলেচে একাংশ সংগঠন। ১০ দিনের পূর্ণ লকডাউনের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিতর্কের প্রেক্ষাপট তৈরির পরিবেশ পরিলক্ষিত হচ্ছে গোটা বরাক উপত্যকা জুড়ে। এ নিয়ে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ সহ বিভিন্ন মাধ্যমে যুক্তিতর্কের ঝড় উঠেছে।

আজ ২৩ আগস্ট রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ এক নোটিফিকেশনের মাধ্যমে বরাক উপত্যকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জেলা প্রশাসনের সিদ্ধান্তে রাজ্য সরকারের কোনও আপত্তি নেই বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন। এএসডিএমএ-২৪/২০২০/পার্ট-১/১০০ নম্বরের নোটিফিকেশনে মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ বলেছেন, কোভিড প্রটোকলের নিয়মানুসারে এবং উপত্যকার তিন জেলাশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিটি স্থানে অতিমারি করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতা নিয়ন্ত্রণে ডিডিএমএ অ্যাক্ট অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে ২৬ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১০ দিনের পূর্ণ লকডাউন কার্যকর করতে রাজ্য সরকারের কোনও রকমের বাধা নেই। তবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ২২ আগস্টের ইস্যুকৃত ডিও নম্বর ৪০-৩/২০২০-ডিএম-১(এ) নম্বরের নোটিফিকেশন অনুযায়ী গোটা পরিস্থিতির সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট ও পরিস্থিতির উপর নজরদারি রাখতে বলেছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ।

সোমবার উদ্বোধন ব্রহ্মপুত্রের ওপর গুয়াহাটি-উত্তর গুয়াহাটি সংযোগী দেশের দীর্ঘতম নদী রোপওয়ে

গুয়াহাটি, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। আগামীকাল সোমবার রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, গুয়াহাটি উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য প্রমুখ আরও বহুজনকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের হাতে উদ্বোধিত হবে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর ১,৮২০ মিটার দৈর্ঘ্যের দেশের দীর্ঘতম নদী রোপওয়ে। এর ফলে উত্তর গুয়াহাটিবাসীর দীর্ঘদিনের আশা বাস্তবে রূপায়িত হবে।

গুয়াহাটি মহানগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সিইও উমানন্দ দোলে (আইএএস) এই তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন, আগামীকাল ২৪ আগস্ট সকাল ১১টায় গুয়াহাটি-উত্তর গুয়াহাটি সংযোগী দেশের দীর্ঘতম নদী রোপওয়ের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকবেন অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, গুয়াহাটি উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য-সহ অরও কয়েকজন মন্ত্রী বিধায়ক এবং রাজ্য সরকারের পদস্থ ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকবৃন্দ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিপরীতে ব্রহ্মপুত্রের ওপর রোপওয়েটিন নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল বেশ কয়েকদিন আগে। কিন্তু লকডাউনের জেরে এর উদ্বোধন করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। গুয়াহাটি মহানগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সিইও উমানন্দ দোলে জানান, রোপওয়ে যাত্রা করার পর ৪৩৬ সেকেন্ডে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হবে। তাছাড়া এই রোপওয়েতে করে একবারে ৩৫ জন যাত্রী যাত্রা করতে পারবেন। কিন্তু অতিমারি করোনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রথমাবস্থায় আগামীকাল থেকে মাত্র ১৫ জন যাত্রী পারাপার করবে রোপওয়েটি। তিনি জানান, একবার যাত্রা বাবদ প্রতি যাত্রীকে ৬০ টাকা করে ভাড়া দিতে হবে। তবে একই যাত্রী যদি আসা-যাওয়া করেন করেন, তা হলে তাঁর কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া হবে ১০০ টাকা। যাত্রীদের সুরক্ষার প্রতি নজর রেখে রোপওয়েতে সিসি ক্যামেরা সংযুক্ত করা হয়েছে বলে জানান সিইও দোলে।

প্রসঙ্গত, সমীর দামোদর রোপওয়েজ প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠান রোপওয়ে নির্মাণ করেছে। এর ক্যাবিনের যাবতীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে সুইজারল্যান্ডের গানগ্লোফ ক্যাবিন নামের একটি কোম্পানি। এছাড়া দেশের দীর্ঘতম নদী রোপওয়েটির সুরক্ষাজনিত সার্টিফিকেট দিয়েছে সুইজারল্যান্ডের গারাভেন্টা এজি নামের প্রতিষ্ঠান।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

রোমানিয়ান লুলিয়ার আঙুলেই উঠল সলমনের আংটি, তবে কি এবার বিয়ের পিঁড়িতে সল্লু ?

নিজস্ব প্রতিবেদন: সলমন কার সঙ্গে প্রেম করছেন? কবে বিয়ে করছে? এনিয়ে জল্পনার শেষ নেই। তবে শেষপর্যন্ত কি রোমান মডেল লুলিয়া ভান্তুরের হাতেই আংটি পরিয়ে দিলেন সলমন? সম্প্রতি এমন গুঞ্জনই শোনা যাচ্ছে।সলমনই হলেন বলিউডের ''মোস্ট এলিজিবল ব্যাচেলর''। শোনা যায়, সলমন নাকি এই মুহূর্তে রোমানিয়ান গার্লফ্রেন্ট লুলিয়ার সঙ্গে প্রেম করছেন। আর সলমনের মা সলমা খানও নাকি চান তাঁর ছেলে এবার বিয়ে করুক। তবে সলমন কি তাঁর মায়ের স্বপ্ন পূরণ করবেন? সেটা অবশ্য ''লাখ টাকার প্রশ্ন''।বিশেষ সূত্রে খবর, সলমন নাকি সম্প্রতি লুলিয়াকে তাঁর ৩৯ এর জন্মদিনে বহু মূল্যের একটি হীরের আংটি উপহার দিয়েছেন। আর এর পর থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তবে কি সলমন লুলিয়ার সঙ্গেই শেষপর্যন্ত পরিণয়বদ্ধ হবেন? সেটা অবশ্য ভবিষ্যতই বলবে।সলমন খানের জীবনে অবশ্য প্রেমিকার সংখ্যা অগন্তি। সঙ্গীতা বিজলানি থেকে ঐশ্বর্য রাই, ক্যাটরিনা কাইফ সকলের সঙ্গে সম্পর্কে থাকাকালীন সলমনের বিয়ের জল্পনা তৈরি হয়েছে। তবে বলিউডের ''ভাইজান'' বিয়ে করছেন এটা এখনও স্বপ্নই থেকে গিয়েছে। শোনা যায়, বলিউড অভিনেত্রী সঙ্গীতা বিজলানির সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল সালমান খানের। সব কিছু পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছিল। দুই পরিবারের লোকজন বিয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতেও শুরু করেছিলেন। এমনকী, অতিথিদের নিমন্ত্রণের জন্য কার্ড ছাপাও হয়েছিল। কিন্তু শেষবেলায় এসে বিয়ে ভেঙে যায়। শোনা যায়, সেসময় নাকি সলমনের সঙ্গে বলিউডের অন্য কোনও নায়িকার সম্পর্ক রয়েছে বলে জানতে পারেন সঙ্গীতা। তাই তিনি বিয়ে ভেঙে দেন। সবটাই গুঞ্জন। অর্থাত শোনা কথা। মুখে মুখে চলা কথা। সলমন বা সঙ্গীতা কখনওই এই নিয়ে মুখ খোলেননি। এরপর সলমনের সঙ্গে ঐশ্বর্য, পরবর্তীকালে ক্যাটরিনার সম্পর্ক ও বিচ্ছেদের ঘটনাও সকলেরই জানা। এখন দেখাই যাক, লুলিয়ার সঙ্গে সলমনের সম্পর্ক কোন পথে এগোয়...

শিম চাষ: বীজ বপনের উপযুক্তসময়

শীতকালে দেশি শিম খুবই জনপ্রিয় সবজি শীত মরশুমের শুরুতেই সরবরাহ কম থাকায় দাম চড়া থেকে আমিষসমৃদ্ধ দেশি শিম একটি গুরুত্বপূর্ণ শীতকালন সবজি এটি পুষ্টিকর , সুস্বাদু ও অত্যন্ত জনপ্রিয় শিমের কচি শুঁটির বীজে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও শ্বেতসার থাকে বলে খাদ্য হিসেবে খুব উপকারী। তাছাড়া এতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন 'এ', 'বি' ও 'সি' থাকে। আমাদের দেহের পুষ্টিসাধনে এসব পুষ্টি উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

শিম সব ধরনের মাটিতেই চাষ করা যায়। তবে দো আশ বা বেলে দো আশ মাটি দেশি শিম চাষের জন্য বেশি উপযোগী। জল জমে না এমন উঁচু জমি শিম চাষের জন্য বেছে নেওয়া ভাল।

উপযোগী জমি ও মাটি : প্রায় সব ধরনের মাটিতে শিম চাষ করাযায়। তবে দোষ আশ ও বেলে দো আশ মাটিতে এর ফলন সবচেয়ে ভাল হয়।

জাত নির্বাচন ঃ শিমের বিভিন্ন জাতের মধ্যে ঘৃতকাঞ্চন, নলডক, আশ্বিনা, কার্তিকা, নলডক, হাতিকান, বৌকানী , রূপবান , বারি শিম- বারি শিম ২, বারিশিম ৩, বারি শিম ৪, ইপসা -১ ও ইপসা ২ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বীজ বপনের সময় ঃ আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগ: দেশি শিম প্রধানত মাদা প্রথায় বসতবাড়ির আশে পাশে পুকুরপাড়ে, পথের ধারে ও জমির আইলে চাষ করা হয়। তবে চাষ করা হলে ১ মিটার সারিকরে প্রতি সারিতে ৫০ সেমি পর পর ৪৫ সেমি লম্বা, ৪৫ সেমি চওড়া ও ৪৫সেমি গভীর করে মাদা তৈরি করতে হয়। তারপরপ্রতি মাদার মাটির সঙ্গে ১০ কেজি পচা গোবর, ১৫০ গ্রাম টিএপি ও ১০০ গ্রাম এসওপি সার ভালোভাবে মিশিয়ে মাদা ভরাট করতে হবে । বীজবপনকালে বর্ষাথাকে, তাই মাদায় যাতে জল না জমে সে জন্য জমির সাধারণ সমলত হতে মাদার ভরাটি মাটি ৫ সেমি পরিমাণ উঁচু রাখতে হয়।

বীজ বপন ঃ মাদায় সার প্রয়োগের ৮-১০ দিন পর প্রতি মাদায় দুই তিনটি বীজ ফাঁক ফাঁক করে ২.৫ - ৩.০ সেমি গভীর বপন করতে হয়। চারা গজানোর১০-১২ দিন পর প্রতি মাদায় দুটি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলি উঠিয়ে ফেলতে হবে। বীজ বপনের আগে ২৪ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে নিলে তাড়াতাড়ি চারা গজায় এক শতক বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে ৪০ গ্রামশিম বীজের প্রয়োজন হয়।

পরবর্তী পরিচর্যা ঃ শিমের চারা ও তার আশপাশের আগাছা নিড়ানি দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে নিড়ানি দিয়ে চারার গোড়ারমাটি খুঁচিয়ে আলাদা ও ঝুরঝুরে করে রাখতে হবে। শিমের খরা সহ্য করার মতো থাকলে ও বৃষ্টির অভাবে মাটিতে রসের ঘাঁটতি হলে জল সেচ দিতে হবে।

উপরি সার প্রয়োগ: শিমের জমিতে সার উপরি প্রয়োগের কাজ দুই কিস্তিতে করতে হয় প্রথম কিস্তি চারা গজানোর এক মাস পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি গাছে দুই চারটি ফুল ধরার সময়। প্রতি কিস্তিতে মাদা প্রতি ২৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ২৫ গ্রাম এমওপি সার গাছের গোড়ার চারদিকে উপরি প্রয়োগকরে মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের সময় মাটিতে রসের অভাব হলে ঝাঁঝরি দিয়ে জল সেচ দিতে হবে।

মাচা ও বাউনি দেওয়া ঃ শিমগাছ বাওয়ার সুযোগ যত বেশি পায়, ফলন তত বেশি হয়। তাই শিমগাছ যখন ১৫-২০ সেমি লম্বা হবে তখন গাছের গোড়ার পাশে বাঁশের ডগা (কঞ্চিসহ) মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। এ ঝড়েশিমগাছ পড়ে ভালো ফুল ও ফল দিতে পাে।

রোপণের আগে পরে করণীয় ও পরিচর্যা ঃ আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত দেশি শিমের বীজ বপন করার সময়। যে মাসেই বীজ বপন করা হোক, অগ্রহায়ণের শেষ বা কার্তিক শুরুর আগে কোন গাছেই ফুল ও ফল ধরে না, ব্যতিক্রম বারমাসী জাত। দেশি শিমে যেহেতু আগাম, মাঝারি ওনারী জাত আছে, তাই জাতের সঠিক তথ্য নাজেনে চাষ করলে সময়মতো ফলন পাওয়া যায় না। দেশি শিম ক্ষেত ছাড়াও বসতবাড়ির দেওয়ালের পাশে, আঙিনার ধারে ছোট মাচায়, ঘরের চালে পুকুর ও রাস্তার ধারে এবং ক্ষেতের আইলে চাষ করা যায়। ক্ষেতে চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে ঝুরঝুরে ও সমান করে নিতে হয়। এরপর ১০ ফুট দূরত্বে সারিকরে সারিতে ৫ ফুট পর পর গর্তবা মাদা তৈরি করতে হয়। দেড় ফুট চওড়া ও দডড়েদ ফুট গভীর গর্তুখুড়ে গর্তের মাটির সঙ্গে ১০ কেজি জৈব বা গোবর সার, ৫০ গ্রম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০ গ্রাম এমওপি সার মিশিয়ে ৬ থেকে ৭ দিন রেখে দিতে হয়।

শিমের রোগ বালাই: পাতার রোগ : দেশি শিমের পাতায় কালো দাগ ও ফোস্কা পড়া দেখা দিলে মেনকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়। আর পাতায় হলুদ মোজাইকরোগ হলে গাছটি তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। রোগটি হয় জ্যাসিড বা সাদা মাছির কারণে।এজন্য অন্যান্য সুস্থ গাছে ইমিডাক্লোরপিড বা ফেনথিয়ন গ্রুপের কীটনাশন স্প্রেকরে জ্যাসিড বাসাদামাছি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

গোড়া ও শিকর পচা রোগ:শিকর পচা রোগ হলে আক্রান্ত গাছ তুলে বাকি গাছে ও মাটিতে ভাল করে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়। শিমের গোড়া ও শিকড়পচা রোগ সাধারণত বর্ষার শুরুতে বা অতি বর্ষণের ফলে গোড়ায় জল জমলে হয়।তবে মাঝেমাঝে আবহাওয়ারআর্দ্রতা বেড়ে গেলে ও উচ্চ তাপমাত্রায় গোড়াপচারোগের প্রকোপ বাড়ে গাছের বৃদ্ধির যে কোন অবস্থাতেই এ রোগ হতে পারে মাটির ঠিক ওপরে গাছের কাণ্ডে লালচে বাদামি দাগ পড়ে ধীরে ধীরে এইদাগ বিস্তার লাভ করে বেশি হলে শিকড়েও ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত অংশ আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়,ফলে গাছ দুর্বল হয়। ফলন কম হয়। কখনো কখনো গাছগুলো মরেও যেতে পারে। চারা অবস্থায় আক্রান্ত হলে চারা মারা যায়। মরিচা রোগ: দেশি শিমগাছের বয়স্ক অবস্থায় মোজাইক বা মরিচা রোগ দেখা যায়। এটি ছত্রাকঘটিত রোগ। মাঘ মাসের শুরুর দিকে বিশেষ করে এ সময় দু-এক পশলা বৃষ্টি হলে বা বেশিকুয়াশা হলে এই রোগদেখা দেয়।শিমগাছের পাতায় বিশেষ করে নিচের দিকের পুরনো পাতায়, কাণ্ডে ও ডগার বা কখনো কখনো শুঁকিয়ে মরিচা রোগের আক্রমণ দেখা যায়। এর আক্রমণে ছোট ছোট বাদামি ধূসর রঙের দাগ পড়ে পাতায়। পরে দাগগুলো আকারে বাড়। পরে দাগগুলো আকারে বাড়ে, গোলাকার বা কোণবিশিষ্ট হয় এবং গাঢ় বাদামি রং ধারণ করে শেষে বড় দাগগুলো কালো রঙে রূপান্তরিত হয়।

মৃত্যুর কারণ হতে পারে মোবাইলের ওয়াইফাই !

রাতে ঘুমানোর সময় মোবাইলটা হয় বিছানা থেকে কিছুটা দূরে রাখবেন বা সেটা বন্ধ করে রাখবেন। কেননা, চালু মোবাইলের ওয়াইফাই বিকিরণ ভয়ঙ্কর ক্ষতির করণ হতে পারে। সম্প্রতি উত্তর জাটল্যান্ডের নবম শ্রেণির একদল ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন রকমের শাকের বীজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে, চালু মোবাইলের ওয়াইফাই বিকিরণ প্রাণের পক্ষে চরম ক্ষতিকারক। তা মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে।পরীক্ষার ফলাফলে যথেষ্টই উতসাহিত ইংল্যান্ড, হল্যান্ড ও সুইডেনের গবেষকরা। এ ব্যাপারে আরও গবেষণা চালাতে চেয়েছেন স্টকহলমের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের বিশিষ্ট গবেষক ওলে জোহানসন। তিনি বেলজিয়ান অধ্যাপক মারি-ক্লেয়ার কামার্তকে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষাটা আবার করতে চেয়েছেন। পরীক্ষাটা যারা চালিয়েছে সেই ছাত্রছাত্রীদের অন্যতম লি নিয়েলসন জানিয়েছেন, ৪০০ রকমের শাকের বীজের ওপর তারা পরীক্ষাটা চালিয়েছেন। দু''টি আলাদা ঘরে একই তাপমাত্রায় ৬টি ট্রেতে ওই শাকের বীজগুলিকে রাখা হয়েছিল। ১২ দিন ধরে ওই দু''টি ঘরে রাখা শাকের বীজগুলিকে সম পরিমাণ জল আর সূর্যালোক দেওয়া হয়েছিল তাদের বেড়ে ওঠার জন্য। তাদের মধ্যে শাকের বীজ রাখা রয়েছে এমন ৬টি ট্রে''কে রাখা হয়েছিল দু''টি ওয়াইফাই রাউটারের কাছাকাছি। সাধারণ মোবাইল ফোন থেকে যতটা বিকিরণ আসে, ওই ওয়াইফাই রাউটারগুলি থেকে বিকিরণ আসে ততটাই। ১২ দিন পর দেখা গেল, ওয়াইফাই রাউটারের কাছে রাখা শাকের বীজগুলি মোটেই বাড়েনি। তাদের বেশির ভাগই হয় শুকিয়ে গিয়েছে বা মরে গেছে। আর যে শাকের বীজ ভরা ট্রে''গুলির ধারে কাছে কোন ওয়াইফাই রাউটার ছিল না, সেগুলি খুব সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠেছে জল আর সূর্যালোক পেয়ে।নবম শ্রেণির যে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষাটা চালিয়েছে, তাদের আর এক জন ম্যাথিল্ডে নিয়েলসন বলেছেন, এটাই প্রমাণ করেছে, ওয়াইফাই বা মোবাইলের বিকিরণ প্রাণের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক। তাই আমাদের পরামর্শ, ঘুমোতে যাওয়ার সময় হয় মোবাইল ফোনটা দূরে রাখুন বা বিছানায় রাখতে হলে সেটাকে বন্ধ করে রাখুন। না হলে তা মস্তিষ্ক বা শরীরের পক্ষে খুব বিপজ্জনক হতে পারে।

ধূমপান শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়

সর্দিকাশি থেকে শুরু করে দাঁতের ক্ষয়, এমনকি হজমের সমস্যা ও ডায়ারিয়া, বাচ্চাদের নানা অসুখবিসুখের অন্যতম কারণ সিগারেটসহ তামাকের ধোঁয়া।

এমনকি এক বছরের কম বয়সী শিশুদের আচমকা মৃত্যুর অন্যতম কারণ হতে পারে বাবা অথবা বাড়ির বড়দের ধূমপান।

সিগারেট না টানলেও ফুসফুসের ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে। এ যেন অন্যের দোষে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়া।

সিগারেটের ধোঁয়া প্রবেশ করে শিশুদের শরীরে নানা অসুখবিসুখের সঙ্গে ক্যানসার ডেকে আনতে পারে।

সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে বড় হরফে ক্যানসারের কারণ লেখা থাকলেও ধূমপায়ীদের কেউই খুব একটা তোয়াক্কা করেন না। তাদের নিজেদের ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ করে তুলছেন বাচ্চাদের। দু'চারটে নয়, সাত হাজার ক্ষতিকর রাসায়নিক পাওয়া গিয়েছে সিগারেট বিড়ির ধোঁয়ায়। এদের মধ্যে ১০০ টি অত্যন্ত ক্ষতিকর ৭০ টি কার্সিনোজেনিক, অর্থাৎ ক্যানসার ডেকে আনতে সিদ্ধহস্ত।

গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা থাকলে গর্ভস্থ ভ্রূণ ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনেক সময় গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই সন্তান বেরিয়ে আসে। গর্ভবতী মায়ের সামনে যদি বাড়ির অন্য সদস্যরা সিগারেট টানেন, তাহলেও বাচ্চার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকি অন্য ঘরে সিগারেটের ধোঁয়া টানলেও সন্তানসম্ভবার শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি থাকে।

সাইড স্ট্রিম বেশি ক্ষতিকর

সিগারেটের ধোঁয়া দুভাবে অধুমপায়ীর শরীরে প্রবেশ করে। সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছাড়া হলে তা যখন অন্যজন বাতাসের সঙ্গে টেনে নেন, তাকে বলে মেন স্ট্রিম। আর সিগারেট জ্বালিয়ে রাখা আছে, তার থেকেধোঁয়া সরাসরি বাতাসের সঙ্গে টেনে নিলে তাকে বলে সাইড স্ট্রিম।

এই ধোঁয়ায় আরও বেশি কার্সিনোজেনিক , অর্থাৎ ক্যানসার উৎপাদনকারী বিষাক্ত রাসায়নিক থাকে। অত্যন্ত ক্ষতিকর এই ধোঁয়া ছোটদের ভয়ানক শারীরিক ক্ষতি করে। বড়রাও ক্ষতিগ্রস্ত হন।

শ্বাসনালি ও ফুসফুসের কষ্ট

লক্ষ করে দেখবেন, বাচ্চারা খুব দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়। তাই সিগারেট বিড়ির ধোঁয়া চট করে ওরা টেনে নেয়। শিশুদের শ্বাসনালি আকারেও অনেকটা ছোট। তাই নিজেদের অজান্তে বুক ভরে টেনে নেয় বাবা কাকা মামার মতো নেশাখোরদের ছেড়ে দেয়া বিষ ধোয়া।

সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোকিংয়ের ফলে বাচ্চার অত্যন্ত সংবেদনশীল শ্বাসনালি আর ফুসফুস 'ইরিটেটেড' হয়ে পড়ে। শুরু হয় সর্দিকাশি ।এ রকম চলতে থাকলে বারবার শ্বাসনালি ও ফুসফুসের প্রদাহ হয়ে ক্রনিক সর্দিকাশি, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি ও নিউমোনিয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

যেসব শিশুর অ্যাজমা আছে, তামাকের ধোঁয়ায় তাদের বারবার অ্যাটাক হয়। অনেক সময় ইনহেলার বা ওষুধের কোনও কাজ হয় না। নিউমোনিয়ায় কাহিল হয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়ে। বাচ্চার ভোগান্তির শেষ থাকে না। হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করে রিলিফ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। বরাবরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শ্বাসযন্ত্র।

আচমকা শেষ নিঃশ্বাস পড়ার ঝুঁকি থাকে

মা, বাবা অথবা বাড়ির অন্য সদস্যদের ধুমপানের কুপ্রভাবে এক বছরের কমবয়সী বাচ্চাদের আচমকা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থার শুরুতে মা ধূমপান করলে অথবা পরোক্ষভাবে সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে থাকলে এক বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে আকস্মিক মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গর্ভবতী নারী ধূমপায়ী হলে শিশুমৃত্যুর ঘটনা অধূমপায়ীদের থেকে ৫৮ শতাংশ বেশি। সুতরাং সাবধানতা নিতেই হবে।

নাক কান দাঁতের অসুখ থেকে ক্যানসার

সিগারেটের বিষ ধোঁয়া শুধুই যে ফুসফুসের বারোটা বাজায় তা নয়, শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিকল করে দিতে পারে। নাক কান গলায় সংক্রমণ, কানের ইউস্টেশিয়ান টিউবে বাধা, অটাইটিস মিডিয়া, মধ্য কর্ণের সংক্রমণ থেকে ক্রমশ বধির হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে।

কথা বলার সমস্যা তো হয়ই, মানসিক বিকাশও ব্যাহত হতে পারে। এছাড়া দাঁতের ক্ষয়, গন্ধের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে লিউকোমিয়াসমেত নানা রক্তের অসুখ ও ক্যানসারে শঙ্কা বাড়ে।

বাড়ির বারান্দায় সিগারেট ধরালেও শিশুর ক্ষতি

নিকোটিনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল শিশুর নিকটাত্মীয়েরা অনেক সময় বাড়ির বারান্দায় গিয়ে সিগারেট টেনে এসে বাচ্চাকে কোলে নেন। মনে রাখবেন, এর ফলেও শিশুর শরীরে সিগারেটের বিষ প্রবেশ করে।

ধূমপানের পর জামাকাপড়ে ও ধূমপায়ীর শরীরে বিষাক্ত রাসায়নিক থেকে যায় কমপক্ষে ঘন্টা চারেক। তাই বারান্দায় সিগারেট টানলেও বাচ্চার ক্ষতির পরিমাণ বহাল থাকে পুরোদমে।

সুষম খাদ্যের মধ্যে কি ধরনের উপাদান থাকে

বাজার অনেক নানারকম ফল পাওয়া যায়। এনজাইম, মিনারেল, ভিটামিন, প্ল্যান্ট ফাইটোকেমিক্যালে ভরপুর ফল শরীরকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপন করছি আমাদের চারপাশে পাওয়া যায় এমন কিছু ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

সুষম খাবার কি?

যে খাদ্যে ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, চর্বি, লবণ ও জলের এই ছয়টি উপাদান থাকে।

আমিষ বা প্রোটিন—

প্রোটিন, শ্বেতসার আর স্নেহ পদার্থ আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এরা আমাদের শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে।

বাজারে ওষুধ আকারে বিভিন্ন খনিজ লবণ সমৃদ্ধ ও ভিটামিন ওষুধ কিনতে পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশীয় বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি গ্রহণের মাধ্যমে এসব ভিটামিন ও খনিজ লবণ অতি সহজে, সুলভ মূল্যে গ্রহণ করাই বাঞ্চনীয়। কারণ শাকসবজি ও ফলমূল সরাসরি গ্রহণ করলে শরীরের পুষ্টি ও উপকারিতা বেশি পাওয়া যায়।

শর্করা বা শ্বেতসার —

শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাবারগুলো হচ্ছে চাল, আটা, ময়দা, আলু, গুড় চিনি ইত্যাদি।

স্নেহ বা তেলজাতীয় খাদ্য—

ঘি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি চর্বি বা স্নেহজাতীয় খাবার। ভিটামিন। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা রক্ষায় প্রয়োজন ভিটামিন। এই ভিটামিন আবার এ বি, সি, ডি কে এবং ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর এসব ভিটামিন আমরা সহজেই সরাসরি গ্রহণ করতে পারি বিভিন্ন ফলমূল, শাকসবজি ও বিভিন্ন সুগন্ধি মসলাজাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে। দেশী ফলে এসব ভিটামিন প্রচুর রয়েছে। সাধারণ দেশীয় ফলে, যেমন— কলা, পেঁপে, পেয়ারা, বেল, আম, জাম কাঁঠাল প্রভৃতি ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল। খনিজ লবণ--- ক্যালশিয়াম সর্বাধিক পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ লবণ। ক্যালসিয়াম আমাদের হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত ও শক্তিশালী করে, ক্ষয়রোধ করে এবং আর্থ্রারাইটিস, বাত জাতীয় রোগের সাথে লড়াই করে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ক্যালসিয়ামের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও আয়োডিন গলগন্ড, দুর্বলতা, স্তন ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। কডলিভার অয়েল, বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ, আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ হতে খুব সহজেই আয়োডিন পাওয়া যায়। কডলিভার অয়েলে আয়োডিন ছাড়াও আছে একটি মূল্যবান উপাদান ভিটামিন এ যা অন্ধত্ব ও রাতকানা প্রতিরোধ করে। এছাড়া আরো আছে ক্যালশিয়াম যা শিসুদের হাড় ও দাঁত মজবুত করে।

জল— সব খাদ্যে কমবেশি জল থাকে। খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক ও শোষণ করতে জলের প্রয়োজন। জল রক্ত তরল রাখে এবং মলমূত্রের সাথে দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেয়। মানুষের দেহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জল। জলের অভাবে হজমে সমস্যা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

প্রভাস ও রানার বিপরীতে দক্ষিণী ছবি দিয়ে অভিষেক হচ্ছে শাহরুখ পুত্র আরিয়ানের !

নিজস্ব প্রতিবেদন: শাহরুখ পুত্র আরিয়ান কবে ডেবিউ করছেন এনিয়ে বি-টাউনের জল্পনা চলছেই। শোনা যাচ্ছে হলিউড বা বলিউড নয়, আরিয়ান কেরিয়ার শুরু করতে চলেছেন দণী ছবির (টলিউড) হাত ধরে। পরিচালক গুণাশেখর এর পরিয়ড ফিল্ম ''হিরণ্যকশিপু'' ছবিতে দেখা যেতে পারে আরিয়ানকে।সূত্রের খবর, ''বাহুবলী''র পর ''হিরণ্যকশিপু'' ছবিটি দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডিস্ট্রির অন্যতম বিগ বাজেটের ছবি হতে চলেছে। ''বাহুবলী'' খ্যাত দুই তারকা প্রভাস ও রানা দগ্গুবাতিকে দুই কেন্দ্রীয় চরিত্রে দেখা যাবে এই ছবিতে। খুব সম্ভবত রানা দগ্গুবাতি ''হিরণ্যকশিপু''র চরিত্রে অভিনয় করবেন। পাশাপাশি, ''বাহুবলী'' খ্যাত গুই নায়িকা অনুষ্কা শেট্টি ও তমন্না ভাটিয়াকেও দেখা যেতে পারে এই ছবিতে। আর এই ''হিরণ্যকশিপু'' ছবিরই গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে শাহরুখ পুত্র আরিয়ানকে।

যদিও ছবির কাস্টিং নিয়ে এখনই মুখ খুলতে নারাজ পরিচালক গুণাশেখর। তাঁর কথায় অবশ্য, চরিত্রগুলির জন্য কোন কোন অভিনেতাকে বেছে নেওয়া হবে তিনি এখনও সেবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন নি।অন্যদিকে, ইতিমধ্যেই হলিউড ফিল্ম ''দ্যা লায়ন কিং''-এর হিন্দি ভার্সনের জন্য সিম্বার ভূমিকায় গলা দিয়েছেন শাহরুখ পুত্র আরিয়ান। সিম্বার বাবা মুফাসার জন্য গলা দিয়েছেন শাহরুখ। এই দুই গলা শুনে বাবা ও ছেলের গলার পার্থক্য করা দায় হয়ে উঠেছে দর্শকদের। আরিয়ানের গলাকেই অনেকে শাহরুখের গলা ভেবে ভুল করছেন।কিছুদিন আগে অবশ্য শোনা গিয়েছিল, হলিউডের কোনও সুপার হিরো জনারের ছবিতে দেখা যেতে পারে আরিয়ান খানকে। রুশো ব্রাদার্সের পরিচালনায় মার্ভেল সিরিজের কোনও ছবিতে আরিয়ানকে দেখা যেতে পারে।। এবিষয়ে শাহরুখ নিজেও হলিউডের বিভিন্ন প্রযোজকের সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁদেরকে ছেলের ছবি দেখিয়েছেন বলেও শোনা গিয়েছিল। যদিও আবার এও শোনা যাচ্ছে, শাহরুখের ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধু আরিয়ানকে সুপার হিরো ছবি দিয়ে ডেবিউ করতে নিষেধ করছেন। ত শোনা গিয়েছিল হলিউডের ছবিতে কাজ করতে আরিয়ান নাকি ভীষণভাবে ইচ্ছুক।

বাচ্চাদের বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ, দৌড়

বাচ্চাকে শুধুই ঘাড় গুঁজে বইপড়াচ্ছেন? স্কুল টিউশনেই ব্যস্ত সন্তান? ভুল করছেন এতে আপনার বাচ্চার কোনও লাভই হচ্ছে না। ওকে দৌড় করান । শরীর থাকবে ঝরঝরে। বাড়বে বুদ্ধিও। বই, খাতা, স্কুলের ভারে ভারাক্রান্ত শৈশব। মাঠ, ঘাট, দমকা হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার টান বাঁধা পড়ছে ইট কাঠ কংক্রিটের জঙ্গলে। বইথেকে মুখ তুললেই ছোটা ভীমের হাট করে খোলা জগৎ। সবুজ মাঠ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার সব উপকরণ চার দেওয়ালের অন্দরেই মজুত। পড়াশোনা ছাড়া কার্টুন এভাবেই আবর্তিত ছেলেবেলা, মেয়েবেলা। সবুজ ঘাসে পা ফেলার ফুসরত কই! ভুল হয়ে যাচ্ছে। বিরাট ভুল। দৌড়তে হবে। আরওবেশি। পা ফেলতে হবে মাটিতে। বই খাতার মুখ গুঁজে থাকলেই বুদ্ধি বাড়ে না। টিভির পর্দায় চোখ আটকে থাকলে আই কিউ বাড়ে না। বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ। দৌড়। বিশেষজ্ঞদের দাবি, সাধারণত ৮ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র বলে, একজন মানুষ খুব বেশি হলে তাঁর বুদ্ধির মাত্র ২ শতাংশ ব্যবহার করতে পারে। আমেরিকান দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং এর গবেষণা বলছে, দৌড়লে মানুষের শরীরের মাংসপেশি থেকে ক্যাথাপাসন বি নামে একটি প্রোটিন বেরোয়।

রবিবার আগরতলায় কংগ্রেস সদর কার্যালয়ের সামনে কংগ্রেস সমর্থকরা ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

করিমগঞ্জে খুন বিজেপি কর্মী নজরুল ইসলামের বিধবা স্ত্রীর হাতে খাদ্য সুরক্ষার কার্ড তুলে দিলেন মিশন

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ আগস্ট (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় দেখে রাজনীতি করে না। বিজেপি এবং সরকারের মূল মন্ত্রই হলো সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ এবং সব-কা বিশ্বাস। জমি বিবাদের জেরে প্রায় তিন মাস আগে প্রতিবেশী এক দুষ্কৃতীর হাতে নির্মমভাবে খুন বিজেপি কর্মী নজরুল ইসলামের অসহায় বিধবা স্ত্রীর হাতে খাদ্য সুরক্ষার কার্ড তুলে দিয়ে এই মন্তব্য করেছেন এআইডিসি-র চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস।

পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো নজরুলের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁর অসহায় বিধবা স্ত্রীর হাতে খাদ্য সুরক্ষার কার্ড তুলে দিয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন উত্তর করিমগঞ্জের তিনবারের বিধায়ক তথা এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কান্দিগ্রামের বাসিন্দা পেশায় দিনমজুর মৃত নজরুল ইসলামকে খুন করার পর পরিবারের খোঁজ-খবর নিতে প্রয়াত কর্মীর বাড়িতে গিয়েছিলেন বিজেপি নেতা মিশনরঞ্জন দাস। সেদিন হতদরিদ্র পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন নজরুলের পরিবারে কোনও রেশন কার্ড বা খাদ্য সুরক্ষার কার্ড পর্যন্ত নেই। বিষয়টি শুনে মিশনবাবু এবং বিজেপির অন্যান্যরা নেতারা রীতিমতো বিস্মিত হয়ে যান। তাঁরা বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেস নেতা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে কটাক্ষ করে বলেন, এটাই কি সীমান্ত এলাকার সংখ্যালঘু উন্নয়ন? সরকার জনহিতার্থে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে। এ সব সরকারি সুযোগ-সুবিধাগুলো যথাযথ ভাবে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের হাতে তুলে দেওয়া জনপ্রতিনিধিদের কাজ। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, হতভাগ্য নজরুলের বড় ভাই বিধায়ক কমলাক্ষের ঘনিষ্ঠ খসরুল হক সীমান্ত এলাকায় বিধায়কের উন্নয়নের ঢোল পিটিয়ে নির্বাচনি প্রচারে ব্যস্ত। অথচ খোদ তার ভাইয়ের অসহায় পরিবারের রেশন কার্ড পর্যন্ত নেই! ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে বিধায়ক ঘনিষ্ঠ খসরুল ও বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের উপহাস করতে এদিন কার্পণ্য করেননি বিজেপি নেতা মিশনরঞ্জন দাস।

বিজেপি নেতা মিশনরঞ্জন দাস দলের এক প্রতিনিধি দলকে সঙ্গে নিয়ে পূর্ব প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষায় উপসিত হন মৃত দলীয় কর্মী নজরুল ইসলামের বাড়িতে। মিশনবাবু নজরুলের স্ত্রীর হাতে খাদ্য সুরক্ষার কার্ড তুলে দেওয়ার পাশাপাশি আগামী দিনেও পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। মিশন দাস এদিন সংবাদ মাধ্যমের কাছে দাবি করেন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যের সংখ্যালঘু মানুষের সুদিন এসেছে। কংগ্রেস সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলেও সংখ্যালঘুদের বঞ্চনা করে আসছিল। অতি গরিব মৃত নজরুলের পরিবার রেশন কার্ড না পাওয়াই তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ বলে উল্লেখ করে বর্তমান কংগ্রেসি বিধায়ক কমলাক্ষের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি।

এদিন মিশনরঞ্জন দাসের সঙ্গে দলের অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন বিজেপির সরিষা-মহিষাসন মণ্ডল সভানেত্রী শান্তা চৌধুরী, সহ-সভাপতি মনোজ কুমার দেব, সাধারণ সম্পাদক দেবদুলাল দাস, যুবমোর্চার নিরুপম দেব, নীলাঞ্জন দেব, বুথ সভাপতি অঞ্জন নাথ ওয়ার্ড সদস্যার প্রতিনিধি জাহিদ আহমেদ প্রমুখ।

করোনা : ব্যর্থতা ঢাকতে বরাক উপত্যকায় ফের লকডাউনের হঠকারি সিদ্ধান্ত সরকারের, বক্তা বিধায়ক কমলাক্ষ

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলাষ স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো অত্যন্ত নড়বড়ে। কোভিড হাসপাতালে নেই আইসিইউ, নেই ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা, এমন-কি রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের কিট পর্যন্ত নেই করিমগঞ্জে। এমন এক অসহায় পরিস্থিতিতে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে লকডাউন কতটুকু যুক্তিসংগত? এ নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কংগ্রেস নেতা কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। তিনি রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বলেন, লকডাউন সমস্যার সমাধান নয়। করিমগঞ্জ জেলা সহ সমগ্র বরাক উপত্যকার ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য পরিষেবা জনগণকে ভাবিয়ে তুলেছে। বরাকের জনগণ প্রতিনিয়ত যেভাবে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন, এতে সাধারণ মানুষের মনে ভয় সঞ্চারিত হচ্ছে। মারণ করোনার সংক্রমণ থেকে কী ভাবে রক্ষা পাবেন? এ সম্পর্কে কেবল করিমগঞ্জ নয়, সমগ্র বরাক উপত্যকার জনমনে এক ভীতির সৃষ্টি হয়েছে, বলেন বিধায়ক।

বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বলেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী করিমগঞ্জ হাসপাতালে আইসিইউ এবং ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কথায় এবং কাজে কোনও মিল নেই বলেও কটাক্ষ করেন বিধায়ক। করোনায় আক্রান্ত সংকটজনক কোনও রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই করিমগঞ্জ কোভিড-১৯ হাসপাতালে। অন্তিম মুহূর্তে সেই রোগীকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু শিলচর নিয়ে যাওয়ার মতো অ্যাম্বুল্যান্সেরও কোনও পরিষেবা নেই করিমগঞ্জ হাসপাতালে। সব মিলিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার এক ভয়ানক অবস্থা করিমগঞ্জে বিরাজ করছে বলে মন্তব্য করেন বিধায়ক কমলাক্ষ।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কমলাক্ষ বলেন, করিমগঞ্জ জেলাবাসীর ধর্যের একটা সীমা আছে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে সংবাদ মাধ্যমের সামনে বড় বড় কথা না বলে, বাস্তবের মুখোমুখি হতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাবে, যাঁদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী, আত্মীয় পরিজন করোনা আক্রান্তে মারা গিয়েছেন, তাঁদের কথা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে পরামর্শ দেন কমলাক্ষ।

সরকারকে একহাত নিয়ে বিধায়ক কমলাক্ষ বলেন, করিমগঞ্জ সহ সমগ্র বরাক উপত্যকায় করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে লকডাউনই শেষ কথা নয়। সর্বাগ্রে পরিকাঠামোগত অনুন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল ফেরাতে হবে। অনতিবিলম্বে করিমগঞ্জ কোভিড-১৯ হাসপাতালে আইসিইউ, ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা সহ রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের পর্যাপ্ত কিটের ব্যবস্থা করার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছে জোড়ালো দাবি জানান বিধায়ক কমলাক্ষ।

তিনি বলেন, রাজ্য সরকার করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতেই বরাক উপত্যকায় পুনরায় লকডাউনের মতো হঠকারি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লকডাউনের ফলে সাধারণ জনগণ কীভাবে দিন অতিবাহিত করবেন? এ বিষয়ে সরকার ও জেলা প্রশাসন কী পদক্ষেপ নিয়েছে? ২৬ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দশ দিনের লকডাউনকালে, করিমগঞ্জ জেলা সহ বরাক উপত্যকার হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষ কীভাবে তাঁদের দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহ করবেন? সে বিষয়ে প্রশাসন কী রূপরেখা তৈরি করেছে? তা জনসমক্ষে প্রকাশ করার আহ্বান জানান বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

কেউই বিশ্বাসযোগ্য নয়, অখিল গগৈকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী করে পৃথক দল গড়বে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি

গুয়াহাটি, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : অসমের জাতীয় (আঞ্চলিক) সংগঠনগুলোর উপর থেকে ভরসা হারিয়ে গেছে। কেউই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই তাঁদের সংগঠনের উপদেষ্টা অখিল গগৈকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী করে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বামপন্থী সংগঠন কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি। বিজেপিকে উৎখাত করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই হলেও এখন নতুন নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের প্রতিযোগিতা শুরু করেছে অসমের একাংশ আঞ্চলিক সংগঠন।

এ ব্যাপারে হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সভাপতি ভাস্কো ডি শইকিয়া বলেন, কিছু দিন আগে পর্যন্ত তাঁর সংগঠন, তফশিলি জাতি যুব ছাত্র পরিষদ সহ ৭০টি সংগঠনের নেতৃত্ব একটি রাজনৈতিক দল গঠন করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছিল। তাঁর দাবি অনুযায়ী ৭০টি সংগঠনের নেতৃত্ব তাঁদের সমমনোভাবাপন্ন আঞ্চলিক দল-সংগঠনের সমর্থনে অখিল গগৈক হাইকমান্ড হিসেবে মনোনীত করে পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের চর্চা চলছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক আবহে ওই চর্চা থেকে সরে এসেছেন তাঁরা।

এদিকে ৭০টি সংগঠনের অন্যতম তফশিলি জাতি যুব ছাত্র পরিষদের সভাপতি রুবুল দাস বলেছেন, কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির প্রস্তাবিত নয়া রাজনৈতিক দলকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন তিনি। তিনি আশা করেন, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আঞ্চলিকতাবাদী প্রগতিশীল ভাবধারার সবকটি রাজনৈতিক দল-সংগঠন এবং অসমের সর্বস্তরের জনসাধারণ এই নতুন দলকে সমর্থন জানাবেন। তিনিও স্পষ্ট করেছেন, অখিল গগৈয়ের নেতৃত্বে বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীর সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনের সহযোগিতায় একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হবে। কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির এই সিদ্ধান্ত একান্তই তাদের নিজস্ব।

এদিকে, সারা অসম ছাত্র সংস্থার (আসু)-র নেতৃত্বেও একটি রাজনৈতিক দল গঠন করার কুচকাওয়াজ শুরু হয়েছে। সেক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন জনসাধারণ বিজেপির বিকল্প রাস্তা খুঁজলেও পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে তাঁরা। কাকে ভোট দেবেন তারা? এ নিয়ে এখন থেকেই রাজ্যে ভোট বিভাজনের আশংকা তীব্রতর হচ্ছে। এমন চর্চার মধ্যে হঠাৎ করে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সভাপতি ভাস্কো ডি শইকিয়ার ঘোষণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভাস্কো বলেন, কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। ভালো একটি নাম দিয়ে দল গঠন করা হবে। আগের 'গণমুক্তি সংগ্রাম অসম' নাম থাকবে না।

এদিকে, এই আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল গঠনের কথা শুনিয়ে শইকিয়া বলেন, এ ব্যাপারে সবধরণের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। তাঁদের আঞ্চলিক দলটি প্রত্যেক জাতি-জনগোষ্ঠী, ধর্ম-বর্ণ-ভাষার জনগণকে গুরুত্ব প্রদান করবে। শইকিয়ার দাবি, অখিলের নয়া রাজনৈতিক দল আপসহীন আঞ্চলিক দল হবে। দল গঠনের জন্য সব ধরনের বৌদ্ধিক কাজকর্ম সম্পন্ন হয়ে গেছে। অন্যদিকে, দলের সংবিধান এবং কর্মসূচির প্রস্তুতিও সম্পূর্ণ বলে দাবি করছেন শইকিয়া। তিনি বলেন, কর্মসূচির নাম হবে 'অসমবাসীর জাতীয় কর্মসূচি'। একে আধুনিক অসমিয়া জাতির বুনিয়াদি দলিল বলে অভিহিত করেছেন ভাস্কো শইকিয়া।

এদিকে প্রস্তাবিত নয়া দলের সংবিধান ও কর্মসূচি কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির কেন্দ্রীয় সমিতির বিষয়বস্তু এবং জেলা সমিতির প্রত্যেক সভাপতির মতামতের জন্য পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এক জিজ্ঞাসার জবাবে শইকিয়া স্পষ্ট জানান, জাতীয়তাবাদী শক্তি কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফের সঙ্গে কোনও ধরনের মিত্রতা তাঁরা করবেন না। তিনি আরও বলেন, হিন্দু অথবা মুসলমান সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে কোনও ধরনের আঁতাত তাঁদের নয়া দল করবে না। জাতীয় দলের সঙ্গেও কোনও ধরনের মিত্রতার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। ঐক্যবদ্ধ আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তির নিরিখে অসমের প্রত্যেক আঞ্চলিক শক্তিকে একত্রিত হতে আহ্বান জানান শইকিয়া। জানান, সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু)-র সঙ্গে ৭০টি সংগঠনের নেতৃত্বকে নিয়ে পরবর্তী সময়ে আলোচনায় মিলিত হবেন। এককথায় সাম্প্রদায়িক, সে মুসলমানই হোক বা হিন্দু, এই সকল 'অপশক্তি'র বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আঞ্চলিক দল গড়ে তোলা হবে বলে তাঁর সংগঠনের স্থিতি স্পষ্ট করেছেন ভাস্কো ডি শইকিয়া।

তিনি জানান, আগামী অক্টোবরের শেষের দিকে তাঁদের প্রস্তাবিত রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করবে। একইসঙ্গে জেল থেকে অক্টোবর মাসের শেষ দিকে অখিল গগৈ খোলা আকাশের নীচে বেরিয়ে আসবেন বলেও দৃঢ় প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন তিনি। সুতরাং রাজনৈতিক এই দলের প্রক্ষেপিত মুখ্যমন্ত্রী পদের প্রার্থী অখিল গগৈকেই করা হবে বলে সাফ জানিয়েছেন শইকিয়া।

দ্বিতীয় ভ্যাকসিনের কথা সামনে আনল রাশিয়া

মস্কো, ২৩ আগস্ট (হি.স.): 'স্পুটনিক ভি' ভ্যাকসিন নিয়ে টানাপড়েনের মাঝেই দ্বিতীয় ভ্যাকসিনের কথা সামনে আনল পুতিনের দেশ। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে স্পুটনিক ভ্যাকসিন তৈরি করেছে গ্যামেলিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট। দ্বিতীয় ভ্যাকসিন 'এপিভ্যাককরোনা' বানিয়েছে ভেক্টর স্টেট রিসার্চ সেন্টার অফ ভাইরোলজি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি।

এই ভ্যাকসিনের তৃতীয় স্তরের ট্রায়াল চলছে। জানা গেছে সেপ্টেম্বরেই ট্রায়াল শেষ হবে। ভেক্টর স্টেট রিসার্চের ভাইরোলজিস্টরা বলেছেন, প্রথম দফায় ৫৭ জনের শরীরে টিকা দেওয়া হয়েছিল। প্রথম ডোজ দেওয়ার ১৪-২১ দিনের মাথায় দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়। দেখা গেছে, প্রত্যেকের শরীরেই অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে।

রাশিয়ার একটি সূত্র বলছে, দ্বিতীয় টিকারও কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার পরে প্রত্যেকের শরীরেই অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। এমনকী এই প্রতিষেধকটিরও কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়াও নেই।

বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশের মতে, করোনার ভ্যাকসিন তৈরিতে তাড়াহুড়ো করেছে রাশিয়া। খোদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও রাশিয়ার টিকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। খোদ পুতিন সরকারের রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী কয়েকদিন আগেই জানান যে, তাঁদের তৈরি 'স্পুটনিক ভি' ভ্যাকসিনটির তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল শুরুই হয়নি। এবার দ্বিতীয় ভ্যাকসিনের কথা শুনেও অনেকেই বলছেন, আগে প্রথম টিকার ট্রায়ালের রিপোর্ট সামনে আনুক রাশিয়া।

আইসিসির হল অব ফেমে ক্যালিস-লিসা-আব্বাস

দুবাই, ২৩ আগস্ট (হি.স.): ক্রিকেটে অনবদ্য পারফরম্যান্সের স্বীকৃতিস্বরূপ ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)-এর হল অব ফেমে জায়গা পেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার জাক ক্যালিস, পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার জাহির আব্বাস ও অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেটার লিসা স্থালেকার।

জ্যাক ক্যালিস আন্তর্জাতিক টেস্ট ও ওয়ানডে দুই ফরম্যাটেই ১০ হাজার রান ও দুই শতাধিক উইকেট লাভ করেছেন। টেস্ট ফরম্যাটে রেকর্ড ২৩ বার ম্যান অব দ্য ম্যাচ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এই অলরাউন্ডার। এছাড়া টেস্ট ও ওয়ানডে দুই ফরম্যাটেই দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তিনি।

অজি নারী ক্রিকেটার লিসা স্টালেকার ২০০৫ ও ২০১৩ সালে বিশ্বকাপ জিতেছেন। এছাড়া ২০১০ ও ২০১২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও জিতেছেন তিনি। ইতিহাসের প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসেবে ওয়ানডেতে এক হাজার রান ও ১০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন এই অলরাউন্ডার।

আইসিসির চলতি বছরের হল অব ফেমে জায়গা পাওয়া জহির আব্বাসকে রান মেশিন নামেও ডাকা হতো। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টানা ৫ ম্যাচে সেঞ্চুরি করা প্রথম ক্রিকেটার তিনি। একমাত্র এশিয়ান ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০০টি শতক হাঁকিয়েছেন এই পাকিস্তানি ক্রিকেটার।

উল্লেখ্য, আইসিসি-র হল অব ফেম চালু হয় ২০০৯ সালে। প্রতি বছর একাধিক ক্রিকেট কিংবদন্তি অন্তর্ভূক্ত হন এই হল অব ফেমে। ২০১৯ সালে হল অব ফেমে জায়গা করে নিয়েছিলেন শচিন তেন্ডুলকার, ক্যাথরিন ফিটজপ্যাট্রিক ও অ্যালান ডোনাল্ড।

ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে বিলাসীপাড়ায় আত্মহত্যা দম্পতিব

বিলাসীপাড়া (অসম), ২৩ আগস্ট (হি.স.) : সময়মতো ঋণের কিস্তি দিতে না পেরে অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন স্বামী ও স্ত্রী। কনক নাথ নামের ব্যক্তি তাঁর স্ত্রী মাজনী নাথকে সঙ্গে নিয়ে গায়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত বিলাসীপাড়ার বাসিন্দা কনক নাথ নিজের পরিবার প্রতিপালন করার জন্য ঋণ নিয়ে একটি টেম্পো কিনেছিলেন। কিন্তু কোভিড-১৯ অতিমারির ভয়াবহতা প্রতিরোধে জারিকৃত লকডাউনের জন্য কনক নাথ তাঁর টেম্পো নিয়ে বাইরে বেরোতে না পারছিলেন না। এমতাবস্থায় তাঁর রোজগার বন্ধ হয়ে পড়ে। ফলে সময়মতো ঋণের কিস্তি পরিশোধ করার জন্য টাকা উপার্জনও করতে পারছিলেন না তিনি। অবশেষে কোনও উপায় না পেয়ে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুক্রবার গায়ে কেরোসিন ঢেলে স্বামী-স্ত্রী তাঁদের শরীরে আগুন লাগিয়ে দেন। ফলে দুজনেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে যান।

এদিকে দম্পতির গায়ে আগুন দেখে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। তাঁরা কোনও রকম তাদের শরীরের আগুন নিভিয়ে সঙ্কটজনক অবস্থায় তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। শনিবার স্বামী ও স্ত্রী দুজনেরই হাসপাতালে মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে কনক নাথ ও মাজনী নাথ একটি কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে স্বামী ও স্ত্রী দুজনের অগ্নিদগ্ধ হয়ে আত্মহত্যার ঘটনায় সমগ্র অঞ্চল জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা ভোট বাক্সে কাজে লাগাতে চাইছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৩ আগস্ট (হি.স.): ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে ভোট বৈতরণী পার হতে চাইছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শনিবার থেকে শুরু হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভোটের প্রচার 'ফোর ইয়ার মোর'। প্রচারের সূচনা হয়েছে একটি ভিডিওর মাধ্যমে। সেখানেই 'ভিডিয়ো ক্যাম্পেনিং'-এ তুলে ধরা হয়েছে আহমেদাবাদে নমস্তে ট্রাম্প অনুষ্ঠানে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা ও হিউস্টনে নরেন্দ্র মোদীর বক্তৃতার অংশ। মুলত প্রবাসী ভারতীয়দের মন পেতেই এই প্রয়াস। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ও প্রবাসী ভারতীয় ভোটদাতাদের প্রভাবিত করার উদ্দেশে ট্রাম্পের এই প্রচার কর্মসূচিতে দুই রাষ্ট্রনেতার সাম্প্রতিক কালের দু'টি সভার ফুটেজ ঠাঁই পেয়েছে। রয়েছে দু'জনের বক্তৃতাও। প্রচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্রাম্প ভিকট্রি ফিনান্স কমিটির চেয়ারম্যান কিম্বারলি গিলফয়েল রবিবার বলেন, "ভারতের সঙ্গে আমাদের বরাবরই খুব ভাল সম্পর্ক। ভারতীয়-মার্কিনদের মধ্যে ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে ভিডিয়োটি।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয়দের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় মোদী। ২০১৫ সালে ম্যাডিসন স্কোয়ার ও ২০১৯ সালে সিলিকন ভ্যালিতে তাঁর অনুষ্ঠানে মানুষের উন্মাদনা দেখেই তা টের পাওয়া গিয়েছিল। হিউস্টনে তাঁর "হাউডি মোদী" অনুষ্ঠানে জড়ো হয়েছিলেন ৫০,০০০ ভারতীয়। সেই জনপ্রিয়তাকেই এখন ভোট বাক্সে কাজে লাগাতে চাইছেন ট্রাম্প।

আর্সেনালে যোগ দিলেন 'সালাহ'

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): ফ্রি ট্রান্সফারে আর্সেনালে যোগ দিলেন নেদারল্যান্ডসের মিডফিল্ডারের সালাহ এডিন। চুক্তি অনুযায়ী, ২০২০-২১ মৌসুমে ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটির মূল দলে খেলার জন্য বিবেচিত হবেন তিনি। শনিবার নিজেদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সালাহর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তির কথা জানায় আর্সেনাল কর্তৃপক্ষ। ১৭ বছর বয়সী সালাহ এরইমধ্যে আর্সেনাল একাডেমিতে নতুন সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন।

আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতেই আর্সেনালের পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে, 'পেশাদার চুক্তিতে আর্সেনালে যোগ দিয়েছেন সালাহ। নতুন মৌসুমে আমাদের প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে কাজ করবেন তিনি। মাঝমাঠে নিজের সৃজনশীলতার জন্য বিশেষ পরিচিত সালাহ। ক্যারিয়ারের শুরুর দিনগুলো নেদারল্যান্ডসে কাটিয়েছেন তিনি। আমরা তাকে আর্সেনালে স্বাগত জানাচ্ছি'।

আর্সেনালে যোগদানের বিষয়ে ক্লাবের ওয়েবসাইটে দেয়া সাক্ষাৎকারে সালাহ বলেছেন, 'আর্সেনালের মতো বড় ক্লাবে যোগ দিতে পেরে সত্যিই অভিভূত। নিজের স্কিলকে আরো সমৃদ্ধ করতে এটি দারুণ প্ল্যাটফর্ম। আমি জানতাম এটিই আমার জন্য সেরা ক্লাব। আশা করছি একাডেমির মাধ্যমে অচিরেই আমি মূল দলের খেলোয়াড় হতে পারব।

২৪ ঘণ্টার মধ্যেই করাচিতে দাউদের থাকার কথা অস্বীকার করল পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ২৩ আগস্ট (হি.স.): দাউদ ইব্রাহিম পাকিস্তানে রয়েছেন বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে যে খবর ছড়িয়েছে তা ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিকর। ২৪ ঘণ্টায় মধ্যেই নিজেদের অবস্থান পাল্টে জানিয়ে দিল ইসলামাবাদ। শনিবারই রাতেই খবর প্রকাশিত হয় করাচিতে দাউদের ঠিকানা চিহ্নিত করেছে পাক প্রশাসন। এর ২৪ ঘণ্টায় মধ্যেই রবিবার রেডিয়ো পাকিস্তানের তরফে টুইট করে বিষয়টি অস্বীকার করা হয়।

রবিবার সকালে রেডিয়ো পাকিস্তানের তরফে টুইট করে বলা হয়, তালিকাভুক্ত কিছু মানুষ পাকিস্তানে রয়েছেন বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম যে দাবি করছে, বিদেশমন্ত্রক তা খারিজ করে দিয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের একটি বিবৃতি টুইটারে তুলে ধরে তারা। তাতে বলা হয়, "রাষ্ট্রপুঞ্জের তালিকায় বর্তমানে তালিবান, আইসিল (দয়েশ) এবং আলকায়দার যে সমস্ত সদস্যের নাম রয়েছে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ যাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, গত ১৮ অগস্ট বিদেশমন্ত্রকের তরফে তাদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। এটা রুটিন প্রক্রিয়া। আন্তর্জাতিক রীতিনীতি মেনে দীর্ঘ দিন ধরেই এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি জারি করে আসছে বিদেশমন্ত্রক। ২০১৯ সালে শেষ বার এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল।"

পাক বিদেশমন্ত্রকের ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার নতুন ধরনের নিষেধাজ্ঞামূলক পদক্ষেপ করতে যাচ্ছে বলে কিছু কিছু সংবাদমাধ্যম দাবি করছে, যা বাস্তবসম্মত নয়। ওই বিজ্ঞপ্তি দেখে কিছু ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে আবার দাবি করছে, পাকিস্তান নাকি মেনে নিয়েছে তালিকাভুক্ত কিছু ব্যক্তি (দাউদ ইব্রাহিম) তাদের দেশে রয়েছে, যা ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিমূলক।" কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের তালিকায় দাউদের নাম থাকলেও, করাচি এবং নুরবাদে পাহাড়ি এলাকায় তার বাড়ির ঠিকানা, কোত্থেকে এল, তা পাক প্রশাসনের নজরই বা এড়িয়ে গেল কী ভাবে, ইসলামাবাদের তরফে তার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

ট্রাম্প নীতিহীন, মিথ্যুক ! দিদির অডিও টেপ প্রকাশ্যে আসায় বিপাকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট

ওয়াশিংটন, ২৩ আগস্ট (হি.স.): এবার দিদির অডিও টেপ প্রকাশ্যে আসায় আরও বিপাকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত অডিওটিতে ট্রাম্পকে নীতিহীন, মিথ্যুক বলেছেন দিদি ম্যারিয়ান ট্রাম্প ব্যারি। ভোট প্রচারে এই কথোপকথন বিরোধী শিবিরের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হয়ে উঠবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে ভারতীয় সময় রবিবার সন্ধে পর্যন্ত এনিয়ে হোয়াইট হাউসের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।জানা গিয়েছে, আমেরিকা-মেক্সিকো সীমান্তে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতি নিয়ে অখুশি ছিলেন তাঁর দিদি ম্যারিঅ্যান। অডিওতে ট্রাম্প সম্পর্কে ম্যারিঅ্যানকে বলতে শোনা গিয়েছে, "ওঁর কোনও নীতি নেই। ওঁর মূল্যবোধ নিয়ে যত কম বলা যায় তত ভাল!" প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডে হতাশ ব্যারি বলেন, 'ওঁর টুইটগুলো দেখে ভাবি, কত মিথ্যাই না বলছেন। হয়তো সরাসরি বলছি। কিন্তু এটাই ঘটনা। নীতিহীনতা আর মিথ্যা ভরা সমস্ত কথা। শুধু ভোটারদের মন যোগাতে এসব বলেন।"মার্কিন সংবাদমাধ্যমের দাবি, দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার অডিও টেপ তাঁদের হাতে এসেছে। মূলত ওই ফোনের কথোপকথনটি ট্রামের বোন ও ভাইঝির মধ্যের। ভাইয়ের প্রতি দিদির মনোভাবকে যে বিরোধীরা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করব, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রধানমন্ত্রীর ময়ূর প্রীতির সাক্ষী থাকল সামাজিক মাধ্যম

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি. স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষরের সাক্ষী গোটা দেশ থেকেছে একাধিকবার।প্রযুক্তির প্রতি ভালোবাসা থেকে সুবক্তা মতন গুণে মুগ্ধ হয়েছে দেশবাসী। এবার প্রধানমন্ত্রী ময়ূরের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন দেখা গেল ছয়ের পাতায়

কংসাবতী নদী পাড় বাঁধানোর দাবিতে অবরোধ পথ

ঝাড়গ্রাম, ২৩ আগস্ট (হি.স.): কংসাবতী নদী পাড় বাঁধানোর দাবিতে অবরোধ পথ করলেন স্থানীয় মানুষজনেরা। উল্লেখ্য প্রতি বছর বর্ষায় কংসাবতী নদী ফুলে ফেঁপে এক ভয়ঙ্কর রূপ নেয়।নদীর পার ভাঙার শব্দে মানুষের বুক ভাঙে।নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষ জনের। তাই নদী ভাঙন আটকাতে নদীর পার বাধাই করে দেওয়ার জন্য বারং বার প্রশাসনের কাছে দ্বারস্থ হয়েছেন।কিন্তু অভিযোগ আজ অবধি নদী ভাঙন রোধ করার জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। এদিন রবিবার নদীর পার বাধাইয়ের দাবিতে স্থানীয় মানুষ জন মহিলা,পুরুষ নির্বিশেষে পথে নেমে প্রায় পাঁচ ঘন্টা পথ অবরোধ করেন। পরে পুলিশ এবং ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস মেলার পর অবরোধ তুলে নেন বাসিন্দারা।এই ঘটনাটি বিনপুর এক ব্লকের বৈতা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকা দিয়ে বয়ে গিয়েছে কংসাবতী নদী।

প্রতিবছর বর্ষায় নদীর পার এমন ভাবে ভাঙছে যে তাতে অনেক মানুষের চাষের জমি নদী গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে।নদীর পারে অবস্থিত বৈতা, বালিশিরা,কুমরপাড়া,নয়াপালের মতো গ্রাম গুলি খুবই বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে।নদীর কিনারার বাস্তু ভিটা গুলি যে কোন মুহুর্তে নদীতে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।যাদের কেবল বাস্তু ভিটা টুকু সম্বল তারা এক ভয়ের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে।স্থানীয় মানুষ জন জানাচ্ছেন এবার বর্ষায় কংসাবতী নদীর পার প্রায় দশ হাতের কাছা কাছি ধ্বসে গিয়েছে।এক তীব্র আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন নদীর তীরের মানুষ গুলি। এদিন বৈতা অঞ্চলের বালিশিরা গ্রামে এলাকার বাসিন্দারা লাগাতর পথ অবরোধে শামিল হয়।তাদের অভিযোগ এই এলাকায় সার্ভে হলেও আজ পর্যন্ত নদীর ভাঙন রোধে কোন পদক্ষেপ করা হয় নি।এদিন পথ অবরোধে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।সকাল আটটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত অবরোধ চলার পরে ব্লক প্রশাসন,পুলিশের আশ্বাসের পর অবরোধ তুলে নেয় গ্রামবাসীরা।

এলাকার বাসিন্দা শিবু চালক বলেন " কংসাবতী নদীর ভাঙনে মানুষের বাস্তু ভিটে আদৌ থাকবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।বহু জমি তলিয়ে গিয়েছে।মানুষ বাস্তু হারা হলে কোথায় যাবে।আমরা বারে বারে প্রশাসনিক বিভিন্ন মহলে ভাঙন রোধের জন্য আবেদন করেছি। কিন্তু কোন কাজ হয় নি।তাই আজ বাধ্য হয়ে মানুষ পথে নেমেছে।"

ঝাড়গ্রামে হাতির হানা অব্যাহত

ঝাড়গ্রাম, ২৩ আগস্ট (হি.স.): ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ। তাই রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলা গুলিতে ঘুরে ফিরে খাবারের সন্ধান চালাচ্ছেন দলমার দামালেরা। জঙ্গলেও সে তুলনায় খাবার নেই তাই প্রায় দিন লোকালয়ে ঢুকে খাবার খুঁজছে দলমার দাঁতালেরা। খাবার না পেয়ে বাড়িঘর ভাঙ্গচুর চালাচ্ছে। পাশাপাশি জমির ফসলেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। এদিন রবিবার সকালে ঝাড়্গাম জেলার গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের ঝাটিয়াড়া গ্রামে একটি হাতি প্রবেশ করে। হাতি গ্রামে ঢুকেছে এই খবর পাশাপাশি গ্রামে ছড়িয়ে পড়তেই হাতি দেখতে ভিড় জমায় সাধারন মানুষজনেরা।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকালে একটি হাতি ওড়িশার দিক থেকে এরাজ্যের ঝাটিয়াড়া গ্রামে ঢুকে একটি বাড়িতে ভাঙ্গচুর চালিয়ে খাবারের সন্ধান চালায়। উল্লখ্য ঝাড়খন্ড, ওড়িশা সরকার তাদের রাজ্যে যাতে হাতিরা আর ফিরে যেতে না পারে তার জন্য বর্ডার এলাকায় পরিখা কেটে দিয়েছে। যার ফলে হাতিরা আর ফিরে যেতে পারে না। তাই জঙ্গলমহলের ঝাড়্গাম, মেদিনীপুর ও খড়্গাপুর ডিভিশনের জঙ্গল লাগুয়া গ্রাম গুলিতে হাতি গুলি ঘুরে ফিরে আসছে। ওদিকে বাসিন্দারা বনদফতরের উদাসিতার অভিযোগ তুলেছেন। বাসিন্দাদের অভিযোগ এলাকায় হাতি রয়েছে এই খবর দেওয়ার পরেও হাতি তাড়ানোর কোন ব্যাবস্থা করেনি। এবিষয়ে ঝাড়্গাম বনবিভাগের ডিএফও বাসব রাজ হোলচ্চি বলেন, 'ওই এলাকায় একটি হাতি রয়েছে। বনদফতরের কর্মীরা হাতিটির উপর নজর রেখেছে।।!

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সাইকেলে চালিয়ে আশ্রমিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের সমস্যার কথা শুনলেন পুলিশ সুপার

শান্তিনিকেতন, ২৩ আগস্ট (হি.স.): সাইকেলে চালিয়ে আশ্রমিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের সমস্যার কথা শুনলেন পুলিশ সুপার। রবিবার সকালে রীতিমতো আশ্রমিক কায়দায় পাঞ্জাবি পরে জেলা পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে সাইকেল নিয়ে রওনা দিলেন পুলিশকর্মীরা।গন্তব্য শান্তিনিকেতন এলাকায় কয়কব পুরুষ ধরে বসবাস করা প্রবীণ আশ্রমিকদের বাড়ি বাড়ি ঘোরা। তবে উল্লেখযোগ্য ভাবে বিশ্বভারতীতে পাঁচিল তোলা নিয়েই আশ্রমিকরা সকলেই একবাক্যে সোচ্চার হলেন। জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিং জানান, 'গত ১৯ তারিখ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে যে প্রশাসনিক বৈঠক হযেছিল। সেখানে শান্তিনিকেতন ঘিরে ফেলা অনেকেই সমস্যার কথা বলেছিলেন তা খতিয়ে দেখতে আজ আমরা আশ্রমিকদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি।'

বিশ্বভারতীর পৌষমেলার মাঠে পাঁচিল দেওয়া নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। উপাচার্যের নির্দেশে পাঁচিলের কাজ শুরু হয়ছিল। যেদিন সেই কাজ শুরু হয়, তার পরদিন সকালে বোলপুর-শান্তিনিকেতন এলাকার কয়েক হাজার মানুষ জমায়েত হয়ে বিশ্বভারতী জুড়ে রীতিমতো তাণ্ডব চালায়। ভাঙচুর করা হয় নির্মাণসামগ্রী সহ বিশ্বভারতীর অস্থায়ী ক্যাম্প অফিস ও পৌষমেলার গেট। ঘটনায় নেতৃত্ব দিতে দেখা যায় তৃণমূল বিধায়ক, কাউন্সিলরদের। ঘটনাটি শান্তিনিকেতন থানার কাছাকাছি ঘটলেও পুলিশের দেখা মেলেনি বলে অভিযোগ বিশ্বভারতীর। অন্যদিকে, একইভাবে শান্তিনিকেতনের প্রবীণ আশ্রমিকদের বাড়ির সামনে পাঁচিল দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। শান্তিনিকেতনকে অচলায়তনে পরিণত করা হচ্ছে, অভিযোগে বহু আশ্রমিকের।এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গত ১৯ আগস্ট জেলা প্রশাসনের ডাকা বৈঠকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ গরহাজির থাকলেও বহু আশ্রমিককে দেখা গিয়েছিল।যারা পাঁচিল তোলা নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দেন। এরপরেই নড়েচড়ে বসল বীরভূম জেলা পুলিশ।

এদিন শান্তিনিকেতন এলাকায় পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলা নিয়ে প্রবীণ আশ্রমিকদের মতামত জানতে শান্তিনিকেতন থানা থেকে সাইকেল নিয়েই রওনা দেন জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিং। ছিলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (বোলপুর) শিবপ্রসাদ পাত্র, বোলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিষেক রায় সহ অন্য পুলিশকর্মীরা। সকলের পরনে ছিল পাঞ্জাবি। পুলিশকর্মীরা আশ্রমিকদের বাড়ি বাড়ি যান ও তাঁদের মতামত শোনেন।

চা বাগান জবর দখল করার গুরুতর অভিযোগ

আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। চা বাগান জবর দখল করার গুরুতর অভিযোগ আনল সিআইটিইউ রাজ্য কমিটি। সংগঠনের তরফ থেকে রবিবার এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত ২১ শে আগস্ট মোহনপুর মহকুমার মেঘলিবন্ধ চা বাগান শঅসক দলের বিজেপি বিধায়ক বাগানটির দখল নেওয়ার উদ্দেশ্যে সেখান যান। গত কয়েক বছর যাবত ওই বাগানটি মালিক নিয়মিত না চালিয়ে আরেকজনকে ম্যানেজারের দায়িত্ব দেন। তিনি নিয়মিত কাজ চালাননি। শ্রমিকরা তখন নিজেরাই মালিকের সম্মতিক্রমে বাগান পরিচালনায় কমিটি করে কাজ চালিয়ে যান। পাতা তুলে ফ্যাক্টরিতে দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং বাগানের পরিচর্য্যার কাজও চালিয়ে যান। জীবিকা রক্ষায় রাজ্যে এ ধরনের ফেলে যাওয়া বাগান পরিচালনায় শ্রমিকরা দায়িত্ব নেও?ার আরও দৃষ্টান্ত অতীতে রয়েছে।

বাগান মালিকরা শ্রমিকদের মজুরি থেকে কেটে নেওয়া পিএফ এর টাকাও নিয়মিত জমা দেন না, মালিকের অংশও জমা না দেওয়ার ঘটনা আছে। সিআইটিইউ এই সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেও?ার দাবী আগে থেকেই পিএফ কমিশনারের নিকট জানিয়ে আসছেন। কিন্তু পিএফ কমিশনার তেমন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর কোথাও কোথাও বাগানের জায়গা অন্য কাজে হস্তান্তর অথবা জবর দখল করার ঘঠনার অভিযোগ আসছে। যা এল আর এ্যাক্ট অনুযায়ী সম্পূর্ণ বে আইনি।

সিআইটিইউ বিজেপি বিধায়ক কর্তৃক মেঘলিবন্ধ চা বাগান জবর দখল করারর অপচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছে। বাগান শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ধরনের ঘৃন্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ও জীবিকা রক্ষ্দ*য় প্রতিরোধে শামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

ভারতের

● প্রথম পাতার পর

দোভাল।এছাড়া উপস্থিত ছিলেন তিন বাহিনীর প্রধান।সিডিএস। বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে বর্তমান পরিস্থিতি অবগত করান সেনাপ্রধান।

মাধ্যম

● প্রথম পাতার পর

পুচ্ছ উন্মোচিত করে যখন নেচে ওঠে তা দেখে মুগ্ধ হন প্রধানমন্ত্রী। নিজেরে এই ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, স্তব্ধতার মাঝেও ভোর এল।মন ময়ূরময়।রঙে বিভোর প্রকৃতি
শ্যাম বাঁশি বাজিয়ে যায়।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে অক্ষয় কুমারকে দেওয়া এক অরাজনৈতিক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রীর আম প্রীতির কথা গোটা দেশবাসী জানতে পেরেছিল।

রবীন্দ্রনাথকে বহিরাগত ! বিরুদ্ধে সোচ্চার আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচায

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স.): উপাচার্যের বার্তালাপে রবীন্দ্রনাথকে বহিরাগত বলার পরেই তোলপাড় শুরু হয়েছে। এই ইস্যুতে উপাচার্যের সমালোচনা করে সোশ্যাল মিডিয়াতেও সোচ্চার হযেছে আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য। এবার তার বিরুদ্ধে মুখ খুললো বিশ্বভারতী।

শনিবার বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী লিখেছিলেন, "গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে বহিরাগত ছিলেন"। এই বক্তব্য সামনে আসার পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য ছবি দিয়ে তার বক্তব্য লেখা হয। তাতে লেখা হয় , "রবীন্দ্রনাথ বহিরাগত বললেন বিদ্যুৎ বাবু, তিনি নাকি বিশ্বভারতীর উপাচার্য! বিদ্যুৎ বাবু কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন আমি জানিনা। তবে তার কার্যকলাপ দেখে আমি স্থির নিশ্চিত তিনি রবীন্দ্র আদর্শের কিছুই জানেন না"।

বিকাশবাবুর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বভারতীর জনসংযোগ আধিকারিক অনির্বাণ সরকার জানিয়েছেন , "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বীরভূমের মানুষ নন, তিনি কলকাতা থেকে এসেছিলেন। তাই তাকে বীরভূমের ভূমিপুত্র বলা যায় না। কিন্তু বিকাশ বাবুর মতন একজন প্রথিতযশা আইনজীবী যেভাবে এমন একটি সাধারন বক্তব্যকে অপব্যাখ্যা করে বিতর্ক সৃষ্টি করছেন তা দুর্ভাগ্যজনক। যারা তাকে মতাদর্শগত ভাবে অনুসরণ করে তাদের পছন্দের প্রতি সংশয় রয়েছে"।

অন্যদিকে বহিরাগত ইস্যুতে উপাচার্যকে একহাত নিয়েছে অনুব্রত।এদিন বোলপুরে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "রবীন্দ্রনাথকে বহিরাগত বলা হলে শুধু ভারতবর্ষের মানুষ নয়, গোটা পৃথিবীর মানুষ হাসবে। উনি কেন এমন কথা বলছেন আমি জানিনা, কোনও সাধারন শিক্ষিত মানুষ এমন কথা বলতে পারে না। যারা পাগল তারাই এধরণের কথা বলে।"

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

করে গত ১১ জুলাই খেরেংজুরি এলাকার স্থানীয় জনগণ ওই এলাকায় ক্রেশার মেশিন বন্ধের দাবিতে লিখিত ভাবে ধর্মনগর মহকুমা আধিকারিক, কালাছড়া ব্লকের ভিডিও ও লক্ষীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে জানিয়ে ছিলেন।

কিন্তু আজ এক মাসেরও অধিক সময় অতিক্রান্ত। ওই এলাকায় ক্রেশার মেশিন বন্ধ করা তো দূরের কথা নতুন করে আরও দুটি ক্রেশার মেশিন বসানোর প্রস্তুতি চলছে। অবশেষে আজ নিরুপায় হয়ে খেরেংজুড়ি এলাকার জনগণ একত্রিত ভাবে ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক সংযোগি খেরেংজুরি-ধর্মনগর ভায়া লক্ষীনগর সড়কটি অবরোধ করে বসেন। সকাল ৯ টা থেকে স্থানীয়রা অবরোধ করলেও দুপুর পর্যন্ত স্থানীয় চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিক ঘটনাস্থলে আসেননি।দীর্ঘ সাড়ে তিন থেকে চার ঘণ্টা পর চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অবরোধকারী জনতার সাথে আলোচনায় বসলে কোনো সুরাহা দিতে পারেনি পুলিশ প্রশাসন। স্থানীয় পথ অবরোধকারীদের অভিযোগ, লক্ষীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের খেরেংজুড়ি এলাকাটি জনবহুল এলাকা। ওই এলাকায় কিছুদিন পূর্বে ৪ টি পাথর ভাঙার ক্রেশার মেশিন বসানোর ফলে স্থানীয়দের জীবনযাপন দুষ্কার্য হয়ে পড়েছে। মেশিনের বিকট শব্দ রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

ধুলোবালির কারণে ঘর ছাড়ার উপক্রম স্থানীয়দের। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া লাটে উঠেছে। ঠিকমতো স্কুল ও টিউশনে যেতে পারছেনা ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীরা।কেননা ঐসকল ক্রেশার মেশিনে পাথরের গাড়ি আসা যাওয়াতে রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পরাতে অনেক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, এমনটা স্থানীয়দের অভিযোগ। স্থানীয়রা আরো অভিযোগ করে বলেন, উনাদের জানা মতো জনবহুল এলাকায় এ সকল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাথর ভাঙ্গার ক্রেশার মেশিন বসানো বৈধ নয়। তাছাড়া মেশিন বসানো হলে পলিউশন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন রয়েছে। কি করে সংশ্লিষ্ট দপ্তর জনবহুল এলাকাতে পাথর ভাঙ্গার ক্রেশার মেশিন বসানোর পারমিশন দিলেন তানিয় একগুচ্ছ অভিযোগ করেন পথ অবরোধকারী স্থানীয় জনগণ। পথ অবরোধ কারীদের বক্তব্য,যতক্ষণ পর্যন্ত উনাদের সমস্যা নিরসন না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত উনাদের পথ অবরোধ চলবে।অবশেষে অবস্থা বেগতিক দেখে অবরোধ স্থলে ছুটে আসেন ধর্মনগর মহাকুমার ডিসিএম।

উনি ঘটনাস্থলে এসে অবরোধকারী জনগণের কাছ থেকে সবিস্তারে উনাদের বক্তব্য শুনে এক সপ্তাহের সময় চেয়ে নেন। এক সপ্তাহের ভিতরে উনি এ বিষয়টি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ক্রমে সু ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করলে উত্তেজিত অবরোধকারী জনতা উনার আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন। তবে দীর্ঘ ৪/৫ ঘন্টা পথ অবরোধের ফলে কিছুটা যাত্রী ও যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। পাশাপাশি এখন দেখার বিষয় খেরেংজুড়ি গ্রামের সাধারণ জনগণের সমস্যা নিরসনে কতটুকু তৎপর হয় প্রশাসন।

সোনিয়া

● প্রথম পাতার পর

কারও হাতে তুলে দেওয়া যায় কি না সে ব্যাপারে গুলাম নবি আজাদের সঙ্গে টেলিফোনে এক প্রস্থ আলোচনাও সেরে ফেলেছেন সনিয়া।

গত বছর লোকসভা নির্বাচনে পরাজয়ের দায় নিয়ে কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে সরে দাঁড়ান রাহুল গান্ধী। তারপর দলের অন্তর্বর্তিকালীন সভাপতির দায়িত্ব নেন সনিয়া। ঠিক ছিল, নয়া সভাপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব সামলাবেন সনিয়া। কিন্তু অন্তর্বর্তিকালীন সভাপতি হিসেবে সনিয়ার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত সভাপতি নির্বাচন করে উঠতে পারেনি কংগ্রেস। তা নিয়ে গত কয়েক মাস ধরেই দলের মধ্যে অসন্তোষ জমা হচ্ছিল। প্রকাশ্যে তা নিয়ে মন্তব্যও করতে দেখা যায় একাধিক নেতাকে।

তার মধ্যেই কপিল সিব্বল, শশী তারুর, গুলাম নবি আজাদ, পৃথ্বীরাজ চৌহান, বিবেক তনখা, আনন্দ শর্মা, মণীশ তিওয়ারি, রাজ বব্বর, অরবিন্দ্র সিংহ লাভলি সন্দীপ দীক্ষিত-সহ দলের শীর্ষস্থানীয় ২৩ জন কংগ্রেস নেতা সম্প্রতি সনিয়া গান্ধীকে চিঠি লেখেন। তাতে বলা হয়, সকলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবেন, বিপদে আপদে সকলের পাশে থাকবেন এবং ২৪ ঘণ্টা দলের মুখ হিসেবে যাঁকে তুলে ধরা যায়, এমন কাউকে পূর্ণমেয়াদের জন্য সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করা হোক।

সিপিএমের

● প্রথম পাতার পর

চলিত পরিস্থিতিতে গরিব অংশের মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন বলেও তারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন।

কেন্দ্রীয় সরকারকে সময় উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তারা জোরালো দাবি জানিয়েছেন।কেন্দ্রীয় সরকার যাতে গরিব মানুষের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেজন্য দেশজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটি। কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজ্য আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। শুভ রাজধানী আগরতলা শহরে নয় এরপর সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ১৬দফা দাবিতে রবিবার আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়। আন্দোলনে সিপিআইএমের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ শমিল হন। আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনবসতি নীতির বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি ।

একজনের

● প্রথম পাতার পর

উত্তর ত্রিপুরায় ১৫জন, ধলাইতে ১৪ জন, খোয়াইতে ৯ জন, পশ্চিম ত্রিপুরায় ৮৩ জন, সিপাহীজলায় ৫৯ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা ৬ জন এবং গোমতী জেলায় ৮ জন কোভিড-১৯ পজেটিভ রয়েছেন। এদিকে এদিন করোনায় আক্রান্ত হয়ে পশ্চিম জেলায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি হোম আইসোলেশনে ছিলেন।

জেল

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করেছিল। আদালত থেকে তাকে জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। জেলে নিয়ে যাওয়ার সময় তার ডাক্তারী পরীক্ষা করা হয়েছিল। কিছুটা অসুস্থ ছিল। তাকে ওষুধপত্রও দেওয়া হয়। তারপর জেলে নিয়ে য্যায়ার পর সে আরও াসুস্থ হয়ে পড়ে। সাথে সাথেই তাকে শনিবার হাসপানতলে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

চোর

● প্রথম পাতার পর

কামাল হোসেনের বাড়িতে হানা দিয়ে দুটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে একটি কদমতলা হাসপাতাল চত্বর থেকে চুরি যাওয়া বাইক। অপর বাইকটি কার সে সম্পর্কে অবশ্য বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। কদমতলা থানার পুলিশের এই সাফল্যে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ জন।

সামাজিক মাধ্যম

পাচের পাতার পর

সামাজিক মাধ্যমে। রবিবাসরীয় সকালে নিজের টুইটার থেকে একটি ভিডিও পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেখানে দেখা যাচ্ছে যে তিনি ময়ূরকে দানা খাওয়াচ্ছেন।এক মিনিট ৪৭ সেকেন্ডের এই ভিডিওতে বাঁশি এবং সেতার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে বেজেছে। ময়ূরের সঙ্গে হাঁটা এবং ময়ূরের পুচ্ছ উন্মোচিত করে যখন নেচে ওঠে তা দেখে মুগ্ধ হন প্রধানমন্ত্রী। নিজেরে এই ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, স্তব্ধতার মাঝেও ভোর এল।মন ময়ূরময়।রঙে বিভোর প্রকৃতি
শ্যাম বাঁশি বাজিয়ে যায়।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে অক্ষয় কুমারকে দেওয়া এক অরাজনৈতিক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রীর আম প্রীতির কথা গোটা দেশবাসী জানতে পেরেছিল।

রাজ্যব্যাপী

● প্রথম পাতার পর

কমিটির সহ সম্পাদক অঘোর দেববর্মা সহ কেন্দ্রীয় এবং বিভাগীয় কমিটির অন্যান্য নেতৃত্বরা। এই দাবি দিবসের প্রথমেই পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে জনসভার সূচনা করেন নেতৃত্বরা। এইদন তেলিয়ামুড়া ডিভিশন কমিটি থেকে হাজারের ওপর কর্মীসমর্থকরা উৎসাহের সহিত উপস্থিত ছিলেন। এদিন এই দাবির দিবসে উপস্থিত থেকে বনমন্ত্রীর মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন প্রত্যেক বছড ২৩শে আগস্ট এই দাবি দিবসটি ঘটনা করে পালন করা হয়। তবে এবার করুণা প্যানডেমিক এর ফলে ছোট আকারে রাজ্যের ৪২টি জায়গায় এ দাবি দিবস উদযাপন করা হয়। তিনি আরো বলেন দাবি দিবসকে সামনে রেখে যে জন জমায়েত হয়েছে তা আগামী এডিসি নির্বাচনে কিছউটা হলে ইঙ্গিত বহন করে। যেহেতু সামনে এডিসি নির্বাচন রাজ্যের জনজাতিরা আইপিএফটি দলের উপরই ভরসা রাখছে। রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন দল ত্যাগ করে আইপিএফটি তে যোগদান করছে। আজও তুই কর্মা এডিসি ভিলেজের ১২ পরিবারের ২৬ জন ভোটার বিভিন্ন দল ত্যাগ করে আইপিএফটি পতাকা তলে শামিল হয়েছে। তাদের স্বাগত জানান মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। চড়িলাম ঃ প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও আইপিএফটি বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশন এর উদ্যোগে ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি দিবস উদযাপন করা হয় বিশ্রামগঞ্জ এর পাতালিয়াঘাট খেলার মাঠে। বিশাল সমাবেশের মধ্য দিয়ে পতাকা উত্তোলন করেন পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি তথা রাজস্ব ও মৎস দপ্তরের মন্ত্রী এনসি দেববর্মা। স্বাগত ভাষণ রাখেন যুব আইপিএফটির কেন্দ্রীয় সহকারী-সাধারণ সম্পাদক পৌষরাই দেববর্মা।

উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহকারী সম্পাদক তথা ডিভিশন সম্পাদক রামমোহন দেববর্মা, কেন্দ্রীয় সহকারী সাধারণ সম্পাদক জিতেন দেববর্মা, ছাত্র সংগঠন আতিশার কেন্দ্রীয় ভাইস- প্রেসিডেন্ট বিশ্রাম দেববর্মা, যুব আইপিএফটির কেন্দ্রীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট নিকেন্দ্র দেববর্মা, কেন্দ্রীয় সদস্য শান্তি দেববর্মা, আইপিএফটি সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মফিজ মিয়া প্রমূখ। আইপিএফটি কেন্দ্রীয় সভাপতি তথা রাজস্ব ও মৎস দপ্তরের মন্ত্রী এনসি দেববর্মা বলেন ২৩ আগস্ট উপজাতিদের ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি দিবস। আজ ১২ তম ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি দিবস উদযাপন করা হচ্ছে।

বিশাল সমাবেশে কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে মন্ত্রী এনসি দেববর্মা বলেন আইপিএফটি উপজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একটি সংগঠন। উপজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই সংগঠন। প্রতি বৎসর রাজ্য ভিত্তিক ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি দিবস কেন্দ্রীয়ভাবে এডিসির সদর দপ্তর খুমুলুংগে পালন করা হয়েছিল। কিন্তু করোনা মহামারীর কারণে এই বৎসর রাজ্যের ২৩টি ডিভিশন কমিটির উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকারকে পরাস্ত করে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আড়াই বছরের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা রিজাভ ফরেস্ট এর জায়গা থেকে উপজাতিদের পাট্টা প্রদান করা হচ্ছে। খাস জায়গার অ্যালটমেন্ট প্রদান করা হচ্ছে। উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য এডিসি এলাকায় টাউন কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বশাসিত জেলা পরিষদের ২৮ টি আসন থেকে ৫০ টি আসন করা হচ্ছে। টি টি এ এ ডি সিকে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল পরিণত করা হচ্ছে। এই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে সকল অংশের মানুষের সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইপিএফটি বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশন এর সভাপতি ভরত দেববর্মা।

কাঞ্চনপুর ঃ আজ তেইশে আগস্ট কাঞ্চনপুর মহাকুমা ভিত্তিক আই পি এফ টি দলের তরফ থেকে গছি রামপাড়া বাজারের পাশে মাঠের মধ্যে ১২ তম এডিসি দিবস পালন করেন। উপস্থিত ছিলেন প্রেমকুমার রিয়াং ৬০ নং এসটি সিটের বিধায়ক তথা আই পি এফ টি দলের রাজ্য কমিটির সহ-সম্পাদক। জিরেন্দ্র রিয়াং দশদা আর ডি ব্লক চেয়ারপারসন। দিবস পালন করতে গিয়ে সভায় এডিসি ইলেকশন সামনে রেখে পাহাড়ের বিরোধীদল ভেঙ্গে আইপিএফটি দলে যোগদান করেন। সিপিএম ও কংগ্রেস দল ত্যগ কালাপানি ,ভান্ডারী মা , দক্ষিণ তৈসামা , তিনটি এডিসি ভিলেজ। থেকে ৭৩ পরিবার ১৯৮ ভোটার আই পি এফ টি দলে যোগদান করেন আজ। বক্তারা বলেন এডিসি এলাকায় পাহারী দের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হবে। ত্রিপুরা ল্যান্ড এর জন্য আন্দোলন জোরদার করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন। বিধায়ক উনি আজ দুইটি এডিসি দিবস পালন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। লঙ্গাই ভ্যালি খেদাছড়া ও গছি রামপাড়া লঙ্গাই ভেলি সভায় বিজেপি ও কংগ্রেস , সিপিএম দল ত্যাগ করে। ৪২ পরিবার ১০৯ ভোটার আইপিএফটি দলে যোগদান করেন।

খোয়াই ঃ নেই মাস্ক নেই সামাজিক দূরত্ব করোনা মহামারীতে সরকারি নিয়ম-নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে ঘটা করে হাজারো লুক নিয়ে ১২ তম ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি দিবস পালন করল রাজ্য সরকারের শরিক দল আইপিএফটি সভাটি হবার পর নানান অভিজ্ঞ মহল থেকে ওঠে আসছে নানান প্রশ্ন আর প্রশ্ন উঠবেই না কেন ১৫ ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস যে দিনটিকে খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর ময়দানে তারের মধ্য দিয়ে ধুমধাম করে পালন করা হতো সেই অনুষ্ঠানটি পর্যন্ত করুণা মহামারীর কারণে বানচাল করে খুবই ক্ষুদ্র আকারে পালন করা হয় কেননা লোকসমাগম এর ফলে মারণ ভাইরাস করুণা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে যার প্রধান অতিথি ছিলেন খোদ বনমন্ত্রী তাহলে কি করে মন্ত্রী বাবু নিজের দলীয় সভায় সরকারি নিয়ম নীতি কে উপেক্ষা করে হাজারো লোকের সমাগম এর মধ্য দিয়ে দলীয় সভা করেন তাহলে কি স্বাধীনতা দিবসের চেয়েও দলীয় সভায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল নাকি আইন শুধুমাত্র সাধারন নাগরিকদের জন্য নেতা মন্ত্রীদের জন্য কি কোন আইন নেই নাকি দলীয় সভা করলে করুনার বিস্তার লাভ হয় না এমনটাই প্রশ্ন উঠে আসছে বিভিন্ন মহল ও খোয়াই বাসীর পক্ষ থেকে।

রেলওয়ে

● প্রথম পাতার পর

আগ্রহী ব্যবসায়ী/ কৃষক/ গ্রহক এবং সেই সঙ্গে সরকারি সংস্থা/দফতরও সংশ্লিষ্ট স্টেশন ম্যানেজার বা বাণিজ্যিক দফতরের যে-কোনও কর্মকর্তার সঙ্গে যাগোযাগে করতে পারেন।

কেউ যদি বিভিন্ন জায়গায় কনসাইনমেন্ট পাঠাতে চান, তাহলে তাঁরাও কেন্দ্রীভূত হেল্পলাইন নম্বর ১৩৮ বা ১৩৯-এ ফোন করে এই পার্সেল ট্রেনগুলারে সুবিধা গ্রহণ করতে পাবেন। মাল পাঠানারে ব্যাপারে কোনও ধরনের সহায়তার প্রয়োজন হলে লামডিং ডিভিশনের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক্তিয়ার-ভুক্ত বিভিন্ন অংশে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল বহু পার্সেল ট্রেন চালিয়েছে। যেগুলাতে করে আবশ্যিক পণ্য ও ওষুধপত্র আনা-নেওয়া করা হয়েছে। কম সময়ে ও কম খরচে মাল পাঠানো যায় বলে এই পার্সেল ট্রেনগুলো খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

কুখ্যাৎ চোর

আটের পাতার পর

ঘটনায় গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে বলে পশ্চিম থানার ওসি জানিয়েছেন।

ডিসির হস্তক্ষেপ দাবি

আটের পাতার পর

কোনও গ্রামের সরকারি কাজের সূচনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় বিধায়ক ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টা প্রত্যাশিত হলেও সয়েল কনজারভেশন বিভাগের এ ধরনের কোনও কার্যসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁদের কখনও জানানো হয়নি। মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী এবং দ্বীপন রায় বলেন, প্রায় দু বছর থেকে তাঁরা নির্বাচিত জিপি সভাপতি থাকলেও, জানেন না ওই বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই বিভাগের কার্যসূচির সঠিক বাস্তবায়নে জেলাশাসকের দৃষ্টি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তাঁরা। আরটিআই আবেদনের নিয়মানুসারে নির্ধারিত সময় অপেক্ষা করে সঠিক তথ্য না পেলে যাবতীয় বিষয়গুলো নিয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্ত হবেন বলেও স্পষ্ট জানিয়েছেন আরটিআই কর্মী বনস্পতি গোস্বামী।

ক্রীড়াঙ্গন

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ধোনি অবসর নেওয়ায় দেশ কেন হতাশ

আর কে সিনহা

গত ১৫ আগস্ট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ধোনি সন্ন্যাস নেওয়ায় কোটি কোটি ক্রিকেট প্রেমীদের পাশাপাশি দুঃখিত হয়ে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। ধোনি প্রসিদ্ধ কোনও মহানগরের বাসিন্দা নন, অথবা গুরুত্বপূর্ণ পরিবারের সদস্য নন। তা সত্বেও, ধোনি যা কিছু অর্জন করেছেন তা কেউ স্বপ্নেও আশা করেন না। তাঁর অধিনায়কত্বে ভারত ধারাবাহিকভাবে ক্রিকেটের শিখর ছুঁয়েছে। আসলে, জয় হোক অথবা পরাজয়, দুই ক্ষেত্রেই সর্বদা নির্বিকার থাকা ধোনিকে অন্যান্য অধিনায়কের থেকে আলাদা করে তুলেছে। কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি আরও উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। তখনও তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্বাস দেখা যায়। আপনারা হয়তো এই বিষয়টি নিশ্চয়ই দেখেছেন অথবা অনুভব করছেন, ধোনির নেতৃত্বে ভারত বড় চ্যাম্পিয়নশিপে জিতলে

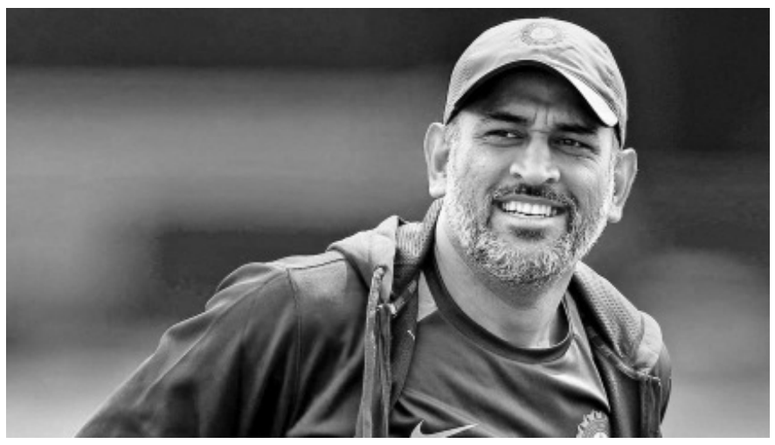

তাঁকে সেখানে কখনই দেখা যায় না। অথবা খেলোয়াড়রা যখন গ্রুপ ছবি তোলেন সেখানেও পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় ধোনিকে। এটা ধোনির নিজস্ব স্টাইল। ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা অবশ্যই ভালো কিছু করেছেন, আর সে জন্যই ধোনির মতো দুর্দান্ত অধিনায়ক এবং ব্যাটসম্যান মিলেছে। ধোনির জীবন বর্তমানের গুরু এবং শিক্ষার্থীদের কাছেও আদর্শ হয়ে উঠেছে। নেতৃত্ব দেওয়ার অসাধারণ গুন রয়েছে ধোনির মধ্যে। সর্বদা শান্ত থাকা এবং প্রয়োজনের সময় রণক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ধোনির অনন্য বৈশিষ্ট্য। রাঁচির একটি সাধারণ পরিবারের সদস্য ধোনি, যখন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন, তখন বোঝাই যায় তিনি প্রকৃতির দেওয়া অসাধারণ গুণে পরিপূর্ণ। ইংরেজি ও হিন্দিতে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কঠিন থেকে কঠিনতম প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি। উত্তর সর্বদা সংক্ষিপ্ত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে কোনও সাংবাদিক তাঁকে হালকা প্রশ্ন করার সাহস দেখান না, এটাই হলেন ধোনি। পাশাপাশি তিনি অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র। আমি নিজে দিল্লি এবং রাঁচি বিমানবন্দরে নিজের প্রবীণ আত্মীয়দের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দেখেছি। তিনি একজন বিরাট মাপের সেলিব্রিটি, ধোনির সঙ্গে বেশ কয়েকবার রাঁচি থেকে দিল্লি এবং মুম্বই যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। ঘটনাচক্রে আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম। আমি অনুভব করেছি, তিনি খুব নম্র ভাবে কথা বলেন। ধোনির বাবা পান সিং চাকরির সন্ধানে উত্তরাখন্ড থেকে রাঁচিতে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে সপরিবারে রাঁচির পশ এলাকায় হারমু হাউসিং কলোনিতে থাকেন ধোনি। তিনি দিল্লি অথবা মুম্বইয়ে যাননি। এজন্যই তো ঝাড়খন্ড এবং রাঁচির জনগণ ''মাহি ভাইয়া''-র জন্য সমস্ত কিছু করতে প্রস্তুত।

কথায় আছে সফলতা এবং সংঘর্ষের সময়ের বন্ধু ভিন্ন ধরনের হয়। কিন্তু, নিজের শৈশব এবং সংঘর্ষের সময়ের বন্ধুদের কখনও ভোলেননি ধোনি। তিনি নিজের ঝাড়খণ্ডের পুরানো বন্ধুদের সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সহায়তার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। যাঁদের দ্বারা তিনি অপমানিত হয়েছিলেন তাঁদেরও মনে রাখতেন ধোনি। একটা সময় তিনি সেই মেকান টিমের হয়ে খেলতেন, যেই কোম্পানিতে তাঁর বাবা কাজ করতেন। সেখান থেকে তিনি কিছুটা সাম্মানিক পেতেন। তবে মেকান সেই সময় তখন চাকরি যাতে অস্বীকার করেছিল। সময় বদলে যায়। ধোনি লাগাতার সফলতা পেতেই থাকেন। তিনি ভারতীয় রেখে টি টি ই-র চাকরি করেন। পরে সেই চাকরিও ছেড়ে দেন। এরপর মেকানের পক্ষ থেকে ধোনিকে বড় পদমর্যাদা এবং ভালো বেতনের চাকরির জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রস্তাব অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ধোনি।

ভরপুর আবেগ ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ক্রিকেট ময়দানে নামতেন ধোনি। ভাগ্যও সত্যিই তাঁর সঙ্গে ছিল। এই কারণেই সম্ভবত লাগাতার সাফল্য পেয়েছিলেন তিনি। ধোনি এমন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, যা এখন পর্যন্ত বিশ্বের কোনও অধিনায়ক করতে পারেননি। তিনি আইসিসি-র তিনটি টুর্নামেন্ট বিশ্বকাপ, টোয়েন্টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী প্রথম অধিনায়ক হয়েছিলেন। ধোনি কখনই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেননি। এজন্যই ঝুঁকি নেওয়া থেকে তিনি কখনও পিছপা হয় না। ২০০৮ সালের বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা মনে করুন। পাকিস্তানের বিপক্ষে ফাইনাল ম্যাচ। তিনি জোগিন্দর শর্মাকে নির্ণায়ক অন্তিম ওভারে বল করতে দিয়েছিলেন। মিসবাহ-উল-হককে আউট করে সকলকে চমকে দিয়েছিলেন জোগিন্দর শর্মা। ধোনির রণনীতি সফল হয়েছিল এবং ভারত প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল। ধোনি এমন অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যেগুলি প্রথমে ভুল মনে হয়েছিল। কখনও কখনও মনে হয় ধোনি তাঁর জীবনের সঙ্গে এই গীতার জ্ঞানটি আত্মস্ত করেছিলেন, ''কাজ করে যান, ফলের আশা করবেন না।'' আপনি যদি পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কর্ম করেন তাহলে ফল অবশ্যই পাবেন।

সকলেই জানেন, ধোনি ঝাড়খণ্ড থেকে এসেছেন, ক্রিকেটের সঙ্গে যেই রাজ্যের বিশেষ কোনও সম্পর্ক নেই।

তা সত্ত্বেও ধোনি যে উচ্চতায় পৌঁছেছেন এবং টিম ইন্ডিয়াকে যে স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন, এরপর স্থায়ীভাবে ভারতের সেরা ক্রিকেটারদের তালিকায় নিজের জায়গা সুরক্ষিতও করেছেন। আপনাদের কী মনে পড়ছে, যখন কোনও খেলোয়াড় অবসর নেওয়ার পর সেই খেলোয়াড়কে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী চিঠি লিখেছেন অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ধোনিকে একটি আবেগাপ্লুত চিঠি লিখেছেন। ধোনিকে লেখে চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, ক্রিকেট থেকে আপনি অবসর নেওয়ায় ১৩০ কোটি দেশবাসী সত্যিই হতাশ, তবে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। কারণ ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য আপনি যা করেছেন, তা অভূতপূর্ব। নিঃসন্দেহে দেশবাসীর আবেগের সঙ্গে ধোনিকে অবগত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসীর হৃদয়ে সর্বদা থাকবেন ধোনি। তাঁর কাছে এখন প্রত্যাশা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এবং সমাজসেবায় তিনি সক্রিয় হবেন।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

ধোনিকে অবসরের চাপ নয়

লন্ডন।। ধোনিকে অবসরের জন্য চাপ দেওয়া ঠিক হবে না বলে মনে করেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক নাসের হুসেইন।২০১৯ বিশ্বকাপের পর থেকেই মহেন্দ্র সিং ধোনির অবসর নিয়ে আলোচনা। বিশ্বকাপের ম্যাচগুলোয় দলের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাট করতে পারেননি বলে 'মিস্টার কুল'কে নিয়ে সমালোচনা তো ছিলই। বিশ্বকাপ শেষ হতেই প্রশ্ন, ধোনি কি অবসরে নিতে যাচ্ছেন?

এই প্রসঙ্গে ধোনি নিজে মুখ ফুটে কখনোই কিছু বলেননি। আবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও সরাসরি কিছু জানায়নি। ধোনি অবসর নেবেন কিনা, তা ভবিষ্যতেই দেখা যাবে। তবে তাঁর মতো কিংবদন্তি ক্রিকেটারকে অবসরের জন্য চাপ দেওয়া ঠিক হবে না বলে জানিয়েছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক নাসের হুসেইন।

ভারতের জার্সিতে ধোনি শেষ ম্যাচটি খেলেছিলেন বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। এর পরে আর ভারতীয় দলে বিবেচনায় আসেননি বিশ্বকাপ জয়ী এই অধিনায়ক। ভারতীয় ক্রিকেটের অনেকেই তাঁর শেষও দেখে ফেলেছেন। কিন্তু অবসর নিলেই তো চুকে গেল অন্যতম সেরা এক অধিনায়কের ক্রিকেট অধ্যায়। তাঁর মতো ক্রিকেটার সব সময় পাওয়া যাবে না বলে মনে করিয়ে দিয়েছেন নাসের হুসেইন ,' ধোনি একবার বিদায় নিলে তো আর ফিরে আসার সুযোগ নেই। ধোনিকে দ্রুত অবসরের দিকে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়। তাঁর মানসিক অবস্থা একমাত্র তিনিই জানেন।' তবে ধোনির দলে থাকা না থাকার বিষয়টি যে নির্বাচকদের হাতে, সেটিও স্বীকার মেনে নিয়েছেন হুসেইন।

প্রায় ৮ মাস হল জাতীয় দলের জার্সি গায়ে খেলতে পারেননি ধোনি। এখন তাঁর জাতীয় দলে ফেরাটা সহজ হবে না বলে মনে করেন ভারতীয় ক্রিকেটের সাবেক দুই তারকা সুনীল গাভাস্কার ও কপিল দেব। তবে ধোনির এখনো অনেক কিছু দেওয়ার বাকি আছে বলে মনে করেন হুসেইন, 'ধোনি কি এখনো ভারতীয় দলে জায়গা পেতে পারেন? বোর্ডের পক্ষ থেকে কাউকে বিষয়টির আবেদন তোলা উচিত। তবে আমি ধোনিকে যা দেখেছি , সে এখনো ভারতীয় দলে খেলার যোগ্য।'

দুয়ারে দুয়ারে খাবার পৌঁছে দেবেন তিনি

করোনাভাইরাসের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি অভাবে পড়েছেন স্বল্প আয়ের মানুষ। কারও চাকরি চলে গেছে, কারও বেতন কাটা যাচ্ছে, কেউ বা পড়েছেন প্রয়োজনীয় খাবারের অভাবে। এই ভুগতে থাকা মানুষের সাহায্যেই এগিয়ে আসছেন অস্ট্রেলিয়ার বিতর্কিত টেনিস তারকা নিক কিরিওস।যত শিরোনাম তাঁকে হয়, তার বেশিরভাগেই থাকে বিতর্ক। তাঁর মনোজগতেই সম্ভবত এমন কিছুটা আছে, যেটা বিতর্কের দিকে তাঁকে টেনে নেয়। কখনো প্রতিপক্ষকে উল্টোপাল্টা বলছেন, তো কখনো তাঁর ভাষাগত আক্রমণ থেকে রেহাই পাচ্ছেন না আম্পায়ারও। গত সেপ্টেম্বরে তো টেনিস থেকে স্থগিত নিষেধাজ্ঞাও পেয়েছেন। এমনই অবস্থা যে, ক্যারিয়ারে কখনো কোনো গ্র্যান্ড স্লামের সেমিফাইনালে খেলতে না পারলেও নিক কিরিওস বিশ্বজুড়ে আলোচিত - অথবা সমালোচিত - এতসব বিতর্কের কারণে।

টেনিস কোর্টের সেই সমালোচিত কিরিওসই জীবনের কোর্টে দেখা দিচ্ছেন অন্য চেহারায়! যেখানে জীবন ডাকছে অন্য জীবের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে। করোনাভাইরাসের ত্রাসে স্তব্ধ হয়ে গেছে বিশ্ব। থমকে গেছে জীবন, থেমে যাচ্ছে জীবিকাও। কিরিওস তাই তো মানবিকতার ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছেন দুস্থদের সহায়তা করতে। ক্ষুধার্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিজেই দিয়ে আসবেন খাবার২৪ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ান টেনিস খেলোয়াড় এমন ঘোষণাই দিয়েছেন ইনস্টাগ্রামে।

মানবিকতার ডাকে সাড়া দেওয়ার ঘটনা অবশ্য এবারই প্রথম নয় কিরিওসের জন্য। গত জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার ভয়ঙ্কর দাবানলে যখন মানুষ, পশুপাখি পুড়ে মরেছে তখন ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে দাড়িয়েছিলেন ক্যানবেরার এই খেলোয়াড়। এটিপি কাপে প্রতিটি এইসের জন্য ২০০ ডলার দিয়েছেন, যেটা অস্ট্রেলিয়ান ওপেন পর্যন্ত চালু রেখেছিলেন। এবার করোনাভাইরাসে আয়হীন হয়ে পড়া, খাবারের অভাবে ভোগা মানুষের কথা ভেবে হাতে নিয়েছেন নতুন উদ্যোগ।

অসহায়দের উদ্দেশ্যে ইনস্টাগ্রামে কিরিওস লিখেছেন, 'যদি কেউ কাজ করতে না পারেন, আয়ের সুযোগ না পান, যদি কারও খাবার ফুরিয়ে যায় বা সব মিলিয়ে কঠিন সময়ে পড়ে যান... দয়া করে কেউ খালি পেটে ঘুমাতে যাবেন না। আমাকে ব্যক্তিগত খুদেবার্তা পাঠাতে কেউ বিব্রতবোধ করবেন না বা ভয় পাবেন না।

এখন যে স্বপ্ন দেখছেন পাকিস্তান অধিনায়ক

লন্ডন।। এক দিন মহামারি থেমে যাবে। পৃথিবী শান্ত হবে। আবার শুরু হবে খেলা। অদূর সেই ভবিষ্যতে কী হবে, সেই স্বপ্ন দেখছেন পাকিস্তানের টেস্ট দলের অধিনায়ক আজহার আলী। হারিয়ে ফেলা টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর স্থানটা আবার ফিরে পাবে পাকিস্তান-এটাই আজহারের স্বপ্ন।

করোনার থাবায় স্তব্ধ হয়ে গেছে ক্রীড়া বিশ্ব। অলিম্পিক গেমস, ইউরো, কোপা আমেরিকা পিছিয়ে গেছে এক বছর। বিভিন্ন দেশের ফুটবল লিগ স্থগিত হয়ে আছে। ক্রিকেটও এর বাইরে নয়। থমকে গেছে ক্রিকেট দুনিয়াও। আইপিএল স্থগিত, এবার আর হবে কি না তা নিয়েই আছে সংশয়। স্থগিত হয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশ সফর।

পাকিস্তানের খেলাও থমকে আছে। এ মাসেই পাকিস্তান সফরে দুই টেস্ট সিরিজের শেষ ম্যাচ ও একটি ওয়ানডে খেলতে যাওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ দলের। আপাতত সেটা আর হচ্ছে না।

খেলা নেই তো কী, স্বপ্ন দেখতে তো আর মানা নেই! আজহার আলী তাই ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে যাচ্ছেন। যেদিন অশান্ত পরিবেশ শেষ হয়ে পৃথবী শান্ত হবে, শুরু হবে খেলা; সেই সব দিনের স্বপ্ন দেখছেন আজার আলী। এখন তো আর স্বাভাবিক সময় নয়, তাই সামনাসামনি হয়ে কারও কাছে স্বপ্নের কথা বলাও যায় না। পাকিস্তানের টেস্ট অধিনায়ক নিজের সেই স্বপ্নের কথা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন ভিডিও চ্যাটে। আজহার বলেছেন, 'আমার পরিকল্পনা হচ্ছে ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলা। লক্ষ্য হচ্ছে নিজেদেরকে অন্যতম সেরা টেস্ট দল প্রমাণ করা। আর এর জন্য নিজেদের ও প্রতিপক্ষের মাঠে অসাধারণ খেলতে হবে।'

আগামী জুলাইয়ে ইংল্যান্ডের মাঠে টেস্ট সিরিজ খেলার কথা পাকিস্তানের। এ বছর দলটির টেস্ট সিরিজ আছে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেও। কিন্তু দুটি সিরিজের একটিও আপাতত হবে কি না তা নিয়ে সংশয় আছে। যদি সিরিজ দুটি হয়ই তাহলে পাকিস্তান কী করতে চায় সেটাও বলেছেন আজহার, 'ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে আমরা নিজেদের শক্তি আর লড়াকু মনোভাবটা দেখাতে চাই। এ দুটি সিরিজে ভালো করতে চাই। তাহলে এক নম্বরের দিকে একটু এগিয়ে যেতে পারব।'

২০১৬ সালে মিসবাহ-উল হকের নেতৃত্বে পাকিস্তান টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর দল হয়েছিল। সেই মিসবাহ এখন পাকিস্তানের কোচ ও প্রধান নিবার্চক। তবে এবার দলকে এক নম্বরে নিয়ে যাওয়ার কাজটা তাঁর জন্য কঠিনই। এই মুহূর্তে ৮৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের সপ্তম স্থানে আছে মিসবাহ-আজহারের দল। আর এক নম্বরে থাকা ভারতের রেটিং পয়েন্ট ১১০।

৫০০০ মানুষকে এক মাস খাওয়াবেন তিনি

লন্ডন।। করোনাভাইরাসের বিপক্ষে লড়াইয়ে দেশের অভাবী মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন শচীন টেন্ডুলকার। কিছুদিন আগে সাহায্য করেছিলেন ৫০ লাখ রুপি দিয়ে। এবার নিলেন আরেক পদক্ষেপ যে যেভাবে পারছেন, করোনাভাইরাসের বিপক্ষে লড়াই করে যাচ্ছেন। পিছিয়ে নেই শচীন টেন্ডুলকারও।

কিছুদিন আগেই সাহায্য করেছিলেন পঞ্চাশ লাখ রুপি দিয়ে। তবে করোনার বিপক্ষে লড়াইয়ে নিজের এই অবদানকে যথেষ্ট মনে করেননি ভারতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ এই ব্যাটসম্যান। পাঁচ হাজার দরিদ্র মানুষকে এক মাসের জন্য খাবার-দাবার সরবরাহ করবেন তিনি। আর এই কাজ তিনি করছেন ভারতের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'আপনালয়' এর মাধ্যমে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শচীনের এই মহানুভবতার কথা জানিয়েছে আপনালয়। টুইটারে তারা জানিয়েছে, 'শচীন টেন্ডুলকারকে ধন্যবাদ। এই লকডাউনের সময় যেসব দরিদ্র মানুষেরা সবচেয়ে বেশি কষ্টে আছে, তাঁদের সহায়তা করার জন্য আপনালয়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। সংকটকালীন এই সময়ে তিনি প্রায় পাঁচ হাজার মানুষকে এক মাস ধরে খাওয়াবেন।'

অভাবী মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য শচীন টেন্ডুলকার আপনালয়কেও প্রশংসায় ভাসান। এখন পর্যন্ত একমাত্র ক্রীড়াবিদ হিসেবে ভারতের ইতিহাসে ভারতরত্ন খেতাব পাওয়া এই তারকা আপনালয়ের টুইটের রিপ্লাইয়ে লিখেন, 'দুঃখী ও দরিদ্র মানুষকে সেবা দেওয়ার কাজ অব্যাহত রাখার জন্য আপনালয়কে শুভেচ্ছা জানাই। ভালো কাজ চালিয়ে যাও তোমরা।' টেন্ডুলকার এর আগে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ২৫ লাখ রুপি করে অনুদান দেন। জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ১৬ লাখ ৯৬ হাজার ১৩৯ জন। ওদিকে এনডিটিভি জানিয়েছে, ভারতে এ পর্যন্ত ২০৬ জন মারা গেছেন, মোট শনাক্ত রোগী ৬৭৬১ জন।

রায়নার স্ত্রীও চুল কাটলেন

লন্ডন।। ঘরের বাইরে যাওয়া বারণ। কিন্তু সে নিয়মকে তোয়াক্কা করবে কেন কারও চুল-দাঁড়ি! প্রকৃতির নিয়ম মেনে সময় যত গড়ায়, বড় হতে থাকে চুল, দাঁড়ি আর গোফ! কিন্তু পছন্দের নরসুন্দরের কাছে গিয়ে তা কাটার কোনো উপায় এই মুহূর্তে নেই। করোনাভাইরাসের কারণে গৃহবন্দী হয়ে আছেন সবাই।

এই সুযোগে নরসুন্দর হয়ে গেছেন অনেকের স্ত্রী, অনেকের মা। সবারটা আর জানার উপায় নেই। কিন্তু বিভিন্ন জগতের তারকাদের ঘরের খবর তো আর চাপা থাকে না। কখনো কখনো নিজেরাই আবার তাদের হাঁড়ির খবর দিয়ে দেন ভক্তদের। আর ঘরবন্দী থাকার এই সময়ে প্রিয় তারকার খবর যেহেতু আরও বেশি করে জানতে চান ভক্তরা, তারকারাও তাই তাঁদের বঞ্চিত করেন না!

কদিন আগে বিরাট কোহলি টুইটারে ছবি দিয়েছিলেন তাঁর তারকা স্ত্রী বলিউড অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা চুল কেটে দিচ্ছেন। এমন একটি ছবি আর ভিডিও ইনস্টাগ্রামে দিয়েছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোও। প্রেমিকা জর্জিনা রদ্রিগেজ চুল কেটে দিচ্ছেন রোনালদোকে। এ দুজনকে অনুসরণ করে এবার এমনই একটি ছবি টুইটারে দিলেন ভারতীয় ক্রিকেটার সুরেশ রায়না। টুইটারে দেওয়া রায়নার ছবিটি তাঁর নিজেরই। ক্যাপশনে লিখেছেন, '(ছবিটি দেওয়ার জন্য) আমার আর তর সইছিল না...প্রিয়াঙ্কা চুল কেটে দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।' স্ত্রী প্রিয়াঙ্কার দেওয়া কাট যে সুরেশ রায়নার খুব পছন্দ হয়েছে সেটা বোঝা যায় এই ছবি আর ক্যাপশন থেকেই।

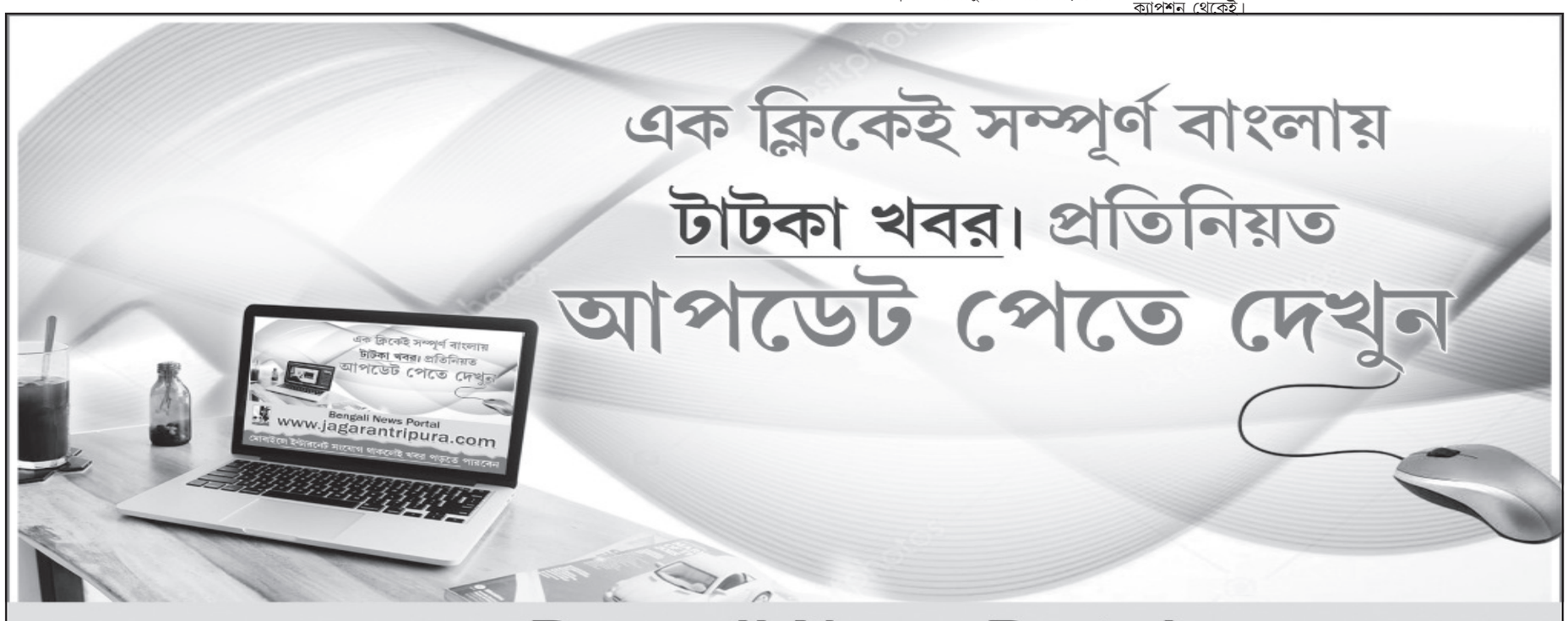

করোনায় আক্রান্ত ঝাড়খণ্ডের কৃষিমন্ত্রী

রাচি, ২৩ আগস্ট (হি. স.): ভারতে করোনার ভয়াবহতা প্রত্যেক দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। করোনায় আক্রান্ত ঝাড়খণ্ডের কৃষিমন্ত্রী বাদল পত্রলেখ। রবিবার সকালে তিনি নিজেই আক্রান্ত হওয়ার কথা টুইট করে জানিয়েছেন। বিগত কয়েকদিন যাবৎ তার সংস্পর্শে যারা এসেছিল তাদেরকে কোয়ারেন্টিনে যাওয়ার অনুরোধ করেছেন তিনি। রবিবার সকালে নিজের টুইট বার্তায় ঝাড়খণ্ডের কৃষিমন্ত্রী লিখেছেন, ' গতকাল আমার শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। গত কয়েকদিনে আমার সংস্পর্শে যারা এসেছেন তাদের কোয়ারেন্টিনে যাওয়ার অনুরোধ করছি। তারা যেন নিজেদের করোনা পরীক্ষা করিয়ে নেন। শনিবার রাতে আমার করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে।' উল্লেখ করা যেতে পারে ঝাড়খণ্ড রাজনীতির বর্ষীয়ান নেতা শিবু সোরেন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী। উল্লেখ করা যেতে পারে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনে বিশেষ অবদান রেখেছেন শিবু সোরেন।

গভীর কোমায় আচ্ছন্ন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি. স.): একই থেকে গিয়েছে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় শারীরিক অবস্থা।কোন রকমের উন্নতি এখনো লক্ষ্য করা যায়নি। গভীর কোমায় আচ্ছন্ন রয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। ভেন্টিলেটর চলছে। তাঁর শারীরিক অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলো স্থিতিশীল বলে জানিয়েছে দিল্লির সেনা হাসপাতাল। উল্লেখ করা যেতে পারে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা নিয়ে সারাদেশের রাজনৈতিক মহলের মধ্যে উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে। যদিও পরিবারের সদস্যদের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে যে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। উল্লেখ করা যেতে পারে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের জন্য ১০ আগস্ট দিল্লির সেনা হাসপাতলে ভর্তি হয়েছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। সেখানে তাঁর করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। নিজের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবরটি টুইট করে জানিয়েছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি নিজেই।অস্ত্রোপচার হওয়ার পর ভেন্টিলেটরে রাখা হয় তাঁকে।

রাজস্থানে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৬৯৭

জয়পুর, ২৩ আগস্ট (হি. স.): রাজনীতির উত্তেজনা কংগ্রেস শাসিত রাজস্থানে কমে এলেও করোনার দৌরাত্ম্য অব্যাহত। প্রত্যেক দিন বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। রবিবার রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনায় নতুন করে আক্রান্ত ৬৯৭। ওই সময়ের মধ্যে নিহত ৬। ফলে এই মুহূর্তে রাজ্যে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৯৯৬১। নিহত ৯৫০।সবমিলিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৫৪২৫২। রাজ্যের সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৪৭৫৯। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে করোনা রোধে নেওয়া হয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে, তা মোটেও চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। অন্যদিকে গোটা ভারতে প্রত্যেকদিন লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।রবিবার সকালে তা ছাড়িয়ে গিয়েছে ৩০ লাখের গণ্ডি।

রবিবার বিভিন্ন দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সিপিএম সমর্থকরা আগরতলায় এক র‍্যালীর আয়োজন করেন। ছবি- পিআইবি।

রাস্তার বেহাল দশার কারণে ফসলের জমিতে ট্রাক্টর নামাতে গিয়ে সমস্যায় কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ আগস্ট।। রাস্তার বেহাল দশা। গ্রামীনে রাস্তাটির মধ্যে বড় বড় গর্ত। বর্ষার সময় জল জমে থাকে। প্রচন্ড পিচ্ছিল এবং কর্দমাক্ত রাস্তা। বর্ষার সময় এই গ্রামীণ রাস্তা ধরে হেঁটে যাওয়া বরই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এলাকার বহু মানুষ বর্ষার সময়ে পিচ্ছিল খেয়ে পড়ে হাতে পায়ে কোমরে ব্যথা পেয়েছে। বিগত সরকার ২৫ বছরেও রাস্তাটির উন্নয়নে কোনরকম চেষ্টা করেনি এবং উদ্যোগও ছিলনা বলে জানান এলাকার প্রবীণ নাগরিক সাধন দাস। উনি বলেন চেচুড়ী মাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সিলেটিয়ামুড়া থালা ভাঙ্গা এলাকার গ্রামীণ রাস্তাটি র অবস্থা বড়ই খারাপ। এই রাস্তাটির শেষ লগ্ন থেকে শুরু হয়েছে চেচুড়ী মাই গ্রামের সবচেয়ে বড় কৃষি প্রধান এলাকা থালাভাঙ্গা এলাকার পাতা সবজির মাঠ। এই বিশাল মাঠে শত শত কৃষকের জমি রয়েছে। ঢেরস কুমড়ো উস্তে করলে ঝিঙ্গে আলু টমেটো বেগুন কাঁচা লঙ্কা লাউ সহ ধানের চাষ হয়। এই বিশাল পরিমাণ সবজির মাঠে ট্রাক্টর নামাতে গিয়ে একমাত্র রাস্তা হল এই গ্রামীণ রাস্তাটি। বর্ষার সময় এই সবজি মাঠে এই রাস্তাটি ধরে ট্রাক্টর নামাতে গিয়ে ভীষণ সমস্যার মধ্যে পড়ে কৃষকরা। যখন ঐ কোন কৃষক এই সবজি মাঠে ট্রাকটার নামাতে যায় এ রাস্তা দিয়ে তখন কম করেও এলাকার ৫ থেকে ৭ জন মিলে ধরে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে ট্রাক্টর নামাতে হয়। কারণ যে কোন সময় ট্রাক্টর উল্টে যেতে পারে বলে জানান ট্রাক্টর চালকগণ।

ভীষণ খারাপ রাস্তাটি। হেঁটে যেতেই কষ্ট হয়। ট্রাক্টর জমিতে নামাতে গেলে বুক ধড়পড় করে কাঁদতে শুরু করে এত খারাপ রাস্তাটি এমনটাই জানিয়েছেন এলাকার কৃষক সাধন দাস কালীপদ দাস সহ আরো অনেকে। তাদের অভিযোগ নতুন সরকার অল্প কয়দিন হয়েছে ক্ষমতায় এসেছে কিন্তু উদ্যোগ নিয়েছে রাস্তাটি করার জন্য কিন্তু বিগত সরকার বিগত ২৫ বছরে এই রাস্তাটিতে একটি ইট বসায় নি এমনটাই অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী। তাদের দাবি অতি দ্রুত যাতে রাস্তাটি ব্রিক সলিং এ রুপান্তরিত করা হয়। না হলে বর্ষার সময় থালা ভাঙ্গা এলাকায় বিশাল পরিমাণ পাতা সবজির মাঠ ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করাতে গিয়ে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় কৃষকদের। তবে এলাকাবাসী কেউ কেউ জানিয়েছেন অতি দ্রুত নাকি চেচুড়ী মাই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে রাস্তাটিতে কাজ শুরু হবে আবার কেউ কেউ বলেছেন আগে শুরু হোক তারপর বলবেন কারণ বিগত ২৫ বছরেও রাস্তাটিতে কোন কাজ হয়নি।

আরটিআইয়ের তথ্য গোপন করে আবেদনকারীকে শিলচর সয়েল কনজারভেশন অফিসে আমন্ত্রণ, ডিসির হস্তক্ষেপ দাবি

শিলচর (অসম), ২৩ আগস্ট (হি. স.) : আরটিআই-এর সঠিক তথ্য না দিয়ে, উল্টো চিঠির মাধ্যমে আবেদনকারীকে শিলচর সয়েল কনজারভেশন অফিসে আমন্ত্রণ জানিয়ে যাবতীয় কাজের তথ্য খতিয়ে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। গত চার বছরে মঞ্জুরিকৃত একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়নের সঠিক তথ্য চেয়ে আরটিআই আবেদন করেও লাভ হয়নি। উল্টো আবেদনকারীকে বলা হচ্ছে, গত চার বছর থেকে সরকারিভাবে নতুন কোনও প্রকল্প মঞ্জুর হচ্ছে না। সরকার কোনও প্রকল্প বরাদ্দ করছে না বলে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে আবেদনকারীকে। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে কাছাড় জেলা সহ সমগ্র বরাক উপত্যকায়।

শিলচর জেলা গ্রন্থাগারের পাশেই কাছাড় সয়েল কনজারভেশন ডিভিশনাল অফিসার কাম ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটারসেড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (আইডব্লিউএমপি)-এর প্রজেক্ট ম্যানেজারের অফিস। সয়েল কনজারভেশন বিভাগের বরাক উপত্যকার কাছাড় করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলা নিয়ে গঠিত এই ডিভিশনের প্রধান কার্যালয় শিলচরে অবস্থিত অফিসটি। এই অফিসের কার্যসূচি সম্পর্কে কার্যত অবগত নন একাংশ বিধায়ক, সাংসদ ও পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি।

কাটিগড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা আরটিআই কর্মী বনস্পতি গোস্বামী গত ৪ বছরে কোথায় কতটা প্রকল্পের বাস্তবায়ন হয়েছে তার সঠিক তথ্য জানতে গত ২২ জুন তথ্য জানার অধিকার, ২০০৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে যাবতীয় বিধি বলে সংশ্লিষ্ট অফিসের ডিভিশনাল অফিসারের কাছে আবেদন পাঠিয়েছিলেন। বনস্পতি গোস্বামীর আবেদনপত্রে উল্লেখ ছিল, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ এই চার অর্থ বছরে মঞ্জুরিকৃত প্রকল্পসমূহ এবং কাটিগড়া এলাকার গ্রামাঞ্চলে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মোট সংখ্যা ও তার মধ্যে কতটা প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, আংশিক বাস্তবায়িত প্রকল্পের স্থান এবং ল্যান্ডমার্কের বিস্তারিত তথ্য চেয়েছিলেন। কাজ সম্পন্ন প্রকল্প সমূহের যথার্থ ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেটের তথ্যাদিও চাওয়া হয়েছিল আরটিআই আবেদনে। কিন্তু রহস্যজনকভাবে জুলাই মাসের ২১ তারিখ ওই অফিসের স্টেট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার কে ভট্টাচার্যের ইস্যুকৃত একটি চিঠির মাধ্যমে আরটিআই আবেদনকারীকে অফিসে ডেকে পাঠানো হয়।

মাইক্রো ওয়াটার শেড (এমডব্লিউএস)-এর নামে একাধিক কমিটি গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারি প্রকল্পের ছয়নয়ের অভিযোগ রয়েছে এলাকার সচেতন মহলে। কাটিগড়ার একাধিক গ্রামে এমডব্লিউএস কমিটি রয়েছে, তার মধ্যে একাধিক গ্রামের জনপ্রতিনিধি জানেন না ওই কমিটির বিষয়ে। জানা গেছে তালকরগ্রান্ট, রাজ্যেশ্বরপুর, কৈয়াজানি, ভাঙ্গারপার, খেলমা ভৈরবপুর, ফুলবাড়ি, ডিগাবর গ্রামের নামে রয়েছে এমডব্লিউএস কমিটি। ওই প্রকল্পের গাইডলাইন অনুসারে মূলত মনোনীত গ্রামগুলোর সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজন মতো রাস্তাঘাট, জলসেচ, স্লুইস গেট, পানীয় জলের কুয়ো, এমআই বাঁধ, কালভার্ট প্রভৃতি নির্মাণের ব্যবস্থা রয়েছে। কালাইন গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর সভাপতি মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী এবং ভৈরবপুরের জিপি সভাপতি দীপন রায়রা জানেন না গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের বিষয়ে। সরকারি প্রত্যেক বিভাগের যাবতীয় কাজকর্ম প্রকাশ্যে জনসমক্ষে তুলে ধরার নিয়ম রয়েছে। এছাড়া সরকারি গাইডলাইন অনুসারে যে

ছয়ের পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে বিজেপির নতুন মন্ডল সভাপতি হিসেবে মিযুক্ত হলেন শ্যামলাল দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৩ আগস্ট।। দীর্ঘ দুই মাস যাবৎ ৩৬ শান্তির বাজার বিজেপি মন্ডল কার্যালয় অভিবাবকহীন অবস্থায় ছিলো। শান্তির বাজার বিজেপির হাল ফেরাতে নতুন মন্ডল সভাপতি নিয়োগকরাহলো। শ্যামলাল দেবনাথ বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে পরিচিত। দীর্ঘ ২৫ বছর বামের শাসন কালে বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে লড়াইকরে গেছেন শ্যামলাল দেবনাথ। তিনি বিগত দিনে বিজেপির দক্ষিন জেলার সাধারন সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমান বিজেপির রাজ্যসভাপতি শ্যামলাল দেবনাথের একনিষ্ঠতা দেখে উনাকে ৩৬ শান্তির বাজার বিজেপির মন্ডল সভাপতির পদের দায়িত্ব দেন। বিগত দিনে অশোক সেন ৩৬ শান্তির বাজার মন্ডল সভাপতির দায়িত্ব ছিলেন। কোনো এক অঞ্জাত কারনে তিনি নিজেথেকেই এই পদ থেকে ইস্তফা দেন। তাই বর্তমানে বিজেপির হালফেরাতে শান্তির বাজারের দায়িত্ব দেওয়া হলো শ্যামলাল দেবনাথকে। শ্যামলাল দেবনাথকে শান্তির বাজার মন্ডল সভাপতির দায়িত্ব দেওয়ায় শান্তির বাজারের লোকজনেরা খোবই খুশি। সকলে আশাবাদি শ্যামলাল দেবনাথ এখন লোকজনের হয়ে কাজ করবেন।

১০৩২৩ ভিক্টিমাইজড শিক্ষক সংগঠনের উদ্যোগে ত্রাণ সামগ্রি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৩ আগস্ট।। অল ত্রিপুরা ১০৩২৩ ভিক্টিমাইজড শিক্ষক সংগঠনের উদ্যোগেই আজ খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের সম্মুখ প্রাঙ্গনে এই বিশেষ ত্রাণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। চাকুরী হারিয়ে ১০৩২৩ শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেদের পরিবার নিয়ে ভীষণ কষ্টে দিন যাপন করছেন। কর্মহীন অবস্থায় প্রায় পাঁচ মাস অতিক্রান্ত। এই অবস্থার মধ্যে কেউ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে সবজি বিক্রি করছেন, মাছ বিক্রি করছেন, কেউ মাংস বিক্রি করছেন, আবার কেউ দিনমজুরি কাজ করছেন। এই সঙ্কটপূর্ণ মুহুর্তে সংগঠনগতভাবে কিঞ্চিত পরিমান হলেও নিজেদের পাশে দাঁড়িয়ে একে অপরকে খানিকটা হলেও ত্রাণ দিয়ে সহযোগিতা করে পরিবারগুলোর খানিকটা হলেও উপকার হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করলেন এ.টি.১০৩২৩.ভি.টি.এ. রাজ্য সভাপতি প্রদীপ বণিক। সাথে ছিলেন রাজ্য সম্পাদক অরবিন্দ শর্মা সহ রাজ্য এবং জেলাস্তরের কর্মীবৃন্দগণ। সরকারী নীতি-নির্দশিকা মেনে হয় অনুষ্ঠান। খোয়াই মহকুমার মোট ২০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু রহস্য উন্মোচনের জন্য দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত করছে সিবিআই

মুম্বই, ২৩ আগস্ট (হি. স.): সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর রহস্য উন্মোচনের জন্য দ্রুততার সঙ্গে কাজ করে চলেছে সিবিআই। শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ এবং তদন্ত প্রক্রিয়া চালানোর পর রবিবার সকাল থেকে সমানতালে লেগে পড়েছে সিবিআই। এদিন তারা সুশান্ত সিং রাজপুতের ফ্ল্যাটমেট সিদ্ধার্থ পিটানিকে ডিআরডিও গেস্ট হাউসে ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। মনে করা হচ্ছে আজকেই সুশান্ত সিং রাজপুতের প্রেমিকা রিয়া চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে সিবিআই।

অন্যদিকে বয়ান নথিভুক্ত করার জন্য সুশান্ত সিং রাজপুতের বোন মিতু সিংকে ডেকে পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। উল্লেখ করা যেতে পারে দীনেশ সাবন্ত এবং নিরাজ সিংকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করে গিয়েছে সিবিআই। প্রসঙ্গত সুশান্ত সিং রাজপুতের রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে গোটা ভারতে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি মহারাষ্ট্র পুলিশ এবং বিহার পুলিশ এর মধ্যেও দড়ি টানাটানি হয়েছে। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিবিআই এই তদন্ত ভার গ্রহণ করেছে।

বিহার বিধানসভা নির্বাচনে জেডিইউ, এলজেপি এবং বিজেপি ঐক্যবদ্ধভাবে লড়বে বলে জানিয়েছেন জগত প্রকাশ নাড্ডা

পাটনা, ২৩ আগস্ট (হি. স): জেডিইউ, এলজেপি-কে সঙ্গে নিয়ে আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচন লড়বে বিজেপি বলে জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। পাশাপাশি বিহার বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের ক্ষেত্রে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। বিহার রাজ্য বিজেপির কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে আলাপচারিতায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা জানিয়েছেন, জেডিইউ , এলজেপি, বিজেপি ঐক্যবদ্ধভাবে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে লড়বে এবং জিতবে।

জোটসঙ্গীদের বরাবর যথাযথ সম্মান এবং রাজনৈতিক পরিসর দিয়ে এসেছে বিজেপি। কেন্দ্র এবং বিহার সরকার জনগণের কল্যাণে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এবং পদক্ষেপ নিয়েছে তা রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেওয়র ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কর্মকর্তাদের নিতে হবে। দেশজুড়ে করোনা মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সদর্থক পদক্ষেপ নিয়েছে তার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জানিয়েছেন, ভারতে করোনা মোকাবিলা করার জন্য ১২,৫০,০০০ শয্যা রয়েছে। চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে দুই হাজারের বেশি। প্রত্যেকদিন দশ লাখ করে করোনা পরীক্ষা গোটা দেশে হচ্ছে। সুস্থ হয়ে ওঠার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৪ শতাংশ।

প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা উল্লেখ করতে গিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জানিয়েছেন, এই প্রকল্প থেকে দেশের ৮০ কোটি মানুষ উপকৃত হয়েছে। এদিনর বক্তব্যে একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প যেমন আত্মনির্ভর ভারত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে আর্থিক সাহায্য, জাতীয় স্বাস্থ্য ডিজিটাল মিশন, কৃষকদের আর্থিক সাহায্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন।

পূর্বের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য বিহারে ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি। সেই লক্ষ্যে নির্বাচনী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে বিহারে যেতে বলা হয়েছে।এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় আগামী ২৯ নভেম্বর মেয়াদ শেষ হচ্ছে নীতিশ সরকারের। এখনো পর্যন্ত বিহার বিধানসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেনি নির্বাচন কমিশন। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই এই নির্ঘন্ট ঠিক করা হবে।

১২তম এডিসি দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ আগস্ট।। সারা রাজ্যের সাথে তেলিয়ামুড়া মহকুমায় ও আইপিএফটি এর ডিভিশনাল কমিটির উদ্যোগে উত্তর গোকুলনগর আইপিএফইট কার্যালয়ের সামনে দলের ১২ তম ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি দিবস পালন করা হয়। এই দাবি দিবসে উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটি দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক তথা রাজ্যের বল মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক সুনীল দেববর্মা, কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক অঘোর দেববর্মা সহ কেন্দ্রীয় এবং বিভাগীয় কমিটির অন্যান্য নেতৃত্বরা। এই দাবি দিবসের প্রথমেই পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে জনসভার সূচনা করেন নেতৃত্বরা। এইদন তেলিয়ামুড়া ডিভিশন কমিটি থেকে হাজারের ওপর কর্মীসমর্থকরা উৎসাহের সহিত উপস্থিত ছিলেন। এদিন এই দাবির দিবসে উপস্থিত থেকে বনমন্ত্রীর মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন প্রত্যেক বছড ২৩শে আগস্ট এই দাবি দিবসটি ঘটনা করে পালন করা হয়। তবে এবার করুণা প্যানডেমিক এর ফলে ছোট আকারে রাজ্যের ৪২টি জায়গায় এ দাবি দিবস উদযাপন করা হয়। তিনি আরো বলেন দাবি দিবসকে সামনে রেখে যে জন জমায়েত হয়েছে তা আগামী এডিসি নির্বাচনে কিছউটা হলে ইঙ্গিত বহন করে। যেহেতু সামনে এডিসি নির্বাচন রাজ্যের জনজাতিরা আইপিএফটি দলের উপরই ভরসা রাখছে। রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন দল ত্যাগ করে আইপিএফটি তে যোগদান করছে। আজও তুই কর্মা এডিসি ভিলেজের ১২ পরিবারের ২৬ জন ভোটার বিভিন্ন দল ত্যাগ করে আইপিএফটি পতাকা তলে শামিল হয়েছে। তাদের স্বাগত জানান মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া।

জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় মানিক দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটে ঘাটতি মেটানোর জন্যই পেট্রোল ও ডিজেলের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি করে চলেছে। রবিবার মেলার মাঠে দলীয় কার্যালয়ে প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী তথা সিটু নেতা মানিক দে এই অভিমত ব্যক্ত করেন।তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে পেট্রোল এবং ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি করে চলেছে তাতে সাধারণ মানুষের মাথায় অতিরিক্ত করের বোঝা চাপছে।পেট্রোল এবং ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।জালালের মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশের সর্বত্রই মানুষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। পেট্রোল এবং ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ করতে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী মানিক দে।তিনি বলেন পেট্রোল এবং ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে দেশজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন।প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী মানিক দে আরো বলেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যেসব জনবিরোধী কার্যকলাপ শুরু করেছে তা বন্ধ করার জন্য বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া বিকল্প কোন পথ সামনে নেই।এসব কথা মাথায় রেখেই চিত্র সহ বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলনে শামিল হচ্ছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

কুমারঘাটে তিন চোর আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। কুমারঘাট বাজার চৌমুহনীতে ৩ সন্দেহভাজন চোরকে আটক করা হয়েছে। সকালে তারা সন্দেহজনকভাবে কুমারঘাট বাজার চৌমুহনী এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। তাদেরকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে পুলিশ আটক করে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। তারা বিভিন্ন চুরির ঘটনায় জড়িত রয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ। আটক তিন চোরকে করোনা পরীক্ষা করানো হলে একশনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। আটক তিনজনের মধ্যে একজনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়ায় তাদেরকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনা সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই কুমারঘাট চৌমুনী এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।উল্লেখ্য কুমারঘাট বাজার সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলিতে বেশ কিছুদিন ধরেই চুরির ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরপর চুরির ঘটনা ঘটলো পুলিশ চোরদের পাকড়াও করতে সক্ষম হচ্ছে না। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে স্থানীয় জনমনে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।এরইমধ্যে সাতসকালে সন্দেহজনকভাবে তিনজনকে ঘোরাফেরা করতে দেখে পুলিশ আটক করে।

পশ্চিম থানার পুলিশ আটক করল কুখ্যাৎ চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় চুরির ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। গতকাল রাতেও রাজধানী আগরতলা পশ্চিম থানা এলাকার শংকর চৌমুহনীতে চুরির ঘটনা ঘটে। চোরের দল সংক্রমণে এলাকার সুজিত শুক্লা দাস এর হার্ডওয়ারের দোকান থেকে বেশ কিছু সংখ্যক জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। এব্যাপারে দোকানের মালিক আগরতলা পশ্চিম থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে।তদন্ত চালিয়ে পুলিশ এক চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। নাটক চোরের নাম হাওয়া মিয়া। তার কাছ থেকে বেশ কিছু সংখ্যক জিনিসপত্র উদ্ধার হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রেখেছে পুলিশ। আগরতলা পশ্চিম থানার ওসি জয়ন্ত মালাকার জানিয়েছেন চুরির ঘটনা প্রতিহত করতে পুলিশ তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। আটকদের বিরুদ্ধে মামলা কখন করা হয়েছে।তার কাছ থেকে আরও কিছু তথ্য ও তার জন্য পুলিশি তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায় চুরির

ছয়ের পাতায় দেখুন

ব্রাজিলে একদিনে আক্রান্ত ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ

ব্রাজিলিয়া, ২৩ আগস্ট (হি. স.): লাতিন আমেরিকার ব্রাজিলে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলের নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৫০ হাজারের বেশি মানুষ।ওই সময়ের মধ্যে আক্রান্ত হয়েছে ৫০০৩২।ফলে ব্রাজিলের সব মিলে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫৮২৩৬২।বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে মারণ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৮৯২।ফলে সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৪২৫০।শুক্রবার লাতিন আমেরিকার এই দেশে এক দিনে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছিল ৩০৩৩৫।নিহত ১০৫৪। সুস্থ হয়ে উঠেছে ২.৭ মিলিয়ন বেশি মানুষ।গোটা বিশ্বের নিরিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রাজিল হচ্ছে দুটি রাষ্ট্র যেখানে করোনা আক্রান্ত এবং মৃত্যুর হার সবথেকে বেশি।ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট এবং ফাস্ট লেডিও করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে তারা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ব্রাজিলে করোনার ভয়াবহতা দেখে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু।

করোনায় আক্রান্তের নিরিখে ৩০ লাখের গণ্ডি ছাড়ালো ভারত

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি. স.): একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও ভারতে কোন মতে রোধ করা যাচ্ছে না করোনার মারণ দৌরাত্ম্য। প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় গোটা ভারতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৬৯২৩৯ বলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের তরফ থেকে জারি করা স্বাস্থ্য বুলেটিনে বলা হয়েছে ভারতের সব মিলিয়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩০ লাখের গণ্ডি পেরিয়ে হয়েছে ৩০৪৪৯৪১।এর মধ্যে বর্তমানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৭০৭৬৬৮।সুস্থ হয়ে উঠেছে ২২৮০৫৬৭।বিগত ২৪ ঘন্টায় গোটা দেশজুড়ে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৯১২ জনের।

ফলে সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা এখনো পর্যন্ত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬৭০৬। মাত্র ১৬ দিন আগে ৭ আগস্ট করোনায় আক্রান্তের গণ্ডি ২০ লক্ষ পেরিয়ে গিয়েছে। ওদিন ভারতের সবথেকে বেশি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৬২৫৩৮। ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে সবথেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। সেখানে বর্তমানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১৬৯৮৩৩। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৪৮০১১৪।রাজ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১৯৯৫।এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তামিলনাড়ু।সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৫৩৭১০। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৩১৩২৮০। নিহত ৬৪২০।তালিকায় তিন নম্বর স্থানে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ। এই রাজ্যের সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৮৯৩৮৯। নিহত ৩১৮৯। সুস্থ হয়ে উঠেছে ২৫২৬৩৮।চার চার নম্বরে রয়েছে রাজধানী দিল্লি। সেখানে বর্তমানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১১৫৯৪।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।